বারট্রাণ্ড রাসেল

শহরতলির শয়তান

অনুবাদ

অজিত কৃষ্ণ বসু

শহরতলির শয়তান

'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস' এবং 'গাণিতিক দর্শনের ভূমিকা'-র মতো গ্রন্থের লেখক আশি বছর বয়সে ছোটগল্প লিখতে বসেছেন এমন ধরনের ঘটনা বিরল। রাসেল নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার এই গল্প লেখবার প্রচেষ্টায় পাঠক-পাঠিকারা আমার চাইতে বেশি বিস্মিত হবেন বলে আমি মনে করি না। এমন কাজ করবার চিন্তাও আমার মনে এর আগে কখনো উদিত হয় নি। কিন্তু কি কারণে জানি না হঠাৎ আমার এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট গল্পগুলি লেখবার ইচ্ছা হল··· ।' তারি ফল এই সংকলন-অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি অসাধারণ গল্প।

অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

প্রজ্ঞাপারমিতা	উপন্যাস
বাতাসী বিবি	"
সানাই	"
শকুন্তলা স্যানাটোরিয়াম	"
যাদু-কাহিনী	বিচিত্র কাহিনী
পাগলা গারদের কবিতা	কবিতা
নে-তে-তেরি-তোম	"
এক নদী বহু তরঙ্গ	"
খামখেয়ালী ছড়া	"
প্রফেসার হোঁদারামের ডায়েরী	কিশোর সাহিত্য

শহরতলির শয়তান

বারট্রাণ্ড রাসেল

অনুবাদ

অজিত কৃষ্ণ বসু

[অ. কৃ. ব]

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

কলকাতা-১২

১৩৬৯

প্রথম সংস্করণ : দু হাজার
কার্ত্তিক ১৩৬৯, নভেম্বর ১৯৬২

প্রকাশক : ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী :
চারু খান

মুদ্রক : দ্বিজেন বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রা লি.
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

দাম : চার টাকা পঞ্চাশ ন. প.

জর্জ অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন প্রকাশিত Satan in the Suburbs-এর
বাংলা অনুবাদ।

সূচীপত্র

ভূমিকা

আশি বছর বয়সে নতুন কিছু করবার চেষ্টা অসাধারণ হতে পারে কিন্তু অভূতপূর্ব নয়। এর চাইতে বেশি বয়সে হব্‌স্‌ তাঁর আত্মজীবনী লিখেছিলেন ল্যাটিন ভাষায় ষট্‌পদী কবিতায়। তবু আমার এ প্রচেষ্টা কোনো-কোনো মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে পারে ; সেই বিস্ময় অপনোদনের জন্য দু-চার কথা বলা হয়তো অবান্তর হবে না। আমার এই গল্প লেখবার প্রচেষ্টায় পাঠক-পাঠিকারা আমার চাইতে বেশি বিস্মিত হবেন বলে আমি মনে করি না। এমন কাজ করবার চিন্তাও আমার মনে এর আগে কখনো উদিত হয় নি। কিন্তু কি কারণে জানি না হঠাৎ আমার এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট গল্পগুলি লেখবার ইচ্ছা হল। এ বিষয়ে বৈচারিক অভিমত দেবার যোগ্যতা আমার নেই, জানি না এই গল্পগুলির কোনো মূল্য আছে কিনা। শুধু এই জানি যে গল্পগুলো লিখে আমি আনন্দ পেয়েছি, কাজেই এগুলো পড়ে আনন্দ পাবেন এমন লোকও থাকা অসম্ভব নয়।

গল্পগুলি বাস্তবধর্মী গল্প হিসেবে লেখা হয় নি—কোনো পাঠক বা পাঠিকা কর্সিকায় গিবেলাইন দুর্গের অথবা মর্টলেকে শয়তান-চরিত্র দার্শনিকের খোঁজ করলে হতাশ হবেন বলেই আশঙ্কা করি। এই গল্পগুলোর অন্য কোনো রকম গভীর উদ্দেশ্যও নেই।

'কুমারী এক্‌স্‌-এর অগ্নিপরীক্ষা' গল্পটিতে—যে গল্পটি লিখেছিলাম সর্বপ্রথম—'জুলেকা ডবসন' এবং 'উডোল্‌ফো-র রহস্যাবলী' গল্পদুটির আবহাওয়া একসঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অন্য গল্পগুলিতে, আমি যতদূর জানি, আমার পূর্বতন গল্পকারদের কোনো গল্পের প্রভাব নেই। গল্পগুলো কোনো নীতি বা তত্ত্ব বোঝাতে চাইছে একথা কেউ ভাবলে আমি বড় দুঃখ পাব। প্রত্যেকটি গল্প তার নিজের খাতিরে নিছক গল্প হিসেবেই লেখা, পাঠক-পাঠিকাকে আনন্দ দিতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ।

শহরতলির শয়তান

এক

মর্টলেক-এ থাকি, ট্রেনে চড়ে রোজ কর্মস্থানে যাই। রোজই আমায় যাতায়াত করতে হয় শহরতলির একটি নিরালা বাড়ির পাশ দিয়ে। একদিন ফেরবার পথে সন্ধ্যাবেলায় দেখতে পেলাম সে বাড়ির গেটে পেতলের তৈরি নতুন নাম-ফলক লাগানো হয়েছে। দেখে বিস্মিত হলাম, ডাক্তারদের নাম-ফলকের ওপর সাধারণত যেমন লেখা থাকে, তার বদলে ওর ওপর লেখা রয়েছে ঃ

এখানে বিভীষিকা তৈরি হয়। আবেদন করুন।

—ডাঃ মার্ডক মালাকো

এই অদ্ভুত ঘোষণাটি আমার কৌতূহল জাগাল। বাড়ি ফিরেই ডাঃ মালাকোর কাছে একটি চিঠি লিখে দিলাম আরো বিস্তারিত বিবরণের জন্য, যা থেকে ঠিক করা যাবে আমি তাঁর মক্কেল হব কি হব না। চিঠির জবাব পেলাম এই রকম ঃ

প্রিয় মহাশয়,

আমার পেতলের ফলকটি সম্পর্কে যে আপনি কিছু ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠিয়েছেন সেটা খুব বিস্ময়কর নয়। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন আমাদের মহানগরীর চার ধারে শহরতলি-গুলোতে জীবন-যাত্রার বিরক্তিকর একঘেয়েমি অনেকের মনোদুঃখের কারণ হয়েছে। যাঁদের মতামতের বিশেষ মূল্য আছে, এমন অনেকে এই মত প্রকাশ করেছেন যে এই একঘেয়ে জীবনকে অনেকটা সুসহ করে তুলতে পারে কিছু বিচিত্র, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, এমন কি তাতে বিপদের ঝুঁকি মেশানো থাকলেও।

ঠিক এই প্রয়োজনটি মেটাবার জন্যেই আমি একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পেশা গ্রহণ করেছি। আমার বিশ্বাস আমি আমার মক্কেলদের এমন নতুন রোমাঞ্চ এবং উত্তেজনা যোগাতে পারব যা তাঁদের জীবনের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটাবে।

আগে থেকে সময় ঠিক করে এলে আপনার ইচ্ছামত আরো জ্ঞাতব্য তথ্য আপনি পেতে পারবেন। আমার দক্ষিণা প্রতি ঘণ্টায় দশ গিনি।

এই জবাব পেয়ে আমার মনে হল ডাঃ মালাকো একজন নতুন ধরনের মানবপ্রেমিক। মনের ভেতর দ্বন্দ্ব চলল, ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করে জানবার জন্য দশ গিনি খরচ করব, না এই দশ গিনি অন্য কোনো কাজে লাগাব? মনে মনে এ প্রশ্নের কোনো মীমাংসায় পৌঁছবার আগেই এক সোমবার সন্ধ্যাবেলা ডাঃ মালাকোর বাড়ির গেটের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে দেখলাম আমার প্রতিবেশী মিঃ অ্যাবারক্রম্বি ডাক্তারের সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছেন। তাঁর পাণ্ডুবর্ণ মুখে দিশেহারা ভাব, দু চোখে লক্ষ্যহীন শূন্য দৃষ্টি। মাতালের মতো টলতে-টলতে এসে হাতড়াতে-হাতড়াতে গেটের খিল খুলে তিনি এমনভাবে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন যেন একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত এলাকায় এসে তিনি হারিয়ে গেছেন।

আমি উচ্চকণ্ঠে বললাম, 'মিঃ অ্যাবারক্রম্বি! কি হয়েছে আপনার?'

কিছুই যেন হয় নি, এমনি ভাব দেখাবার মর্মান্তিক চেষ্টা করে তিনি জবাব দিলেন, 'না-না, তেমন কিছুই নয়। আমরা আবহাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম।'

আমি বললাম, 'আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করবেন না। আবহাওয়ার চাইতেও খারাপ কিছু আপনার চোখে মুখে ঐ আতঙ্কের ছাপ এঁকে দিয়েছে।'

'আতঙ্ক? কি বাজে বকছেন আপনি?' একটু বিরক্তির সুরেই বললেন তিনি। 'ওঁর হুইস্কিটা ভয়ানক ঝাঁঝালো।'

পরিষ্কার বোঝা গেল তিনি আমার প্রশ্ন এড়াতে চাইছেন, সুতরাং তাঁকে একাই তাঁর বাড়ির দিকে যেতে দিয়ে আমি সরে এলাম। তারপর কিছু দিন তাঁর আর কোনো খবর পাই নি। পরদিন সন্ধ্যায় ফেরবার পথে ঠিক একই সময়ে দেখলাম আমার আরেকজন প্রতিবেশী মিঃ বোশাঁ ঠিক একই রকম আতঙ্কে আত্মহারা অবস্থায় বেরিয়ে আসছেন। তাঁর সঙ্গে কথা কইতে যেতেই তিনি আমাকে হাতের ইশারায় দূরে সরিয়ে দিলেন। পরদিন ঠিক সেই অবস্থায় দেখলাম মিঃ কার্টরাইটকে। বিষ্যুৎবার সন্ধ্যাবেলা আমার বিশেষ পরিচিত চল্লিশ বছর বয়স্কা মিসেস এলারকার ডাঃ মালাকোর দরজা থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে এসে ফুটপাথের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তিনি জ্ঞান

ফিরে পেলে আমি তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম। তিনি আতঙ্কিত অস্ফুটস্বরে শুধু একটি কথাই বললেন, 'কখনো না।' আমি তাঁকে তাঁর বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে আর-একটি কথাও আদায় করা গেল না।

শুক্রবার কিছু দেখলাম না। শনিবার আর রবিবার কাজে গেলাম না, তাই ডাঃ মালাকোর গেটের পাশ দিয়ে যেতে হল না। কিন্তু রবিবার সন্ধ্যা-বেলা আমার প্রতিবেশী মিঃ গস্‌লিং, শহরের একজন বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি, এলেন একটু গল্পসল্প করতে। গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে চেয়ারে বেশ গ্যাঁট হয়ে বসে তিনি তাঁর স্বভাব অনুযায়ী আমাদের পাড়া-প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে গালগল্প শুরু করলেন।

'আমাদের এই রাস্তায় কি সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে, খবর রাখেন ?' বললেন তিনি। 'মিঃ অ্যাবারক্রম্বি, মিঃ বোশাঁ আর মিঃ কার্টরাইট, এঁরা সবাই অসুস্থ হয়ে অফিস কামাই করছেন, আর মিসেস এলারকার একটি অন্ধকার ঘরে শুয়ে-শুয়ে গোঙাচ্ছেন।'

বুঝতে পারা গেল মিঃ গস্‌লিং কিছুই জানেন না ডাঃ মালাকো এবং তাঁর অদ্ভুত পেতলের ফলক সম্বন্ধে। তাই ঠিক করলাম তাঁকে কিছু না বলে আমি নিজেই স্বাধীনভাবে খোঁজ খবর নেব। যথাক্রমে মিঃ অ্যাবারক্রম্বি, মিঃ বোশাঁ এবং মিঃ কার্টরাইটের সঙ্গে দেখা করলাম ; কেউ একটি কথাও বলতে রাজী হলেন না। মিসেস এলারকার তো অসুস্থতার দরুন নেপথ্যেই অদৃশ্য হয়ে রইলেন। পরিষ্কার বোঝা গেল অদ্ভুত ব্যাপার কিছু ঘটছে, আর এর মূলে রয়েছেন ডাঃ মালাকো। ঠিক করলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করব ; মক্কেল রূপে নয়, অনুসন্ধানী রূপে। গিয়ে ঘণ্টা বাজাতেই বেশ ছিমছাম একজন পরিচারিকা এসে আমাকে ডাক্তারের সুসজ্জিত পরামর্শ-ঘরে নিয়ে গেল।

প্রবেশ করে ডাঃ মালাকো হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন, 'বলুন তো আপনার জন্যে কি করতে পারি ?' তাঁর ভাবভঙ্গী বেশ ভদ্র, কিন্তু হাসিটি রহস্যময়। তাঁর দৃষ্টি অন্তর্ভেদী এবং ভাবাবেগহীন ; মুখের হাসির সঙ্গে তাঁর চোখে কিন্তু হাসি ছিল না। তাঁর চোখদুটিতে এমন কিছু ছিল, যাতে আমি কি এক অজানা ভয়ে শিউরে উঠলাম।

আমি বললাম, 'ডাঃ মালাকো, শনি আর রবিবার ছাড়া রোজ আমাকে সন্ধ্যাবেলা আপনার গেটের পাশ দিয়ে যেতে আসতে হয়। পর-পর চার

সন্ধ্যায় আমি চারটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি ; তাদের ভেতর এমন একটি মিল আছে যা আমার কাছে বেশ একটু আশঙ্কাজনক বলেই মনে হয়েছে। আপনার চিঠিখানা হেঁয়ালিপূর্ণ ; জানি না আপনার পেতলের ফলকের বিজ্ঞপ্তির পেছনে কি রহস্য রয়েছে, কিন্তু আমি যেটুকু দেখেছি তাতে আমার মনে সংশয় জেগেছে, আপনি আমাকে যেমন বুঝিয়েছিলেন সত্যি-সত্যি তেমনি মানুষের উপকার করাই আপনার উদ্দেশ্য কিনা। হতে পারে আমার এ সংশয় ভিত্তিহীন ; যদি তাই হয়, তাহলে আমার সংশয় দূর করা আপনার পক্ষে শক্ত হবে না। কিন্তু আমি খোলাখুলি স্বীকার করছি আপনার পরামর্শ-ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই মিঃ অ্যাবারক্রম্বি, মিঃ বোশাঁ, মিঃ কার্টরাইট এবং মিসেস এলারকারের অমন অদ্ভুত অবস্থা কেন হয়েছিল তার কিছু ব্যাখ্যা আপনার কাছ থেকে না পাওয়া পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হব না।'

আমি এই কথা বলবার সঙ্গে-সঙ্গে ডাঃ মালাকোর মুখ থেকে হাসি অদৃশ্য হল, তিনি কঠোর এবং গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

তিনি বললেন, 'মশাই, আপনি আমাকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করতে বলছেন। আপনি কি জানেন না প্রত্যেক ডাক্তারের পবিত্র কর্তব্য তাঁর মক্কেলদের গোপন কথা সযত্নে গোপন রাখা ? জানেন না আপনার অকারণ কৌতূহল চরিতার্থ করতে হলে আমাকে কি জঘন্য অপরাধে অপরাধী হতে হবে ? এত বয়স হয়েছে অথচ এটুকু জানেন না, গোপনীয়তা রক্ষা করা ডাক্তারদের অবশ্য কর্তব্য ? না মশাই, আপনার বেয়াড়া প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। আপনাকে অনুরোধ করতে বাধ্য হচ্ছি, এই মুহূর্তে আপনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ঐ যে বেরোবার দরজা।'

রাস্তায় বেরিয়েই প্রথমটা একটু লজ্জিত বোধ করলাম। ভাবলাম তিনি যদি বাস্তবিকই একজন গোঁড়া ডাক্তার হয়ে থাকেন, তাহলে আমার প্রশ্নগুলোর ঠিক উচিত জবাবই তিনি দিয়েছেন। আমারই কি বোঝবার ভুল হয়েছিল ? এমন কি হতে পারে যে তিনি তাঁর চার জন রোগীকেই তাঁদের রোগ-সম্পর্কিত এমন বেদনাদায়ক অপ্রিয় সত্য বলেছিলেন যা তাঁদের আগে জানা ছিল না ? অসম্ভব নয়, যদিও তার সম্ভাব্যতাও খুব বেশি বলে মনে হল না। কিন্তু এছাড়া আমার আর কিই বা করবার ছিল ?

আরো একটি সপ্তাহ আমি ডাঃ মালাকোর ওপর নজর রাখলাম, প্রত্যেক ভোরে এবং সন্ধ্যায় তাঁর গেটের পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করলাম, কিন্তু আর

কিছুই দেখতে পেলাম না। এটা কিন্তু লক্ষ্য করলাম যে ঐ অদ্ভুত ডাক্তারটিকে আমি ভুলতে পারছি না। রাতের পর রাত দুঃস্বপ্নের ভেতর তিনি দেখা দিতেন কখনো পায়ে খুর, পিছনে লেজ আর বুকে তার সেই পেতলের ফলক নিয়ে, কখনো বা অন্ধকারে তাঁর চোখগুলো জ্বলজ্বল করত আর অদৃশ্য ঠোঁটদুটি যেন বলতে চাইত 'তুমি আসবেই!' প্রত্যেক দিনই তাঁর গেটের পাশ দিয়ে যাবার সময় আমার গতি গতদিনের তুলনায় শ্লথ হয়ে আসত। প্রতিদিনই আমার ইচ্ছা আরো প্রবল হয়ে উঠত গেট দিয়ে ঢুকে যাবার—এবার আর অনুসন্ধানী রূপে নয়, মক্কেল রূপে। এ ইচ্ছাটাকে একটা উন্মত্ত নেশা বলে বুঝতে পারলেও এর হাত থেকে কিছুতেই রেহাই পাচ্ছিলাম না। এই ভীষণ আকর্ষণটি ক্রমে-ক্রমে আমার কাজের ভয়ানক ক্ষতি করতে লাগল। অবশেষে আমার অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বুঝিয়ে বললাম অত্যধিক কাজের চাপে আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, আমার কিছুদিনের ছুটি দরকার। তাঁর কাছে অবশ্য ডাঃ মালাকোর উল্লেখ করলাম না। আমার ঊর্ধ্বতন কর্মচারী বয়সে আমার চাইতে অনেক বড়, আমি তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। আমার শ্রান্ত অবসন্ন চেহারার দিকে একবার তাকিয়ে তিনি বেশ সদয়ভাবেই আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

আকাশপথে আমি করফু চলে গেলাম, ভাবলাম সূর্যালোক আর সমুদ্র আমাকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু হায়, দিনে রাতে এতটুকু স্বস্তি পেলাম না সেখানে। প্রত্যেক রাত্রে স্বপ্নের ভেতর সেই দুটি চোখ যেন আগেকার চাইতে আরো বড় হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ভীষণভাবে জ্বলজ্বল করত। প্রত্যেক রাত্রে শুনতাম ভৌতিক কণ্ঠের আহ্বান 'চলে এসো!' আর আতঙ্কে জেগে উঠতাম সারা দেহে ঠাণ্ডা ঘাম নিয়ে। শেষকালে এই সিদ্ধান্তে পৌছলাম যে কাজ-ছাড়া ছুটিতে আমার অবস্থার উন্নতি হবে না। ফলে হতাশ হয়ে ফিরে এলাম, আশা করলাম আমার মস্তিষ্কের স্থৈর্য ফিরিয়ে আনতে পারবে সেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যাতে আমি ব্যাপৃত ছিলাম গভীর আগ্রহ আর উৎসাহ নিয়ে। একটি অত্যন্ত জটিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে আমি প্রচণ্ড উদ্যমে লেগে গেলাম, এবং আমার কর্মস্থানে যাতায়াতের এমন একটা রাস্তা ঠিক করে নিলাম যেটি ডাঃ মালাকোর গেটের পাশ দিয়ে যায় নি।

দুই

আমার মনে হতে লাগল আমার ওপর ডাঃ মালাকোর অশুভ প্রভাবটা বোধহয় ধীরে-ধীরে কমে আসছে। এমনি সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা মিঃ গস্‌লিং আবার আমার বাড়িতে এলেন। ফূর্তিবাজ, লাল চেহারার গোলগাল মানুষটি; ভাবলাম আমার মনের শান্তিহরা অসুস্থ কল্পনাগুলোকে দূর করে দেবার জন্যে ঠিক এমনি মানুষই দরকার। কিন্তু তাঁকে পানীয় দিয়ে আপ্যায়িত করবার পর তিনি প্রথম যে কথা শোনালেন তাতে আবার ডুবে গেলাম আতঙ্কের গভীর গহ্বরে।

তিনি বললেন, 'শুনছেন, মিঃ অ্যাবারক্রম্বিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?'

আমি বললাম, 'বলেন কি? মিঃ অ্যাবারক্রম্বি গ্রেপ্তার হয়েছেন? কি করেছেন তিনি?'

জবাবে মিঃ গস্‌লিং বললেন, 'আপনি তো জানেন, আমাদের প্রধান ব্যাঙ্ক-গুলোর একটিতে মিঃ অ্যাবারক্রম্বি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শাখার ম্যানেজার রূপে বেশ সুনাম এবং সম্মান অর্জন করেছিলেন। তাঁর বাবার মতোই তিনিও কি কর্মক্ষেত্রে, কি ব্যক্তিগত জীবনে, সর্বদাই নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। সবারই বিশ্বাস ছিল রাজার আগামী জন্মদিনে খেতাব বিতরণের সময় 'নাইট' উপাধি তিনি পাবেনই। তাছাড়া তাঁর এলাকা থেকে পার্লামেন্টে তাঁকে প্রতিনিধি করে পাঠাবার জন্যও চেষ্টা চলছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে দীর্ঘকাল সম্ভ্রান্ত জীবন যাপন করেও শেষকালে তিনি হঠাৎ বেশ মোটা অঙ্কের টাকা চুরি করে চুরির দায়টা তাঁর একজন অধস্তন কর্মীর ওপর চাপিয়ে দেবার অপচেষ্টা করেছেন।'

মিঃ অ্যাবারক্রম্বিকে এ পর্যন্ত বন্ধু বলেই ভেবে এসেছিলাম, কাজেই এ খবরে খুবই বিচলিত হলাম। তখন পর্যন্ত তিনি হাজতে ছিলেন; কারা-কর্তৃপক্ষকে অনেক চেষ্টায় রাজী করিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে দেখলাম জীর্ণশীর্ণ, আনমনা, হতাশাচ্ছন্ন। প্রথমে তিনি আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন আমি তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত; পরে ধীরে-ধীরে বুঝতে পারলেন তিনি একজন পুরাতন বন্ধুকে দেখছেন—আমি তাঁর একজন পুরাতন বন্ধু। তিনি যে ডাঃ মালাকোর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তার সঙ্গেই তাঁর বর্তমান দুরবস্থার যোগ রয়েছে। একথা আমি না ভেবে পারলাম না। আমার

মনে হল তাঁর সেই সাক্ষাৎকারের রহস্য ভেদ করতে পারলেই তাঁর আকস্মিক অপরাধের কারণ কিছু-কিছু বুঝতে পারব।

আমি বললাম, 'মিঃ অ্যাবারক্রম্বি, আপনার নিশ্চয় মনে আছে আমি একবার আপনার অদ্ভুত আচরণের কারণ জানবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আপনি কিছুই প্রকাশ করতে রাজী হন নি। দোহাই আপনার, আমাকে আর এড়িয়ে যাবেন না। আগে যে কিছু প্রকাশ করেন নি তার ফল তো দেখতেই পাচ্ছেন। আমার বিশেষ অনুরোধ, সত্যি কথা বলুন, এখনও সময় আছে।'

তিনি বললেন, 'হায়! আপনার শুভেচ্ছাপূর্ণ প্রচেষ্টার সময় পার হয়ে গেছে। এখন আর আপনি আমার জন্যে কিছুই করতে পারবেন না। এখন আমার জন্যে রয়েছে শুধু ক্লান্তিকর মৃত্যু-প্রতীক্ষা; আমার স্ত্রী এবং হতভাগ্য সন্তানদের জন্যে রয়েছে দারিদ্র্য এবং লজ্জা। কি কুক্ষণে আমি সেই অভিশপ্ত গেট পার হয়েছিলাম! কেনই বা সেই অভিশপ্ত গৃহে সেই শয়তানটার শয়তানী পরামর্শে কান দিয়েছিলাম!'

আমি বললাম, 'ঠিক এই ভয়ই আমি করেছিলাম। যাহোক, আমাকে সব কথা খুলে বলুন।'

মিঃ অ্যাবারক্রম্বি তখন বলতে লাগলেন, 'নিছক কৌতূহলের বশেই আমি ডাঃ মালাকোর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কি ধরনের বিভীষিকা তিনি তৈরি করেন, এই প্রশ্ন জেগেছিল আমার মনে। যারা তাঁর এই সব তামাশা উপভোগ করবে তাদের কাছ থেকে এমন কি তিনি রোজগারের আশা রাখেন যা থেকে তাঁর জীবিকার সংস্থান হবে? আমার মনে হল আমার মতো এরকম খামখেয়ালীভাবে টাকা খরচা করতে খুব বেশি লোক রাজী হবে না। ডাঃ মালাকোকে কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত দেখা গেল। মর্টলেকের অধিকাংশ বাসিন্দা, এমন কি অত্যন্ত সমৃদ্ধ বাসিন্দারা পর্যন্ত, ব্যবহারে আমাকে খুশী রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচনা করতেন। কিন্তু ডাঃ মালাকো আমার সঙ্গে মোটেই সেরকম ব্যবহার করলেন না। বরং প্রথম থেকেই আমার প্রতি ব্যবহারে তিনি যে মুরুব্বিয়ানার ভাব দেখালেন, তাতে একটু যেন ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্য মেশানো ছিল। তাঁর সন্ধানী চোখের প্রথম পর্যবেক্ষণ-ভঙ্গি থেকেই মনে হল আমার মনের গোপনতম চিন্তাগুলোও তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারে নি, তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন।

'প্রথমে আমার মনে হল এ আমার অর্থহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই

নয়। আমি মন থেকে এ কল্পনা ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাঁর কথাগুলো যখন একই রকম কণ্ঠস্বরে, একই গতিতে অগ্রসর হল, তাতে আবেগ বা অনুভূতির এতটুকু চিহ্ন নেই—আমি ধীরে-ধীরে তাঁর মায়াময় প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। আমি ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেললাম ; গভীর অন্ধকার গুহার ভেতর থেকে সমুদ্রের ভয়ানক জানোয়ারগুলো বেরিয়ে এসে তিমি-শিকারীদের যেমন ভীতির কারণ হয়, তেমনি এমন কতকগুলো অদ্ভুত চিন্তা আমার মনের গোপন গহ্বর থেকে চেতনার স্তরে এসে পৌছল, রাতের দুঃস্বপ্ন ছাড়া যারা আর কখনও আত্মপ্রকাশ করে না। দক্ষিণ সাগরের জনহীন এলাকায় পরিত্যক্ত জাহাজের মতো আমি যেন তাঁরই তৈরি-করা ঝড়ে তাড়িত হয়ে ভেসে চললাম—অসহায়, নিরাশ, কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধ।'

'কিন্তু এতক্ষণ ধরে ডাঃ মালাকো আপনাকে কি বলছিলেন ?' তাঁর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললাম আমি। 'আপনার ভাষা যদি এমন ধোঁয়াটে আর কবিত্বপূর্ণ হয় তাহলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না। আপনাকে সত্যিকারের কার্যকরী পরামর্শ দিতে হলে সুস্পষ্ট বিবরণ আমার পাওয়া দরকার।'

তিনি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস নিয়ে বলতে লাগলেন, 'প্রথমে আমরা এ বিষয়ে সে বিষয়ে এলোমেলোভাবে কথা কইলাম। কয়েকজন বন্ধুর কথা বললাম, ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাঁরা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তাঁর বাহ্যিক সহানুভূতি দেখে ভুলে গিয়ে স্বীকার করে ফেললাম আমারও সর্বনাশের আশঙ্কা করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তখন তিনি বললেন, "সর্বনাশ নিবারণের উপায় একটা থাকেই ; শুধু সে উপায়টিকে কাজে লাগাবার ইচ্ছে থাকা চাই। আমার একজন বন্ধু আছেন যাঁর অবস্থা এক সময়ে অনেকটা আপনার বর্তমান অবস্থার মতোই হয়েছিল। তিনিও ছিলেন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ; তাঁকেও সবাই বিশ্বাস করত ; তিনিও স্পেকুলেশনে টাকা খাটিয়ে সর্বনাশের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এ অবস্থায় চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবার মানুষ তিনি নন। তিনি ভেবে দেখলেন তাঁর কয়েকটি সম্পদ রয়েছে। তাঁর জীবন বাহ্যত নিষ্কলঙ্ক। তাঁর পদের দায়িত্বপূর্ণ সব কাজগুলো তিনি ভালোভাবেই করেছেন। তাছাড়া তাঁর আরেকটি মস্ত সুবিধা রয়েছে এই যে, ব্যাঙ্কে ঠিক তাঁরই নিচে যে কর্মচারীটি কাজ করত, সে তার নিজেরই দোষে বদনাম কিনেছিল। সে একটু বেপরোয়া, পরের টাকা নিয়ে যাদের নাড়াচাড়া করতে হয়, তার স্বভাব আর চালচলন ঠিক তাদের উপযোগী নয়, সব সময় সে ঠিক প্রকৃতিস্থ থাকে না, মদ খেয়ে মাঝে-

মাঝে বেসামাল হয়ে পড়ে, এবং অন্তত একবার এমনি বেসামাল অবস্থায় কতকগুলো ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক মন্তব্য তার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

'একটু থেমে হুইস্কিতে এক চুমুক দিয়ে নিয়ে ডাঃ মালাকো আবার বলতে লাগলেন, "আমার এই বন্ধুটি বুঝতে পারলেন—আর এই বোধহয় তাঁর কৃতিত্বের বা কর্মকুশলতার সেরা প্রমাণ—ব্যাঙ্কের টাকার তহবিল থেকে কিছু তছরুপ ধরা পড়লে ঐ দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবকটির ওপর সন্দেহ চাপিয়ে দেওয়া মোটেই শক্ত হবে না। আমার বন্ধুটি সেজন্য বেশ ভালোভাবেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখলেন। যুবকটির অজ্ঞাতসারে ব্যাঙ্ক থেকে এক বাণ্ডিল নোট সরিয়ে নিয়ে তিনি তার ফ্ল্যাটে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে দিলেন। টেলিফোনে ঐ যুবকটির নাম করে তিনি এমন কয়েকটি ঘোড়ার ওপর মোটা টাকার বাজি রাখলেন, যাদের একটিও বাজি মারল না। তিনি ঠিকমত হিসেব করলেন কত দিন পরে বাজির টাকার তাগিদ দিয়ে বুকমেকার ঐ যুবকটিকে কড়া চিঠি লিখবে। আর ঠিক সেই সময়ে তিনি প্রকাশ করলেন ব্যাঙ্কের নগদ তহবিলে বেশ কিছু টাকা কম পড়েছে দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি পুলিশে খবর দিলেন, আর নিদারুণ দুঃখে আত্মহারা অবস্থার ভান করে যেন নেহাত বাধ্য হয়েই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে একমাত্র সন্দেহের পাত্র হিসেবে ঐ যুবকটির নাম করে ফেললেন। পুলিশের লোক ঐ যুবকটির ফ্ল্যাটে গিয়ে নোটের বাণ্ডিল পেল, এবং বিশেষ উৎসাহ-সহকারে বুকমেকারের কড়া চিঠি পড়ে দেখল। বলা বাহুল্য সেই যুবকটির হল কারাদণ্ড, আর ম্যানেজারটি হয়ে উঠলেন আরও বিশ্বাসভাজন। শেয়ার বাজারে টাকা খাটাতে তিনি আগেকার চাইতে ঢের বেশি সাবধান হলেন। ক্রমে তিনি প্রচুর সম্পত্তি করলেন, ব্যারনেট হলেন, এবং তাঁর এলাকা থেকে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হলেন। কিন্তু তারপর ক্যাবিনেট-মন্ত্রী রূপে তাঁর কার্যকলাপের কথা বলাটা আমার পক্ষে ঠিক সমীচীন হবে না। এই সত্য কাহিনী থেকে আপনি বুঝতে পারবেন একটু উদ্যম আর একটু সূক্ষ্ম বুদ্ধি থাকলে পরাজয়ের সম্ভাবনাকে বিজয়গৌরবে পরিণত করে প্রত্যেক সুস্থমনা নাগরিকের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করা যায়।"

'তিনি যখন কথা বলছিলেন তখন আমার মনের ভেতর একটা প্রচণ্ড আলোড়ন চলছিল। আমিও বেপরোয়াভাবে টাকা খাটিয়ে বিশেষ অসুবিধায় পড়েছিলাম। ডাঃ মালাকোর বন্ধু যে যুবকটিকে অভিযুক্ত করেছিলেন, ঠিক তারই মতো চরিত্রের একজন যুবক ছিল আমার অধস্তন কর্মচারী। আর

ব্যারনেট হবার মতো উচ্চ আশাকে মনে ঠাঁই না দিলেও, নাইট হব আর পার্লামেণ্টের সদস্য হব এ আশা আমি মনে-মনে পোষণ করতাম। ভেবে দেখলাম আমার বর্তমান অসুবিধাগুলোকে দূর করতে পারলেই আমার সে আশা সফল হবার সম্ভাবনা জোরালো হবে ; অন্যথায় আমার সম্মুখে নিদারুণ দারিদ্র্য, হয়তো বা লাঞ্ছনা আর অসম্মানও। ভাবলাম আমার আশার অংশভাগিনী স্ত্রীর কথা, যিনি নিজেকে লেডি অ্যাবারক্রম্বি রূপে কল্পনা করতে শুরু করেছিলেন। তিনি হয়তো বাধ্য হবেন সমুদ্রের ধারে একটি ছোট বাড়িতে থাকতে, আর ভোরে, দুপুরে, রাত্রে যখন তখন আমাকে মনে করিয়ে দিতে ভুলবেন না আমারই দুর্বুদ্ধির ফলে তাঁর এই দুর্গতি। ভাবলাম আমার দুটি ছেলের কথা। তারা একটি ভালো পাবলিক স্কুলে পড়ছে, ভবিষ্যতে উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ কর্মজীবন আশা করে। বিশেষ করে খেলাধূলোয় দৌড়ঝাঁপে বিশেষ কৃতিত্ব তাদের উচ্চ সম্মানের পদ পাবার পক্ষে সহায়ক হবে। আমি কল্পনার চোখে দেখলাম হঠাৎ যেন সুখের স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা অতি সাধারণ পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে কোনো সেকেণ্ডারি স্কুলে পড়তে এবং মাত্র আঠারো বছর বয়সেই জীবিকা অর্জনের জন্য অত্যন্ত সাধারণ একঘেয়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। আর দেখলাম যেন আমার মর্টলেকের প্রতিবেশীরা আর আগেকার মতো অমায়িক নেই, রাস্তায় দেখা হলে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছেন, আমার সঙ্গে মদ্যপানে যোগ দিতে চাইছেন না, এমনকি চীনদেশের গোলযোগ সম্পর্কে আমার মতামত শোনবার আগ্রহও তাঁদের নেই।

'ডাঃ মালাকো শান্ত, অবিচলিত, দৃঢ় কণ্ঠে তাঁর কথাগুলো বলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এই ভীষণ দৃশ্যগুলো আমার কল্পনার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি ভাবলাম, এ আমি কেমন করে সইব? এ থেকে মুক্তির কোনো উপায় থাকলে এ আমি কিছুতেই সইব না। এখন আর আমার অল্প বয়স নেই। আমার কর্মজীবন এখন পর্যন্ত নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক। প্রতিবেশীরা সবাই আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেন। হঠাৎ এই সম্ভ্রান্ত নিরাপদ জীবন ত্যাগ করে কি আমার পক্ষে একজন অপরাধীর বিপদসঙ্কুল জীবন যাপন করা সম্ভব? যে-কোনো মুহূর্তে আমার অপরাধ ধরা পড়ে যেতে পারে, এই আতঙ্কের ভার মাথায় নিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়ে বেঁচে থাকা কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে? তারপরও কি আমি আমার স্ত্রীর সামনে সেই প্রশান্ত আত্মমর্যাদার ভাব বজায় রাখতে পারব, যার ওপর

আমার পারিবারিক সুখশান্তি নির্ভর করছে? ছেলেরা যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরবে, তখন পিতার পবিত্র কর্তব্য রূপে কি তাদের নীতিকথা শোনাতে পারব আগেকার মতো অকুণ্ঠচিত্তে? যেসব অপরাধীদের অপকর্মের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত নড়ে উঠছে, তাদের ধরতে পারছে না বলে আমার রেলগাড়ির কামরায় বসে-বসে পুলিসের অক্ষমতার নিন্দা কি আগেকার মতো জোর গলায় করতে পারব? আমি শিউরে উঠলাম এই ভয়ে যে ডাঃ মালাকোর বন্ধুর পন্থা অনুসরণ করে তারপর যদি আমি এসবের একটিতেও অসমর্থ হই তাহলেই আমার ওপর অনেকের সন্দেহ জাগবে। কেউ-কেউ বলবেন, "মিঃ অ্যাবারক্রম্বির হয়েছে কি? তিনি আগে তাঁর মতামত এমন জোরালো ভাষায় প্রকাশ করতেন, যে প্রত্যেক অপরাধীর হৃৎকম্প উপস্থিত হত; আজকাল তিনি সেই মতামতগুলিই প্রকাশ করেন, কিন্তু নিতান্তই মিনমিনেভাবে, ঠেকে-ঠেকে। তাছাড়া লক্ষ্য করেছি, পুলিশের অকর্মণ্যতার কথা বলবার সময় তিনি ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখছেন। এতে আমার মনে ধাঁধাঁ লাগছে, মনে হচ্ছে এর পিছনে নিশ্চয় কিছু রহস্য আছে।'

'আমার ভীত সন্ত্রস্ত মনে এই যন্ত্রণাদায়ক কাল্পনিক চিত্রগুলি ক্রমেই আরো জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠতে লাগল। আমি কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম আমার মর্টলেকের প্রতিবেশীরা এবং শহরের বন্ধুরা তাঁদের পরস্পরের মতামত এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করে শেষ পর্যন্ত এই নিদারুণ সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে আমার হাবভাব আচার-ব্যবহারের এই পরিবর্তন ঘটেছে আমার ব্যাঙ্কের বিপর্যয়ের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই! আমার ভয় হল এভাবে জানাজানি হওয়ার পরের ধাপই হবে আমার পতন, আমার সর্বনাশ। আমি ভাবলাম, না, এই শয়তানের প্রলোভনে আমি কিছুতেই কান দেব না। কর্তব্যের পথ থেকে আমি কিছুতেই বিচ্যুত হব না। কিন্তু তবু···কিন্তু তবু···

'লোকটা যখন দিব্বি সহজভাবে মোলায়েমকণ্ঠে বলে যেতে লাগল সাফল্য গৌরবের ইতিহাস, তখন সমস্ত ব্যাপারটাকেই কত সহজ মনে হল! মনে পড়ল কোথায় যেন পড়েছিলাম আমাদের একটা বড় দোষ হচ্ছে আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। মনে পড়ল একজন বিশিষ্ট দার্শনিক এই বাণী দিয়ে গেছেন যে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বাঁচার মতো বাঁচতে হবে। ভাবলাম উচ্চতর কর্তব্যবোধের খাতিরেই হয়তো এই উপদেশ

মেনে নিয়ে আমার সমস্ত সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করে একে কার্যকরী করা উচিত। সুযুক্তি-কুযুক্তি, আশা-আশঙ্কা অভ্যাস আর দুরাকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বে তুমুল আলোড়ন শুরু হল আমার মনের ভেতর। শেষ পর্যন্ত আমি আর সইতে পারলাম না। চিৎকার করে বললাম, "ডাঃ মালাকো, জানি না আপনি দেবদূত না অপদেবতা, কিন্তু নিশ্চয় জানি আপনার সঙ্গে আমার কখনো দেখা না হলেই ভালো হত।" এই বলেই আমি ছুটে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম, আর বেরিয়েই গেটে আপনার সঙ্গে দেখা হল।

'সেই সর্বনেশে সাক্ষাৎকারের পর থেকে আমি এক মুহূর্তের জন্যেও স্বস্তি পাই নি। দিনের বেলা যাঁদের সঙ্গেই দেখা হত তাঁদের দিকেই তাকিয়ে আমি ভাবতাম, এঁরা কি করবেন, যদি··· ?···রাত্রে ঘুমের আগে একদিকে সর্বস্বান্ত হয়ে চরম দুর্দশার ভয়, অন্য দিকে কারাগারের ভয়—এই দুই ভয়ের তাড়ায় এ-ধার ও-ধার করতে-করতে আমি হয়রান হয়ে উঠতাম। আমার ছটফটানিতে আমার স্ত্রী বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন ; শেষ পর্যন্ত তাঁর জেদে ড্রেসিংরুমে আমার ঘুমোবার ব্যবস্থা করতে হল। সেখানে বহুক্ষণ বাদে ধীরে-ধীরে যে ঘুম আসত, দীর্ঘ জাগরণের চাইতেও সে ঘুম ছিল আরো বেশি ভয়ঙ্কর। সেই ঘুমের ভেতর বিভীষিকাময় স্বপ্নে আমি সরু পথ দিয়ে হাঁটতাম, সে পথের একদিকে জেলখানা, অন্য দিকে সর্বহারা দুস্থদের জন্য কর্মশালা। আমার গায়ে জ্বর আসত, টলতে-টলতে পথ চলতে-চলতে একবার এ-ধারে, একবার ও-ধারে, হয় জেলখানা নয় কর্মশালার ভেতরে পড়ে যাবার উপক্রম হত। কখনো দেখতাম একজন পুলিসের লোক এগিয়ে আসছে আমার দিকে। তার হাত পড়ত আমার কাঁধের ওপর। আমি চিৎকার করে জেগে উঠতাম।

'এ হেন পরিস্থিতিতে যদি আমার কাজকর্মে ক্রমেই বেশি করে জট পাকিয়ে যায় তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই। টাকা খাটানোর ব্যাপারে আমি ক্রমেই আরো বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠলাম, আমার দেনাও বাড়তে লাগল। শেষটায় আমার মনে হল ডাঃ মালাকোর বন্ধুর পন্থা অবলম্বন না করলে আমার কোনো আশা নেই। কিন্তু আমার সেই আত্মহারা বিচলিত অবস্থায় আমি এমন কতকগুলো ভুল করলাম যা তিনি করেন নি। যে নোটগুলো আমি আমার অধস্তন সেই ছন্নছাড়া বেপরোয়া কর্মচারীটির ঘরে লুকিয়ে রেখে দিয়ে এসেছিলাম, তাতে ছিল আমার হাতের আঙুলের ছাপ। বুক-

মেকারের কাছে যে টেলিফোন করা হয়েছিল, পুলিস দ্বারা প্রমাণিত হল সে টেলিফোন গিয়েছিল আমারই বাড়ি থেকে। যে ঘোড়াটা হারবে বলে আমি নিশ্চিত ছিলাম, সবাইকে বিস্মিত করে সেই ঘোড়াটাই বাজি মারল। এর ফলে আমার অধস্তন কর্মচারীটি যখন বাজি ধরার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল তখন পুলিস তার সে কথা বিশ্বাস করতে আরো সহজে রাজী হল। আমার নানা ব্যাপারে আমি যে বিশ্রী রকম তালগোল পাকিয়ে রেখেছিলাম, তার সমস্ত রহস্যই ভেদ করে ফেলল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। আমার অধস্তন কর্মচারীটিকে আমি একজন নগণ্য লোক বলেই ভেবেছিলাম ; দেখা গেল সে একজন ক্যাবিনেট-মন্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

'আমার এই দুর্ভাগ্যে, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ডাঃ মালাকো একটুও বিস্মিত হন নি। প্রথম থেকে এই ভয়ানক পরিণতি পর্যন্ত ঘটনাস্রোত কি ভাবে বইবে তা যে তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। আমার শাস্তি গ্রহণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। আমার মনে হয় ডাঃ মালাকো আইনের চোখে কোনো অপরাধ করেন নি, কিন্তু আমার ওপর যে দুঃখের বোঝা তিনি চাপিয়েছেন তার দশ ভাগের এক ভাগ দুঃখও যদি তাঁর মাথার ওপর চাপাবার কোনো পন্থা আপনি বার করতে পারেন, তাহলে জানবেন মহারানীর রাজ্যের একটি কারাগারে একটি কৃতজ্ঞ হৃদয় আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে!'

আমার হৃদয় সহানুভূতিতে ভরে উঠল। মিঃ অ্যাবারক্রম্বির কাছ থেকে বিদায় নিলাম তাঁর শেষ কথাগুলো মনে রাখবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে।

তিন

ডাঃ মালাকো সম্পর্কে আমার মনে আগে থেকেই যে গভীর আতঙ্কের ভাব ছিল, মিঃ অ্যাবারক্রম্বির শেষের কথাগুলো শুনে আমার সেই ভাবটা আরো বেড়ে গেল, কিন্তু অসামান্য বিস্ময়ের সঙ্গে অনুভব করলাম এই আতঙ্ক বেড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর প্রতি আমার আকর্ষণটাও বেড়ে গেছে। সাংঘাতিক এই ডাক্তারটিকে কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। সে দুঃখ ভোগ করুক এই ছিল আমার কামনা। কিন্তু আমি চাইছিলাম এই দুঃখ সে পাক আমার মাধ্যমে ; এবং তার দুই চোখে যে বীভৎসতা ফুটে ওঠে, একবার অন্তত তারই অনুরূপ

একটা ভীষণ বোঝাপড়া হয়ে যাক আমাদের দুজনের ভেতর। যাই হোক, আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ করবার উপায় না দেখে কিছুদিন আমি চেষ্টা করলাম নিজেকে পুরোপুরি আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত রাখতে। এই চেষ্টায় কিছুটা সফল হতে শুরু করেছিলাম, এমন সময় যে বিভীষিকার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছিলাম তারই ভেতরে আমি আবার নিক্ষিপ্ত হলাম। এ ব্যাপারটি ঘটল মিঃ বোশাঁর দুর্ভাগ্যের মাধ্যমে।

মিঃ বোশাঁর বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। মর্টলেকে বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি একজন বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলেই পরিচিত ছিলেন। বাইবেল-বিতরণকারী একটি সমিতির তিনি ছিলেন সেক্রেটারি, এ ছাড়া পবিত্রতার আদর্শপ্রচারেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। তিনি সব সময় পরতেন একটি বহু পুরনো চকচকে কালো কোট এবং বহু ব্যবহারে জীর্ণ ডোরাদার পাতলুন। তাঁর টাইটি ছিল কালো, এবং আচার-ব্যবহার আন্তরিকতাপূর্ণ। ট্রেনে যাতায়াত করবার সময়েও তিনি মাঝে-মাঝে বাইবেল আওড়াতেন। যে-কোনো রকম মদের উল্লেখ করতে হলেই তিনি বলতেন, 'নেশাকর পানীয়', এবং এ ধরনের এক ফোঁটা পানীয়ও তিনি মুখে ছোঁয়াতেন না। হাতের পেয়ালা উলটে নিজের সারা গায়ে গরম কফি পড়ে গেলে তিনি বলে উঠতেন, 'কি আপদ!' শুধু পুরুষদের আসরে, যদি বুঝতেন উপস্থিত সবাই বেশ ধীর, স্থির, গম্ভীর প্রকৃতির, তিনি মাঝে-মাঝে দেহ-মিলনের বাড়াবাড়ির জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেন। বিলম্বিত নৈশ ভোজ তিনি ভীষণ অপছন্দ করতেন। চায়ের সঙ্গে তিনি সর্বদাই ভারি খাবার খেতেন—যুদ্ধের আগে খেতেন ঠাণ্ডা মাংস, মোরব্বা এবং একটি আলু সেদ্ধ; যুদ্ধকালীন কড়াকড়ির সময় ঠাণ্ডা মাংসটা বাদ থাকত। তাঁর হাত থাকত সর্বদাই ঘর্মাক্ত; তাঁর করমর্দনের ভঙ্গিটিও ছিল মৃদু। মর্টলেকের কোনো ব্যক্তি তাঁর এমন কোনো কাজের কথা মনে করতে পারতেন না, যার জন্য তিনি এতটুকু লজ্জা পেতে পারেন।

কিন্তু যে সময়ে তাঁকে আমি ডাঃ মালাকোর ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলাম, তার অল্প দিন আগে থেকেই তাঁর আচার-ব্যবহারে একটু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল। কালো কোট আর ডোরাদার পাতলুনের পরিবর্তে তিনি পরতে শুরু করেছিলেন গাঢ়ধূসর রঙের স্যুট, কালো টাইয়ের জায়গায় গাঢ় নীল রঙের টাই। আগেকার মতো ঘন ঘন আর বাইবেল আওড়াতেন না তিনি, আর সন্ধ্যাবেলায় চোখের সামনে মদ্যপান দেখেও তিনি

মদ্যপানবিরোধী বক্তৃতা না দিয়ে থাকতে পারতেন। একদিন, শুধু একদিনই, দেখা গিয়েছিল তিনি রাস্তা দিয়ে হন-হন করে এগিয়ে চলেছেন স্টেশনের দিকে, তাঁর বাটন-হোলে একটি লাল কার্নেশন ফুল। তাঁর এই অবিমৃষ্যকারিতায় সারা মর্টলেকে ঢি-ঢি পড়ে গিয়েছিল ; ওটার আর পুনরাবৃত্তি ঘটে নি। কিন্তু ঐ ব্যাপারের মাত্র কয়েক দিন পরেই এমন একটি ঘটনা ঘটল যা থেকে নানারকম কানাঘুষা শুরু হল। দেখা গেল মিঃ বোশাঁ চমৎকার ঝকঝকে একখানা মোটর গাড়িতে বসে আছেন একটি তরুণী সুন্দরী ভদ্রমহিলার পাশে। মহিলাটির বেশভূষা দেখেই পরিষ্কার বোঝা গেল প্যারিসের দর্জির তৈরি। কয়েকদিন ধরে সবার মনেই এক প্রশ্ন : 'কে এই সুন্দরী ?' মিঃ গস্‌লিংই যথারীতি গুপ্ততথ্য প্রকাশ করলেন। অন্যান্যদের মতো আমিও মিঃ বোশাঁর পরিবর্তন দেখে বিস্মিত এবং কৌতূহলী হয়েছিলাম। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে মিঃ গস্‌লিং বললেন, 'আমাদের ধর্মপ্রাণ প্রতিবেশীটির ওপর অমন প্রভাব বিস্তার করেছেন যে মহিলাটি, তিনি কে শুনেছেন ?'

আমি বললাম, 'না।'

তিনি বললেন, 'তবে শুনুন। আমি এই হালে জেনেছি তিনি কে। তিনি ক্যাপ্টেন মলিনিউক্‌স্-এর বিধবা পত্নী ইয়োল্যাণ্ডি মলিনিউক্‌স্। গত যুদ্ধে বার্মার জঙ্গলে ক্যাপ্টেন মলিনিউক্‌স্-এর শোচনীয় মৃত্যু সে সময়কার বহু ট্রাজেডির অন্যতম। সুন্দরী ইয়োল্যাণ্ডি কিন্তু তাঁর শোক বেশ সহজেই কাটিয়ে উঠেছেন। আপনার নিশ্চয় মনে আছে ক্যাপ্টেন মলিনিউক্‌স্ ছিলেন একজন বিখ্যাত সাবান কারখানার মালিকের একমাত্র পুত্র। মৃত্যুকরের পরিমাণটা যথাসম্ভব কমাবার উদ্দেশ্যেই বোধহয় তাঁর বাবা তাঁকেই তাঁর বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক করে দিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেনের বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক এখন তাঁর বিধবা, এবং বিভিন্ন ধরনের পুরুষ সম্পর্কে এই ভদ্রমহিলার অসীম কৌতূহল। ধনকুবের, বুজরুক, মণ্টেনেগ্রিনের পাহাড়ী এলাকার মানুষ, এবং ভারতীয় ফকিরদের পরিচয় তিনি পেয়েছেন। ভদ্রমহিলার রুচি বেশ ব্যাপক, বহুমুখী, কিন্তু যা-কিছু অদ্ভুত, খাপছাড়া, তাই তাঁর বেশি পছন্দ। আমাদের এই পৃথিবীর নানা জায়গায় তিনি ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত অতি-আধুনিক প্রগতিশীল ধর্মযাজকদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা হয় নি। মিঃ বোশাঁর মাধ্যমে সেই অভিজ্ঞতার সুযোগ পেয়েই তিনি বোশাঁ-চরিতামৃত অধ্যয়নে এমন উৎসাহী

হয়ে উঠেছেন। তিনি মিঃ বোশাঁর কি হাল করে ছাড়বেন, তা ভাবতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কারণ তাঁর প্রতি মিঃ বোশাঁর অনুরাগ গভীরভাবে আন্তরিক হলেও শ্রীমতীর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে মিঃ বোশাঁ একটি নতুন নমুনা মাত্র।'

আমি অনুভব করলাম এই সূচনাটি মিঃ বোশাঁর পক্ষে শুভ নয়, কিন্তু সে সময়ে ডাঃ মালাকোর কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানা না থাকায় মিঃ বোশাঁর আসন্ন দুর্ভাগ্যের গভীরতা আন্দাজ করতে সক্ষম হলাম না। মিঃ অ্যাবারক্রম্বির কাহিনী শোনবার পরই আমি বুঝলাম এই ব্যাপারটি নিয়ে ডাঃ মালাকো কি খেলা খেলতে পারেন। স্বয়ং তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, সুতরাং আমি উদ্যোগ করে সুন্দরী ইয়োল্যাণ্ডির সঙ্গে পরিচিত হলাম। তিনি থাকতেন 'হ্যাম কমন' ময়দানের ওপর একটি সুন্দর পুরনো বাড়িতে। কিন্তু জেনে হতাশ হলাম, ডাঃ মালাকোর সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না ; মিঃ বোশাঁ তাঁর কাছে ডাঃ মালাকোর নাম উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। মিঃ বোশাঁ সম্বন্ধে তিনি আমাকে যা বললেন তার ভেতর ছিল কৌতুকমিশ্রিত অনুকম্পা, আর খানিকটা তাচ্ছিল্যের ভাব, এবং কিসে-কিসে তাঁর রুচি তাই কল্পনা করে নিয়ে মিঃ বোশাঁ তারই সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করছেন বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন।

তিনি বললেন, 'তাঁর বাইবেল আওড়ানো আমার ভালো লাগে, তাঁর ডোরাদার পাতলুনও আমি পছন্দ করতাম। 'নেশাকর পানীয়' স্পর্শও করবেন না বলে তাঁর কঠোর পণ আমি পছন্দ করি, শব্দ ব্যবহারে তাঁর বিষম শুচিবাইও আমি বেশ উপভোগ করি। এইগুলোই তো তাঁকে আমার কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে, কিন্তু যতই তিনি স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের মতো হবার চেষ্টা করছেন ততই তাঁর প্রতি বন্ধুত্বের ভাব বজায় রাখা আমার পক্ষে বেশি কঠিন হয়ে উঠছে, অথচ আমার কাছ থেকে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার না পেলে গভীর হতাশায় তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়বেন। কিন্তু এ কথাটা এই ভালো মানুষটিকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা, কারণ এ কিছুতেই তাঁর মাথায় ঢুকবে না।'

শ্রীমতী মলিনিউক্স্‌কে অনুরোধ করলাম নিরীহ ভালোমানুষটিকে রেহাই দিতে ; কিন্তু সে আবেদন ব্যর্থ হল।

তিনি বললেন, 'কি যে বলেন! বাঁধাধরা শুচিবাই আর সুনীতির গণ্ডীর বাইরে একটু আধটু অনুভূতির অভিজ্ঞতায় ওঁর উপকারই হবে। এ পর্যন্ত যাঁদের

ওপর ছিল তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ, সেই পাপীদের কল্যাণ তিনি আরো ভালো-ভাবে করতে পারবেন। আমি নিজেকে একজন মানবপ্রেমিক বলে মনে করি, এবং তাঁর মানবকল্যাণের কাজে আমি একরকম অংশগ্রহণ করছিই বলা চলে। আপনি দেখবেন, আমি তাঁকে তৈরি করে ছেড়ে দেবার আগেই তাঁর পাপীদের উদ্ধারের ক্ষমতা একশো গুণ বেড়ে যাবে। নিজের বিবেকের প্রতিটি দংশন তাঁর অন্তরে পরিণত হবে জ্বালাময়ী যুক্তিতে; ফলে এতদিন যাদের চরম অধঃপতন ঘটেছে ভেবে তাদের উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, নিজের আত্মা যেন চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত না হয় এই আশাই তাঁকে সেই পাপীদের সামনে অন্তিমে মোক্ষলাভের সম্ভাবনা তুলে ধরতে সাহায্য করবে। যাক সে কথা, মিঃ বোর্শা সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হয়েছে।' বলে একটু হালকা হাসি হেসে তিনি আরো বললেন, 'এই শুষ্ক আলোচনার পর, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমার একটি অতি বিশিষ্ট ককটেল পান করে গলা ভিজিয়ে নিতে আপনার ভালোই লাগবে।'

আমি দেখলাম শ্রীমতী মলিনিউক্স্-এর সঙ্গে এ ধরনের কথোপকথন সম্পূর্ণ অর্থহীন। ডাঃ মালাকোও নির্লিপ্ত, তাঁর কাছে যাওয়াও যাবে না। মিঃ বোর্শার কাছেও যখনই যেতাম, তখনই দেখতাম তিনি হয় তাঁর অফিসের কাজে ব্যস্ত আছেন, অথবা হ্যাম কমনের দিকে রওনা হচ্ছেন। কিন্তু দেখা গেল অফিসের কাজে ব্যস্ততা তাঁর ক্রমেই কমে আসছে, এবং সন্ধ্যার যে ট্রেনে তিনি ফিরে আসতেন তাতে তাঁর নিয়মিত স্থানটিতে তাঁকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও মঙ্গল আশা করতে লাগলাম, তবু মনে জেগে রইল গভীর অমঙ্গল-আশঙ্কা।

আমার আশঙ্কাই সত্য হল। এক সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম ভিড় জমেছে তাঁর বাড়ির দরজায়, এবং তাঁর প্রবীণা গৃহকর্ত্রী সাশ্রুনেত্রে সবাইকে চলে যেতে অনুরোধ জানাচ্ছেন। আমি মিঃ বোর্শার সঙ্গে অনেক বার দেখা করতে গেছি, এই মহিলাকে চিনতাম। তাঁকে প্রশ্ন করলাম ব্যাপার কি।

তিনি বললেন, 'আমার মনিব! ওঃ, আমার বেচারা মনিব!'

আমি শুধালাম, 'কি হয়েছে আপনার মনিবের?'

'ওঃ, কি ভীষণ দৃশ্য দেখলাম তাঁর পড়ার ঘরের দরজা খুলে! আপনি হয়তো জানেন, তাঁর পড়ার ঘরটি অনেক দিন আগে ভাঁড়ার-ঘর রূপে ব্যবহৃত হত,

এবং ঘরের ছাতের তলায় এখনো কতকগুলো হুক লাগানো আছে। ঐ হুকে মাংস ঝুলিয়ে রাখা হত। ঘরের দরজা খুলেই আমি দেখতে পেলাম একটি হুক থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে রয়েছেন বেচারা মিঃ বোশাঁ। বেচারার ঠিক পায়ের তলায় একটা চেয়ার উলটে পড়ে আছে। আমার বিশ্বাস কোনো গভীর দুঃখই তাঁকে এই ভয়ঙ্কর কাজ করতে বাধ্য করেছে। জানিনা কি এই দুঃখ, কিন্তু আমার ঘোরতর সন্দেহ ঐ শয়তান মেয়েমানুষটির ওপর, যে তাঁকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছিল।'

এর বেশি আর কিছু তাঁর কাছ থেকে জানা গেল না, কিন্তু আমার মনে হলো তাঁর সন্দেহ অমূলক নাও হতে পারে, এবং বিশ্বাসঘাতিনী ইয়োল্যাণ্ডি এই শোচনীয় ঘটনার ওপর কিছু আলোকপাত করতে পারেন। আমি অবিলম্বে তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখলাম তিনি একটি চিঠি পড়ছেন, যেটি এইমাত্র একজন বিশেষভাবে প্রেরিত লোকের হাতে এসে পৌঁছেছে।

আমি বললাম, 'মিসেস মলিনিউক্স্‌, এ পর্যন্ত আমাদের সম্পর্ক ছিল শুধুমাত্র সামাজিক ভদ্রতার, কিন্তু এখন সময় এসেছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার। মিঃ বোশাঁ ছিলেন আমার বন্ধু; তাঁর আশা ছিল তিনি হবেন আপনার বন্ধুর চেয়েও বেশি কিছু। আজ তাঁর বাড়িতে যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেল, খুব সম্ভব তার ওপর আপনি কিছু আলোকপাত করতে পারেন।'

'সত্যিই সম্ভব।' একটু অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ স্বরেই বললেন তিনি। 'আমি এইমাত্র এই হতভাগ্য ভদ্রলোকের শেষ কথাগুলো পড়ে শেষ করলাম। এখন বুঝতে পারছি তাঁর হৃদয়াবেগের গভীরতা আমি তখন বুঝতে পারি নি। আমার দোষ আছে অস্বীকার করব না, কিন্তু প্রধান অপরাধী আমি নই। এ ভূমিকা যে ব্যক্তির, সে আমার চাইতে অনেক বেশি মারাত্মক, অনেক বেশি একাগ্র। আমি ডাঃ মালাকোর কথা বলছি। এই ব্যাপারে তাঁর কি অংশ, সেটা আমি এই যে চিঠিখানা পড়ছিলাম তাতেই প্রকাশ পেয়েছে। আপনি যখন মিঃ বোশাঁর বন্ধু ছিলেন, এবং আমি জানি আপনি ডাঃ মালাকোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু, তখন আমার মনে হয় এই চিঠিখানা আপনার দেখাই উচিত।'

এই কথা বলে তিনি চিঠিখানা আমার হাতে দিলেন, এবং আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। নিজের বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত ঐ চিঠি পড়তে আমি নিজেকে কিছুতেই রাজি করতে পারলাম না; এমন কি বাড়ি ফিরেও যে সেই চিঠির অনেকগুলো পৃষ্ঠার ভাঁজ খুললাম, তাতেও আমার আঙলগুলো

কাঁপছিল। পৃষ্ঠাগুলোকে যখন আমার দুটি হাঁটুর ওপর ছড়িয়ে রাখলাম তখন আমার মনে হলো যেন সেই অদ্ভুত ডাক্তারের অশুভ প্রভাব আমাকে ঘিরে রয়েছে। চিঠিটির সেই ভয়ঙ্কর কথাগুলো পড়া আমার কর্তব্য ছিল; কিন্তু তাঁর ক্রুর চক্ষুদুটির কাল্পনিক ছবি দেখেই যেন আমার চক্ষু প্রায় ঝলসে অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, তা থেকে আমি অনেক কষ্টে নিজেকে রক্ষা করলাম। তার ফলে চিঠিখানা পড়াই আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমি নিজেকে সামলে নিলাম, যে যন্ত্রণার তাড়নায় মিঃ বোশাঁ বেচারা এই মারাত্মক কাজটি করতে বাধ্য হয়েছিলেন আমি নিজেকে তারই মধ্যে ডুবে যেতে বাধ্য করলাম। মিঃ বোশাঁর চিঠিখানা ছিল এই রকম:

প্রিয়তমে ইওল্যাণ্ডি,

জানি না আমার এই চিঠি তোমার কাছে পৌঁছে তোমাকে দুঃখ দেবে না বিব্রত অবস্থা থেকে রেহাই দেবে। সে যাই হোক, কিন্তু আমার প্রাণ চাইছে পৃথিবীতে আমার শেষ কথাগুলো বলা হোক তোমাকেই লক্ষ্য করে। এই চিঠিতে-লেখা কথাগুলোই আমার শেষ কথা। এ চিঠি যখন আমার লেখা শেষ হবে, তারপর আমি আর থাকব না।

তুমি জানো, তুমি আমার জীবনে আসবার আগে আমার জীবন ছিল বৈচিত্র্যহীন, নিরানন্দ। তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পর আমি অনুভব করেছি এতদিন যে শুষ্ক বিধিনিষেধের গণ্ডীর ভেতর নিজেকে আবদ্ধ রেখেছি, তার বাইরেও দামী জিনিষ আছে। যদিও আমার সব কিছুরই পরিণতি হয়েছে সর্বনাশে, তবু যে-সব মধুর মুহূর্তগুলোতে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে হাসছ বলে মনে হয়েছে, তাদের জন্য আমার কোনো অনুতাপ নেই। কিন্তু আমি এখন হৃদয়াবেগের কথা লিখতে বসি নি।

তোমার কৌতূহল হয়েছিল, হওয়াই স্বাভাবিক, তবু তোমাকে এর আগে কখনো জানাই নি তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার অল্পদিন পরেই যেদিন ডাঃ মালাকোর সঙ্গে দেখা করলাম সেদিন কি ঘটেছিল। সেই সাক্ষাৎকারের সময় আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম আমি যদি তোমাকে মুগ্ধ করার মতো প্রাণবন্ত পুরুষ হতাম! আমার ভেতরকার পুরোনো আমি-টাকে নীতিবাগীশ হস্তিমূর্খ বলে আমার মনে হচ্ছিল। আমি অনুভব করলাম তোমার শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারলেই আমি নতুন মানুষ হয়ে যাব। সেই অশুভংকর মূর্তিমান শয়তানের অবতারটির সঙ্গে সেই যে কুক্ষণে দেখা করলাম, তার আগে আমি ভেবে ঠিক করতে পারি নি কি উপায়ে তোমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যেতে পারে।

তাঁর সঙ্গে যখন এক বিকেলবেলায় দেখা করলাম, তিনি অমায়িক হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করে আমাকে তাঁর পরামর্শ-ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, "মিঃ বোশাঁ, আপনাকে এখানে দেখে বড় আনন্দ হলো। আপনার সৎকার্যাবলীর কথা অনেক শুনেছি, মহান ব্রতে আপনার একাগ্র নিষ্ঠাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছি। সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না কি উপায়ে আমি

আপনার কাজে আসতে পারি, কিন্তু যদি কোনো উপায় থাকে তাহলে আপনি শুধু একবার আমাকে হুকুম করলেই হবে। যাই হোক, কাজের কথা শুরু করবার আগে একটু জলযোগ বোধহয় আপত্তিকর হবে না। জানি আপনি আঙুরের রস পান করেন না, শস্যের চোলাই-করা সারাংশও নয় ; সুতরাং এ দুটির কোনোটিই পান করবার জন্যে অনুরোধ করে আপনাকে অপমান করব না। কিন্তু বেশ মিষ্টি এক পেয়ালা কোকো বোধ করি আপনার আপত্তিকর হবে না।'

আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম, শুধু তাঁর সদয় ব্যবহারের জন্যে নয়, আমার রুচি সম্বন্ধে যে তিনি ওয়াকিবহাল, আমার পছন্দ-অপছন্দও যে তাঁর জানা আছে সেইজন্যেও। তাঁর গৃহকর্ত্রী কোকো দিয়ে গেলেন, তারপর আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হলো। তাঁর ভেতরকার চুম্বকের মতো আকর্ষণী শক্তি আমার মুখ থেকে এমনভাবে কথা টেনে নিল যা আমি আগে ভাবতেও পারি নি। আমি তাঁকে তোমার কথা বললাম, বললাম আমার আশা আর আশঙ্কার কথা, বললাম আমার আকাঙ্ক্ষায় এবং বিশ্বাসে যে পরিবর্তন এসেছে তার কথা, বললাম তোমার সহৃদয়তার মোহমদির মুহূর্তগুলির কথা, যাদের দরুন আমি সইতে পারতাম আমার প্রতি তোমার উদাসীনতার দীর্ঘ দিনগুলি। তাঁকে বললাম আমি জানি যে তোমাকে জয় করতে হলে আমার আরো কিছু দেবার থাকা চাই, আরো পার্থিব জিনিষ—কিন্তু শুধু পার্থিব জিনিষই নয়, চাই আরো চরিত্রের ঐশ্বর্য এবং কথোপকথনের বৈচিত্র্য। আমি তাঁকে বললাম তিনি যদি এইসব জিনিষ লাভ করতে আমাকে সাহায্য করেন তাহলে আমি চিরদিনের জন্য তাঁর কাছে ঋণী থাকব, এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শের জন্য যে তুচ্ছ দশ গিনি তাঁকে আমার দিতে হবে দর্শনীরূপে, তার চাইতে ভালোভাবে অর্থ বিনিয়োগ যা কোনো মানুষ কখনো করে নি তাও আমি করবো।

এক মুহূর্ত আমাকে পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে ডাঃ মালাকো গভীর চিন্তামগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন, আমি যা বলতে যাচ্ছি তা আপনার কোনো কাজে লাগবে কিনা জানি না। তা যাই হোক, আমি আপনাকে একটি ছোট গল্প বলব যার সঙ্গে আপনার এই ব্যাপারটির বেশ মিল আছে।

'আমার একটি বন্ধু আছেন, বেশ বিখ্যাত লোক। কার্যব্যপদেশে তাঁর সঙ্গে হয়তো আপনার দেখাও হয়েছে। জীবনের প্রথম দিকটা তাঁরও প্রায় আপনারই মতো কেটেছে। আপনার মতো তিনিও একটি মনোহারিণী সুন্দরীর প্রেমে পড়েছিলেন। তিনি অচিরেই বুঝতে পারলেন যে তাঁর আগেকার মতো জীবনযাত্রায় তাঁর যে আর্থিক বৈভব অর্জন করা সম্ভব, তার চাইতে বেশি বৈভব অর্জন করতে না পারলে এই সুন্দরীকে জয় করার আশা কম। তিনিও আপনারই মতো নানা ভাষায় নানা দেশে বাইবেল বিতরণ করতেন। একদিন ট্রেনে একটি প্রকাশকের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো ; প্রকাশকটির কার্যকলাপ ছিল একটু সন্দেহজনক। আগে হলে তিনি এই ধরনের লোকের সঙ্গে কথাই বলতেন না, কিন্তু প্রেমে সাফল্যলাভের কামনা এবং আশার প্রভাব তাঁকে এমন উদার করে তুলেছিল যে আগে যাদের আমলই দিতে চাইতেন না, এখন তাদের প্রতিও ব্যবহারে সদয় হয়ে উঠলেন।

'প্রকাশকটি বোঝালেন যে-সব নীচ প্রবৃত্তির মানুষদের এসব জঘন্য জিনিষের প্রতি আকর্ষণ আছে, তাদের হাতে নোংরা সাহিত্য পৌঁছে দেবার জন্যে একটি বিরাট আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে, যার শাখা-প্রশাখা নানা দেশে ছড়ানো। তিনি বললেন, "কিছু মুশকিল ঐ বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে। গোপন বিতরণে কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু গোপন বিজ্ঞাপন জিনিষটাই তো একরকম অসম্ভব ব্যাপার।" এইখানটায় প্রকাশক একটুখানি চোখ টিপে কুটিল হাসি হেসে বললেন, "অবশ্য আপনার মতো কেউ যদি আমাদের সাহায্য করবার জন্যে থাকেন, তাহলে বিজ্ঞাপনের সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে। আপনি যে বাইবেলগুলো বিতরণ করেন তাদের ভেতর মাঝে মাঝে একটু নির্দেশ দিয়ে দিতে পারেন। যেমন ধরুন যেখানে বলা হচ্ছে, আমাদের চিত্ত কুপ্রবৃত্তি এবং ছলনায় ভরা (জেরেমায়া, সপ্তদশ অধ্যায়, নবম শ্লোক), আপনি সেই পৃষ্ঠারই তলায় একটি পাদটীকায় বলে দেবেন, মানবচিত্তের কুপ্রবৃত্তি সম্পর্কে আরো জ্ঞাতব্য তথ্য অমুক কোম্পানির কাছে আবেদন করলেই পাওয়া যাবে। এবং যেখানে জুডা তার ভৃত্যদের বলছে শহরের বাইরে যে বারাঙ্গনা আছে, তার খোঁজ করতে, আপনি তার তলায় একটি পাদটীকায় বলে দেবেন এই পবিত্র গ্রন্থটির অধিকাংশ পাঠকই নিশ্চয় বারাঙ্গনা-শব্দটির অর্থ জানেন না, কিন্তু শব্দটির ব্যাখ্যা অমুক কোম্পানির কাছে চাইলেই পাওয়া যাবে। তারপর ঈশ্বরের বাণীতে যেখানটায় ওনানের শোচনীয় আচরণের উল্লেখ আছে, সেখানেও বলা যেতে পারে বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের কাছে লিখলেই হবে।" প্রকাশকের ভাব দেখে মনে হলো তিনি ভাবছেন এই ধরনের কাজ করতে আমার বন্ধু রাজি হবেন না, কিন্তু একটু চিন্তাপূর্ণ আফশোসের সুরেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন এ কাজ করলে মুনফা হতো অসামান্য।'

ডাঃ মালাকো বলতে লাগলেন, 'আমার বন্ধু চট করে মন স্থির করে ফেললেন। তিনি এবং প্রকাশক ভদ্রলোক যখন লণ্ডনে তাঁদের যাত্রাপথের শেষপ্রান্তে পৌঁছলেন, তাঁরা একসঙ্গে গেলেন প্রকাশকদের ক্লাবে, এবং কিছু পানীয় উপভোগ করার পর তাঁদের চুক্তির প্রধান প্রধান বিষয়গুলি পাকাপাকি করে ফেললেন। আমার বন্ধুটি আগেকার মতো বাইবেল বিতরণ করতে লাগলেন, বাইবেলের চাহিদা বেড়ে গেল, প্রকাশকের মুনাফা বাড়তে লাগল, আমার বন্ধুটি অবস্থার উন্নতি করে বাড়িগাড়ির মালিক হলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বাইবেলের অন্যান্য অংশের উল্লেখ বন্ধ করে দিয়ে শুধু সেই অংশগুলোই আওড়াতে লাগলেন যার তলায় পাদটীকা দেওয়া আছে। তাঁর কথাবার্তা বেশ জীবন্ত হয়ে উঠল; ব্যঙ্গাত্মক রসিকতা হয়ে উঠল পরম উপভোগ্য। যে মহিলা এতদিন তাঁকে নিয়ে শুধু খেলছিলেন, তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন তাঁর প্রেমে। বিয়ে করে তাঁরা সুখে থাকতে লাগলেন। কাহিনীটি আপনার ভালো লাগতে পারে, নাও পারে, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আপনার এই জটিল পরিস্থিতির সমাধানে এ ছাড়া আমার আর-কিছু দেবার নেই।'

ডাঃ মালাকোর পরামর্শটিকে অত্যন্ত কুপরামর্শ বলে আমার মনে হলো। আমি আতঙ্কিত হলাম। সৎ নিষ্কলঙ্ক জীবনের কঠোর নিয়মাবলী এতদিন যার জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে, সেই আমি জড়িত হবো অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের ব্যবসায়, যে ব্যবসা বিশ্বের সর্বত্র নিন্দিত? অসম্ভব, এ কথা চিন্তাও করা যায় না। সোজা ভাষায় আমার মনোভাব

আমি জানিয়ে দিলাম ডাঃ মালাকোকে। ডাঃ মালাকো রহস্যময় ভঙ্গিতে বিজ্ঞের হাসি হাসলেন।

তিনি বললেন, 'বন্ধু, শ্রীমতী মলিনিউক্স্-এর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্যলাভের পর থেকেই কি ধীরেধীরে আপনি বুঝতে পারেন নি যে এ পর্যন্ত আচার ব্যবহারের যে নীতি আপনি অনুসরণ করে এসেছেন তার ভেতর খানিকটা সংকীর্ণতা রয়েছে? কথনো না কখনো আপনি সলোমনের রচিত গান নিশ্চয়ই পড়েছেন, এবং পড়ে ভেবেছেন ঐ গান পবিত্র বাইবেলে স্থান পেলো কি করে? ঐ রকম ভাবাটা অধার্মিকোচিত। আমার বন্ধুটির প্রকাশক যে সাহিত্য বিতরণ করতেন, তার কিছু কিছু যদি খানিকটা ঐ জ্ঞানী অথচ স্ত্রৈণ রাজার রচনার মতোই হয়ে থাকে, তাহলে সেইজন্যেই তার ত্রুটি ধরাটা অনুদারতার পরিচায়ক। একটু স্বাধীনতা, একটু দিবালোক, একটু স্নিগ্ধ হাওয়া, এমনকি জীবনের যে দিকটা থেকে আপনি আপনার মন অন্য দিকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করে হয়তো ব্যর্থই হয়েছেন, সে দিক থেকে এলেও তা ভালো বই মন্দ করবে না; বরং পবিত্র গ্রন্থের ঐ উদাহরণ চিন্তা করে তাকে ভালো বলাই উচিত।'

আমি বললাম, 'কিন্তু তাতে কি এই ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা নেই যে এই ধরনের সাহিত্য যুবকদের এমনকি যুবতীদেরও, মারাত্মক পাপের পথে ঠেলে নিয়ে যাবে? আমি কি লোকের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে কথা কইতে পারব, যখন চিন্তা করব যে-কাজ থেকে আমার আর্থিক লাভ হচ্ছে, তারই ফলে হয়তো এই মুহূর্তেই কোনো অবিবাহিত যুবক-যুবতী ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে নিষিদ্ধ আনন্দ উপভোগ করছে?'

শুনে ডাঃ মালাকো বললেন, 'হায় হায়! আমাদের পবিত্র ধর্মে দেখছি এমন অনেক কিছু আছে, যা আপনি ঠিক বুঝতে পারেন নি। সেই কাহিনীটির কথা ভেবেছেন কি, যাতে নিরানব্বইটি নিষ্কলঙ্ক সাধুব্যক্তির জন্যে স্বর্গে তত আনন্দ হয় নি, যত হয়েছিল একটি পাপীর সুপথে প্রত্যাবর্তনে? ফ্যারিসি এবং পাবলিক্যানদের সম্বন্ধে বাইবেলে কি লেখা আছে তা কি আপনি কখনো পড়েন নি? অনুতপ্ত চোরের কাহিনী থেকে কিছু নীতিশিক্ষা কি আপনি সংগ্রহ করেন নি? কখনো কি নিজেকে প্রশ্ন করেন নি ফ্যারিসিদের দেওয়া মধ্যাহ্নভোজ খেতে খেতে তাদের কি দোষ দেখে আমাদের প্রভু তাদের ভৎর্সনা করেছিলেন? ভগ্ন এবং অনুতপ্ত হৃদয়ের প্রশংসায় কখনো কি আপনার মনে মুগ্ধ কৌতূহল জাগে নি? আপনি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে শ্রীমতী মলিনিউক্স্-এর সঙ্গে দেখা হবার আগে আপনার হৃদয় ভগ্ন বা অনুতপ্ত ছিল? কখনো কি ভেবে দেখেছেন যে আগে পাপ না করলে অনুতপ্ত হওয়া যায় না? অথচ সুসমাচারের (বাইবেলের) এই হলো সহজ শিক্ষা। আপনি যদি লোকের মনকে এমন অবস্থায় নিতে চান যা ভগবানের প্রীতিকর, তাহলে প্রথমে তাদের পাপ করতে হবে। আমার বন্ধুর প্রকাশকের বিতরিত সাহিত্য যাঁরা কিনবেন তাঁদের অনেকেই পরে নিশ্চয় অনুতপ্ত হবেন, এবং আমাদের পবিত্র ধর্ম আমাদের যা শিখিয়েছে তা যদি সত্য বলে বিশ্বাস করি, তাহলে ভগবান বেশি খুশী হবেন এঁদেরই জন্য, নিষ্কলঙ্ক ন্যায়পরায়ণ সাধুব্যক্তিদের জন্যে নয়, যাঁদের মধ্যে আপনি এখন পর্যন্ত একজন বিশিষ্ট উদাহরণ হয়ে রয়েছেন।'

এই যুক্তি আমাকে বিব্রত করে দিল ; আমি ভয়ানক ধাঁধায় পড়ে গেলাম। তবু মনে একটি খটকা রয়ে গেল।

আমি বললাম, 'কিন্তু এ ব্যাপারে ধরা পড়বার ভয়টা কি খুব বেশি নয় ? যে নোংরা কারবারে এরকম মোটা লাভ হচ্ছে, পুলিশ তা ধরে ফেলবে, এর কি প্রচুর সম্ভাবনা নেই ? এই বেআইনী ব্যবসায় যারা লিপ্ত, তাদের জন্যে কি কারাগারের দরজা হাঁ করে দাঁড়িয়ে নেই ?'

'আহা !' বললেন ডাঃ মালাকো, 'আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় এমন সব প্যাঁচ আর জটিলতা রয়ে গেছে, যা আপনার এবং আপনার সতীর্থদের জানা নেই। আপনি কি মনে করেন যেখানে এমন বিরাট টাকার খেলা চলছে, সেখানে পুলিশের কর্তাব্যক্তিদের ভেতর এমন কেউই নেই যিনি লাভের কিছু বখরা পেলে সহযোগিতা দিতে, অন্ততঃ চোখ বুজে থাকতে রাজি হবেন ? আমি আপনাকে নিশ্চিত বলছি এই ধরনের লোক আছেন, এবং এঁদের সহযোগিতার ফলেই আমার বন্ধুর প্রকাশক পরম নিরাপদ। আপনি যদি তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চান তাহলে আপনার এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যেন আপনার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ চোখ বুজে থাকেন।'

আমার মুখে আর-কোনো কথা যোগাল না, ডাঃ মালাকোর ওখান থেকে আমি মনে সংশয় নিয়ে ফিরলাম। সে সংশয় শুধু আমার কি করা উচিত, সে সম্পর্কে নয়, নৈতিকতার সমগ্র ভিত্তি এবং সৎ জীবনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে।

প্রথমে সংশয়ের ভাবটা আমাকে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য করে ফেলল। আমি আমার অফিস থেকে সরে রইলাম, এবং ভয়ানকভাবে চিন্তা করে চললাম আমার কি করা উচিত এবং কিভাবে জীবন যাপন করা উচিত। কিন্তু ক্রমেই ডাঃ মালাকোর যুক্তিগুলি আমার মনের ওপর বেশি প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। আমি ভাবলাম, 'ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে আমার মনে যে সংশয়ের উদয় হয়েছে, তার নিরসন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জানি না কি রকম আচরণ উচিত, কি রকম আচরণ অনুচিত। কিন্তু আমি জানি (অন্ধ আমি তখন তাই ভাবলাম) আমার প্রিয়তমা ইওল্যাণ্ডির হৃদয়ে পৌঁছবার রাস্তা কোনটা।'

অবশেষে একটি দৈব ঘটনাই আমার কার্য নিয়ন্ত্রিত করল। তখন সেটাকে দৈব ঘটনা বলেই মনে করেছিলাম, যদিও এখন সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ রয়েছে। জাগতিক ব্যাপারে অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন একটি লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটল, তিনি পৃথিবী ঘুরেছেন নানারকম সন্দেহজনক কাজে, গেছেন অনেক সন্দেহজনক এলাকায়। তিনি বললেন অপরাধী-জগতের সঙ্গে পুলিশের সমস্ত যোগাযোগের পূর্ণ বিবরণ তাঁর জানা। তিনি জানতেন পুলিশের কোন কোন লোককে ঘুষের লোভে বশ করা যাবে না এবং কোন কোন লোককে বশ করা যাবে—অন্তত তিনি তো তাই বললেন। মনে হলো ভাবী অপরাধীদের এবং নমনীয় (ঘুষখোর) পুলিশ কর্মচারীদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েই তিনি জীবিকা অর্জন করেন।

তিনি বললেন, 'কিন্তু এসব ব্যাপারে অবশ্য আপনি উৎসাহী নন, কারণ আপনার জীবনটাই একখানা খোলা বইয়ের মতো, এবং ন্যায়ের পথ থেকে আপনি কোনো প্রলোভনে ভুলে কখনো একচুল সরেন নি।'

আমি বললাম, 'তা অবশ্য সত্যি। কিন্তু তবু আমার মনে হয় আমার অভিজ্ঞতা যথাসম্ভব

বাড়ানো উচিত। ঐরকম কোনো পুলিশের কর্মচারীর সঙ্গে যদি আপনার পরিচয় থাকে তাহলে আপনি তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে সুখী হবো।'

লোকটি তাই করলেন। আমাকে তিনি পরিচিত করিয়ে দিলেন ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্‌পেক্‌টর জেংকিন্‌স্‌-এর সঙ্গে। আমাদের পুলিশবাহিনীতে যে অনমনীয় ধর্মনিষ্ঠা আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে ধরে নিই, এঁর চরিত্রে নাকি সেই গুণটি ছিল না। ইন্‌স্‌পেক্‌টর জেংকিন্‌স্‌-এর সঙ্গে আমি ক্রমেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম, এবং ধীরে ধীরে, যেন শুধু দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে একটু ওয়াকিবহাল হতে চাইছি মাত্র এই ভানটা বজায় রেখে, অশ্লীল সাহিত্যের প্রসঙ্গটা তুললাম।

তিনি বললেন, 'আমি আপনাকে আমার পরিচিত একজন প্রকাশকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আমার যে কারবার হয়েছে তাকে একরকম লাভ-জনকই বলা চলে।'

তিনি আমাকে যথারীতি পরিচিত করিয়ে দিলেন মিঃ মাটন নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। যে ধরনের প্রকাশকের কথা আমরা আলোচনা করছিলাম, ইনি নাকি সেই ধরনেরই একজন প্রকাশক। আমি আগে কখনো তাঁর প্রতিষ্ঠানের কথা শুনি নি, কিন্তু তাতে বিস্মিত হলাম না, কারণ আমি প্রবেশ করছিলাম সম্পূর্ণ নূতন, অপরিচিত জগতে। কিছুক্ষণ গৌরচন্দ্রিকা করে আমি মিঃ মাটনকে বললাম ডাঃ মালাকোর বন্ধু তাঁর প্রকাশককে যেভাবে সাহায্য করেছিলেন আমিও তাঁকে সেইভাবে সাহায্য করতে পারি। মিঃ মাটন আমার প্রস্তাবটা বাতিল করলেন না, কিন্তু বললেন তাঁর নিজের নিরাপত্তার জন্য আমার কাছ থেকে আমার প্রস্তাবের একটা লিখিত বিবরণ তাঁর অবশ্য প্রয়োজন। খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গে আমি তাতে রাজি হলাম।

এ সমস্তই ঘটেছে মাত্র কালকে, যখন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা আমাকে ক্রমেই সর্বনাশের দিকে এগিয়ে দিচ্ছিল। আজ—কিন্তু কেমন করে আমি সেই ভীষণ সত্য প্রকাশ করব, যা থেকে শুধু আমার অপরাধই নয়, আমার বোকামিও প্রকাশ পাবে?—আজ একজন পুলিশ কন্‌স্টেব্‌ল্ এসে উপস্থিত হলো আমার সদর দরজায়। তাকে ভেতরে ঢুকতে দিতেই সে আমাকে একটা দলিল দেখাল, যাতে আমি স্বাক্ষর দিয়েছিলাম মিঃ মাটনের অনুরোধে।

সে বলল 'এটা কি আপনার স্বাক্ষর?'

অত্যন্ত বিস্মিত হলেও উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে আমি বললাম: 'সেটা প্রমাণ করবার দায়িত্ব আপনাদেরই।'

কন্‌স্টেব্‌ল্‌টি বলল, 'বেশ। প্রমাণ করাটা বিশেষ কঠিন হবে বলে মনে হয় না, এবং আপনি তখন কি অবস্থায় পড়বেন সেটা আপনার জানা থাকা ভালো। আপনাকে বোঝানো হয়েছে ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্‌পেক্‌টর জেংকিন্‌স্ অসাধু সরকারী কর্মচারী। কিন্তু তিনি তা নন, তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের জাতীয় চরিত্রকে সমস্ত রকম অপবিত্রতার স্পর্শ থেকে রক্ষা করার ব্রতে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। দুর্নীতিপরায়ণ বা ঘুষখোর বলে যে বদনাম তিনি সযত্নে অর্জন করেছেন, তা শুধু অপরাধীদের তাঁর জালের ভেতর টেনে আনবার জন্যে। মিঃ মাটন কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তি নন। এক এক জন ডিটেক্‌টিভ এক এক

সময় তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। তাহলেই বুঝছেন, মিঃ বোশাঁ, আপনার পার পাবার আশা খুবই কম।'

এই বলে সে চলে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম আমার আর কোনো আশা নেই, বাকি জীবনটাও আমার কাছে দুর্বহ হবে। কারাবাস এড়ানোর সৌভাগ্য যদি বা হয়, যে দলিলে আমি স্বাক্ষর দিয়েছি তারই ফলে বন্ধ হয়ে যাবে আমার কাজ, যা দিয়ে এতদিন আমি জীবিকা অর্জন করেছি। এবং যে অসম্মানের মুখোমুখি আমাকে দাঁড়াতে হবে, তারপর আমি আর তোমাকে মুখ দেখাতে পারবো না, অথচ তুমি ছাড়া আমার জীবনে কোনো আনন্দ থাকবে না, জীবন বিস্বাদ হবে। সুতরাং মৃত্যু ছাড়া আমার আর কোনো উপায় রইল না। আমি যাচ্ছি আমার স্বষ্টিকর্তার মুখোমুখি হতে ; তাঁর ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ নিশ্চয় আমার সেই সব শাস্তিই দেবে যা আমি বহুবার স্পষ্টভাবে অন্যের কাছে বর্ণনা করেছি। কিন্তু তাঁর রুদ্র সান্নিধ্য থেকে আমি বিদায় নিয়ে চলে যাবার আগে আশা করি তিনি অন্তত একটি বাক্য আমাকে উচ্চারণ করতে দেবেন। সেই বাক্যটি হবে 'পৃথিবীতে যত দুষ্টলোক জীবনধারণ করেছে, তাদের ভেতর কেউই ডাঃ মালাকোর চাইতে খারাপ বা সাংঘাতিক রকম কুচক্রী হতে পারে না ; তার জন্যে, হে প্রভু, দয়া করে আমি যে নরকে স্থান নেবো তারই কোনো বিশেষ গভীর গহ্বরে তার জন্যে স্থান রেখো।'

আমার স্বষ্টিকর্তার কাছে এই আমার পুরো বক্তব্য। যে গভীর অতলে আমি তলিয়ে গেছি সেই অতল থেকেই কামনা জানাই তুমি সর্বতোভাবে সুখী হও, আনন্দে ভরে উঠুক তোমার জীবন।

চার

মিঃ বোশাঁর শোচনীয় দুর্ভাগ্যের কিছুকাল পরে আমি শুনতে পেলাম মিঃ কার্টরাইটের কি ঘটেছিল। বলতে ভালো লাগছে যে তাঁর বরাত ছিল কিছুটা কম ভয়ানক, কিন্তু তবু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে তাঁর মতো বরাত অনেকেই চাইবেন না। তাঁর কি হয়েছিল তা জেনেছিলাম কতকটা তাঁর নিজের মুখ থেকে, কতকটা আমার একমাত্র পরিচিত পাদ্রী বন্ধুর মুখে।

মিঃ কার্টরাইট ছিলেন—সবাই জানেন—একজন বিখ্যাত শিল্পী, ফোটোগ্রাফার ; সেরা সেরা চিত্রতারকা এবং রাজনীতিজ্ঞ সবাই ছিলেন তাঁর মক্কেল। তাঁর বিশেষত্ব ছিল তিনি ফোটোগ্রাফে চরিত্রের এমন একটি বিশেষ অভিব্যক্তি ধরে ফেলতেন যে ছবিটি দেখলে যার ছবি তার সম্পর্কে মনে একটা অনুকূল ভাবের সৃষ্টি হতো। তাঁর সহকারিণী ছিলেন একটি অসাধারণ সুন্দরী মহিলা,

তাঁর নাম লালাজ স্ক্যাগ্‌স্‌। ফোটোগ্রাফারের মক্কেলদের কাছে তাঁর রূপের প্রভাব ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল শুধু একটি কারণে—একটু বেশি রকম অবসাদের ভাব। কিন্তু যাঁরা তাঁদের ভালো করে জানতেন, তাঁরা বলতেন মিঃ কার্টরাইটের বেলায় সুন্দরীর সেই ভাবটা মোটেই থাকত না ; এঁরা দু' জনে পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে আসক্ত ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশুদ্ধ আইনসঙ্গতভাবে নয়। মিঃ কার্টরাইটের কিন্তু একটি মহা দুঃখ ছিল। তিনি দিন-রাত কাজ করতেন নিখুঁত শিল্পীর বিবেক নিয়ে, তাঁর বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষকদের সংখ্যাও বেড়েই যাচ্ছিল, কিন্তু ট্যাক্‌স্‌ আদায়কারীদের রাক্ষুসে দাবির ফলে তাঁর নিজের এবং সুন্দরী লালাজের অনেক ব্যয়সাপেক্ষ শখই তিনি মেটাতে পারতেন না।

তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমার মোট উপার্জনের দশ ভাগের নয় ভাগই যদি সরকার গ্রাস করে নেয় মলিব্‌ডেনাম, টাংস্টেন অথবা অন্য এমন জিনিষ কিনতে, যাতে আমার কোনো উৎসাহ নেই, তাহলে কি লাভ আমার এই উদয়াস্ত খেটে ?'

এই বিরক্তি ভাবটা তাঁর জীবনকে তিক্ত করে তুলল ; তিনি প্রায়ই চিন্তা করতেন কাজ থেকে অবসর নিয়ে ছোট্ট মোনাকো রাজ্যে গিয়ে থাকবেন। ডাঃ মালাকোর পিতলের নাম-ফলকটি দেখে তিনি বলে উঠলেন :

'এই গুণী ভদ্রলোকটি কি উপরি ট্যাক্‌সের চাইতেও ভয়ঙ্কর বিভীষিকা কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছেন ? যদি তাই হয়, তাহলে তাঁর কল্পনাশক্তি নিশ্চয়ই অসাধারণ। এঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেই হবে, দেখা যাক ইনি আমাকে নতুন বুদ্ধি কিছু দিতে পারেন কিনা।'

আগে থেকে দিন ঠিক করে তিনি এক বিকেলবেলায় ডাঃ মালাকোর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। এমনই যোগাযোগ ঘটল যে সে সময়ে কোনো চিত্রতারকা, ক্যাবিনেটের মন্ত্রী বা বিদেশী রাষ্ট্রপ্রতিনিধির ফোটো তুলবার কাজ তাঁর হাতে ছিল না। এমন কি আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূতও—যিনি কথা দিয়েছিলেন ফোটো তোলার পারিশ্রমিক মেটাবেন কয়েক দফা গোমাংস দিয়ে—অন্য একটা তারিখ বেছে নিয়েছিলেন।

প্রারম্ভিক সম্ভাষণাদির পরে ডাঃ মালাকো কাজের কথায় এলেন ; প্রশ্ন করলেন কি ধরনের বিভীষিকা মিঃ কার্টরাইট চান। 'প্রত্যেক মক্কেলের পছন্দ অনুযায়ী বিভীষিকাই আমার কাছে আছে।' মৃদু হেসে বললেন তিনি।

'শুনুন তাহলে।' বললেন মিঃ কার্টরাইট। 'আমি যে বিভীষিকা চাই তা হচ্ছে টাকা রোজগারের এমন সব উপায়, যেগুলো ট্যাক্স্‌-আদায়কারীরা টের পাবে না। জানি না আপনার পেতলের ফলকের ঘোষণা অনুযায়ী এই ব্যাপারটিকেও আপনি বিভীষিকামণ্ডিত করে তুলতে পারবেন কিনা। কিন্তু যদি পারেন, তাহলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।'

ডাঃ মালাকো বললেন, 'আমার মনে হয় আপনি যা চান আপনাকে আমি তাই দিতে পারব। বিশেষ করে এক্ষেত্রে আমার পেশাদারী মর্যাদা যখন জড়িত রয়েছে, আপনার চাহিদা মেটাতে না পারলে আমার পক্ষে সেটা লজ্জার কারণ হবে। আমি আপনাকে একটা গল্প শোনাবো যা থেকে সম্ভবত আপনি আপনার কর্তব্য স্থির করতে পারবেন।

'আমার একটি বন্ধু আছেন, যিনি প্যারিসে থাকেন। তিনি আপনারই মতো একজন প্রতিভাশালী ফোটোগ্রাফার। আপনারই মতো তাঁরও একটি সুন্দরী সহকারিণী আছেন, প্যারিস-সুলভ আমোদ-প্রমোদে যার আগ্রহের অভাব নেই। যতদিন পর্যন্ত তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে তাঁর পেশা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ততদিন পর্যন্ত আপনারই মতো তিনিও ট্যাক্সের ওপর বিরক্ত ছিলেন। এখনো তিনি ফোটোগ্রাফির ওপরই নির্ভরশীল, কিন্তু তাঁর কার্য-পদ্ধতিগুলো আরো প্রগতিশীল। তিনি জেনে নেন প্যারিস মহানগরীতে যেসব বিখ্যাত ব্যক্তিরা আসবেন তাঁরা কে কোন হোটেলে উঠবেন। হোমরা চোমরা বিরাট পুরুষটি যখন একটু পরেই এসে পৌছবেন সেই সময়ে ফোটো-গ্রাফারের রূপসী সহকারিণীটি হোটেলের লবি-তে বসে থাকেন। ভদ্রলোক যখন এসে ডেস্কে ব্যস্ত থাকেন, সুন্দরী তখন হঠাৎ খাবি খেতে খেতে টলতে থাকেন, তারপর এমন ভান করতে থাকেন যেন এখনই মূর্ছিতা হয়ে পড়ে যাবেন। উক্ত ভদ্রলোকই তখন সুন্দরীর যথেষ্ট কাছাকাছি একমাত্র পুরুষ ; সুতরাং সুন্দরীকে ধরে ফেলবার জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যান। সুন্দরী যখন তাঁর বাহুবন্ধনে বন্দিনী, ঠিক সেই সময়ে চট করে ক্যামেরায় একটি ছবি উঠে যায়। পরদিন আমার বন্ধুটি ছবিটি ডেভেলপ্ করে তুলে নিয়ে গিয়ে সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেন এ ছবিটির নেগেটিভ এবং সমস্ত কপি নষ্ট করে ফেলার বিনিময়ে তিনি কত টাকা দিতে রাজি আছেন। এই ফাঁদে-পড়া ভদ্রলোক যদি কোনো বিখ্যাত ধর্মযাজক বা কোনো মার্কিন রাজনীতিক হন, তাহলে তিনি সাধারণত বেশ মোটা টাকাই দিতে রাজি হন। এই উপায় অবলম্বন করে আমার বন্ধুটি

হপ্তায় চুয়াল্লিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করে যা করতেন তার চাইতে বেশি উপার্জন করছেন। তাঁর সহকারিণী কাজ করেন সপ্তাহে শুধু একদিন, তিনি কাজ করেন দু দিন—যে দিন তিনি ফোটোটি তোলেন, আর যে দিন তিনি সেই বেকায়দায়-পড়া ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেন। হপ্তার বাকি পাঁচ দিন তাঁরা দু জন পরমানন্দে কাটান।'

গল্পটি শেষ করে ডাঃ মালাকো বললেন, 'হয়তো এ গল্প থেকে আপনি কিছু পাবেন, যা আপনার দুঃখজনক পরিস্থিতিতে কিছু কাজে লাগবে।'

এ পরামর্শের ব্যাপারে শুধু দুটি জিনিষ মিঃ কার্টরাইটের উদ্বেগের কারণ হলো। একটি হলো ধরা পড়বার ভয়, আরেকটি হলো সুন্দরী লালাজ ওভাবে যার তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করবে সেটাও তাঁর ভালো লাগল না। ভয়ের অনুভূতি তাঁর কল্পনার চোখে ফুটিয়ে তুলল পুলিশের ছবি। তার চেয়েও প্রবল ঈর্ষার অনুভূতিতে তাঁর মনে হতে লাগল তাঁর বাহুবন্ধনের চাইতে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির বাহুবন্ধন হয়তো লালাজের কাছে বেশি ভালো লেগে যেতে পারে। কিন্তু তাঁর মনের ভেতর যখন এই দ্বন্দ্ব চলছে, তখন তাঁর ওপর বারো হাজার পাউণ্ড আয়কর এবং উপরি করের দাবি এসে পড়ল। মিতব্যয়িতা মিঃ কার্টরাইটের কোষ্ঠীতে লেখে নি, তাই বারো হাজার পাউণ্ডের মতো সঙ্গতি তাঁর ছিল না। নিদ্রাহীন অবস্থায় কয়েক রাত্রি কাটিয়ে তিনি ঠিক করলেন ডাঃ মালাকোর বন্ধুকে নকল করা ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই।

যথাযোগ্য প্রস্তুতির পর বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করে মিঃ কার্টরাইট ঠিক করলেন তাঁর প্রথম শিকার হবে বোরিয়া-বুলা-গা'র বিশপ, যিনি সমগ্র অ্যাংলিক্যান ধর্মযাজকদের সম্মেলন ('প্যান-অ্যাংলিক্যান কংগ্রেস') উপলক্ষ্যে লণ্ডনে আসছেন। সবকিছুই হলো একেবারে ঘড়ির কাঁটা চলার মতো নিখুঁত। সুন্দরী মহিলাটি টলতে টলতে পড়ে গেলেন বিশপের দুটি হাতের মাঝখানে, বিশপের দুটি হাতও সুন্দরীকে যেভাবে বেষ্টন করল তাতে অনিচ্ছার কোনো ভাব দেখা গেল না। পর্দার আড়াল থেকে মিঃ কার্টরাইট ঠিক সময় মতোই বেরিয়ে এলেন এবং পরদিন বিশপের সঙ্গে দেখা করলেন বেশ একটি সুস্পষ্ট ফোটোগ্রাফ নিয়ে, যা দেখলে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না।

তিনি বললেন, 'বিশপ মহোদয় আশা করি স্বীকার করবেন এ ছবিটি উঁচু-

দরের শিল্পের একটি চমৎকার নিদর্শন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আপনি এটির মালিক হতে চান, কারণ নিগ্রোদের শিল্প সম্পর্কে আপনার আগ্রহের কথা সবাই জানে, এবং এ ছবিটি কোনো সম্প্রদায়ে ধর্ম-সংক্রান্ত চিত্র হিসেবে চলতে পারে। কিন্তু আমার নানারকমের খরচা আছে, তাছাড়া আমার অতি সুদক্ষ সহকারিণীকেও বাধ্য হয়েই মোটা মাইনে দিতে হয়, কাজেই এ ছবির নেগেটিভ, আর তা থেকে যে কয়েকখানা ছবি ছেপে নিয়েছি, সেগুলো এক হাজার পাউণ্ডের কমে হাতছাড়া করতে পারি না। এও অবশ্য যতদূর কমানো যায় কমিয়ে বললাম, আমাদের ঔপনিবেশিক ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলোর দরিদ্র অবস্থার কথা বিবেচনা করেই।'

বিশপ বললেন, 'বড় বেকায়দায় পড়লাম। এখানে এখন আমার কাছে এক হাজার পাউণ্ড রয়েছে, এ আশা আপনি নিশ্চয়ই করেন না। যাই হোক, আপনি যখন আমায় আপনার হাতের মুঠোয় পেয়েছেন পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আমি আপনাকে একটা ঋণ-স্বীকারপত্র লিখে দেবো, আর আমার এলাকার আয়ের ওপরও আপনার দাবি থাকবে।'

বিশপ বেশ বুঝদার লোক দেখে মিঃ কার্টরাইট পরম স্বস্তি বোধ করলেন, এবং প্রায় প্রীতিপূর্ণভাবেই দু জনে দু জনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

কিন্তু এই বিশপটি ছিলেন কতকগুলো বিশেষ বিষয়ে তাঁর অধিকাংশ সহকর্মী থেকে বিভিন্ন। আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, তিনি তখন আমার বন্ধু ছিলেন। আণ্ডারগ্রাজুয়েট অবস্থায় থাকা কালীন লোককে বোকা বানিয়ে জব্দ করার ব্যাপারে ওস্তাদ বলে তাঁর নাম ছিল। তাঁর কতকগুলো তামাশায় খুব সুরুচিরও পরিচয় ছিল না। তিনি যখন পাদ্রী হওয়া ঠিক করলেন তখন সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন ; আরো বিস্মিত হয়েছিলেন তখন, যখন তাঁরা জানলেন তাঁর উপদেশাত্মক বক্তৃতাগুলো খুবই প্রাণবন্ত এবং চিত্তগ্রাহী হয়ে হাজার হাজার লোককে ধর্মজীবনে উদ্বুদ্ধ করলেও আণ্ডারগ্রাজুয়েট অবস্থায় যেসব দুষ্টুমির জন্য তিনি কুখ্যাত ছিলেন সেগুলো তিনি এখনো ছাড়তে পারেন নি। চার্চের কর্তৃপক্ষ তাঁর বদ অভ্যাসগুলোর জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করেও শেষ পর্যন্ত না হেসে থাকতে পারেন নি। শেষকালে তাঁরা ঠিক করলেন যে যদিও কিছু শাস্তি তাঁকে দিতেই হবে, শাস্তিটা খুব কঠোর হবে না। শাস্তি হিসেবে তাঁকে করা হলো বোরিয়া-বুলা-গা'র বিশপ, শর্ত হলো এই যে ক্যাণ্টারবেরি এবং ইয়র্কের আর্চবিশপের বিশেষ

অনুমতি ছাড়া তিনি তাঁর এলাকা ত্যাগ করতে পারবেন না। এই সময়ে একজন নৃতত্ত্ববিদ মধ্য আফ্রিকার ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, সেই উপলক্ষ্যে এই বিশপের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। প্রবন্ধ পাঠের পর যে আলোচনা হয়েছিল তাতে তিনি কয়েকটি বেশ জোরালো মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর সঙ্গ আমার সব সময় ভালো লাগত, তাই সেই বৈঠকের পরে তাঁকে রাজি করে আমার সঙ্গে আমার ক্লাবে নিয়ে এলাম।

তিনি বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে আপনি মিঃ কার্টরাইট নামে এক ভদ্রলোকের প্রতিবেশী, যাঁর সঙ্গে কিছুদিন আগে আমার একটু অদ্ভুত ধরনের বোঝাপড়া হয়েছিল।'

তিনি সেই পরিস্থিতিটা বর্ণনা করলেন, তারপর সর্বশেষে একটি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ উক্তি করলেন ঃ

'আমার ভয় হচ্ছে আপনার বন্ধু মিঃ কার্টরাইট এখনো টের পান নি তাঁর বরাতে কি আছে।'

মিঃ কার্টরাইটের কৌশলটি বিশপকে বাস্তবিকই বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল। তিনি চিন্তা করেছিলেন তাঁর এলাকার কৃষ্ণকায়, মানুষদের কল্যাণে এই কৌশলটিকে কোনো রকমে কাজে লাগানো যায় কিনা। শেষ পর্যন্ত ভেবে ভেবে তিনি একটা পন্থা বার করলেন। তিনি বেশ পরিশ্রম করে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের হালচাল পর্যবেক্ষণ করলেন, তারপর যখন তাঁর চলাফেরা, হাবভাব, এমনকি মুদ্রাদোষগুলি পর্যন্ত আয়ত্ত করে ফেললেন, তখন বেকার অভিনেতাদের মহলে ঘুরে ফিরে খুঁজতে লাগলেন এমন একজনকে, যার চেহারা সেই বিখ্যাত এবং সম্মানিত রাষ্ট্রদূতের খুব কাছাকাছি। তেমনি চেহারার একজনকে পেয়েও গেলেন। তাঁর নির্দেশে অভিনেতা ভদ্রলোক একজন 'সহযাত্রী'র (কমিউনিস্টের) ভূমিকা নিলেন এবং চেষ্টা চরিত্র করে একটি সোভিয়েট অভ্যর্থনা-সভায় নিমন্ত্রিত হলেন। বিশপ তখন মিঃ কার্টরাইটকে এমন একখানা চিঠি লিখলেন যেন সে চিঠি আসছে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে, মিঃ কার্টরাইটকে কোনো একটি হোটেলে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে। মিঃ কার্টরাইট সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। নকল রাষ্ট্রদূত তাঁর হাতে একটি মস্ত লেফাফা গুঁজে দিলেন, আর লেফাফাটি তিনি যেমনি হাতে নিয়েছেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন একটি সুপরিচিত আওয়াজ—আড়াল থেকে ক্লিক করে কেউ লুকানো

ক্যামেরার বোতাম টিপে দিয়েছে। লেফাফার দিকে তাকিয়ে তিনি সভয়ে দেখলেন তার ওপর পরিষ্কার বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে তাঁর নাম, আর তার ওপর 'দশ মিলিয়ন রুব্‌ল্'। পরদিনই তাঁর কাছে এসে হাজির হলেন বিশপ। বললেন, 'বন্ধুবর, আপনি জানেন অনুকরণই হচ্ছে চাটুকারিতার সেরা পদ্ধতি। আমি আপনাকে ঠিক তাই করতে এসেছি। আপনি আমার যে ফোটোগ্রাফ তুলেছিলেন, এই ফোটোগ্রাফটিও তেমনি চমৎকার। সত্যি কথা যদি বলি, এ ফোটোখানা তার চাইতে ঢের বেশি ক্ষতিকর। কারণ বাহুবন্ধনে একটি সুন্দরীকে বন্দিনী করেছি বলে বোরিয়া-বুলা-গা'র বাসিন্দাদের চোখে আমি আগেকার চাইতে খারাপ হয়ে যাবো কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কিন্তু এই ছবিখানা যদি এই মহান দেশের কর্তাব্যক্তিদের চোখে একবার পড়ে তাহলে তাঁদের চোখে আপনি নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে যাবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আপনার সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা পোষণ করবেন। আমি অবশ্য আপনার প্রতি খুব বেশি নির্মম হতে চাই না, কারণ আপনার সূক্ষ্ম বুদ্ধির আমি তারিফ করি। সেইজন্যেই আমি আপনাকে বেশ সহজ সর্ত দেবো। আপনি অবশ্যই আমাকে আমার ঋণ-স্বীকারপত্রটি এবং আমার এলাকার আয়ের ওপর আপনার অধিকার স্বীকার করে যে দলিলটি দিয়েছিলাম সেটি আমাকে ফেরত দেবেন, এবং যতদিন পর্যন্ত আপনার পেশা চালাবেন, আপনাকে কতকগুলো শর্ত মেনে তা চালাতে হবে। আপনি শুধু সেই কুখ্যাত অবিশ্বাসীদেরই ব্ল্যাক্‌মেল করবেন অর্থাৎ তাদের গুপ্ত কলঙ্ক প্রকাশ করবার ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করবেন, যাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে বিশ্বাস করা গেলে তা সত্য ধর্মবিশ্বাসেরই গৌরববৃদ্ধির সহায়ক হবে। এভাবে আপনি যে টাকা পাবেন তার শতকরা নব্বুই ভাগ আমাকে দিতে বাধ্য থাকবেন।

'আপনি জানতে পারবেন যে বোরিয়া-বুলা-গা'য় এখনো কিছুসংখ্যক অখ্রীষ্টান আছে, এবং আমি প্রতিবেশী নিয়াম-নিয়ামের বিশপের সঙ্গে মোটা টাকার বাজিতে পাল্লা ধরেছি আমরা কে নিজের এলাকায় বেশি তাড়াতাড়ি খ্রীষ্টানের সংখ্যা বাড়াতে পারি। আমি জানতে পেরেছি যে গাঁয়ের মোড়ল যদি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হতে রাজি হয়, তাহলে সেই গাঁয়ের প্রত্যেকেই দীক্ষিত হতে রাজি হবে। আমি এও জেনেছি যে একজন মোড়ল তিনটি শূয়োরের দাম পেলেই রাজি হবে, আর শূয়োরের দাম এখানকার চাইতে মধ্য আফ্রিকায়

কম। বোধহয় ধরে নিতে পারি পনেরো পাউণ্ডের মতো হবে। এখনো প্রায় হাজারখানেক মোড়ল রয়েছে, যাদের দীক্ষিত করা যেতে পারে। সুতরাং আমার কাজ সম্পূর্ণ করতে পনেরো হাজার পাউণ্ড দরকার। স্বাধীন চিন্তা-কারীদের ওপর আপনার অভিযানের দৌলতে আমি যখন এই টাকাটা পেয়ে যাবো, তখন আমাদের পরস্পরের সম্পর্কটা সম্বন্ধে নতুন করে ভাবা যাবে। এখনকার মতো আপনি আমার এবং পুলিশের অস্বস্তিকর মনোযোগ থেকে মুক্ত থাকবেন।'

মিঃ কার্টরাইট বিষণ্ণ হলেন, কিন্তু তখনো সম্পূর্ণ হতাশ হলেন না। ভেবে দেখলেন বিশপের নির্দেশ মেনে চলা ছাড়া তাঁর আর-কোনো উপায় নেই। তাঁর প্রথম শিকার হলেন নৈতিক আন্দোলনের নেতারা, যাঁদের বক্তব্য হলো খ্রীষ্টিয় ধর্মবিশ্বাসের সহায়তা ছাড়াও উচ্চতম ধর্ম সম্ভব। তাঁর পরের শিকার হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মপ্রবণ অংশগুলো থেকে আগত কমিউনিস্ট নেতারা, যাঁরা এসেছিলেন লণ্ডনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে মিলিত হতে। অল্পদিনের ভেতরই তিনি বিশপের দাবি-করা পনেরো হাজার পাউণ্ড সংগ্রহ করে দিতে সক্ষম হলেন। বিশপ শ্রদ্ধার সঙ্গে এই টাকা গ্রহণ করলেন, এবং কৃতজ্ঞচিত্তে বললেন এখন তিনি তাঁর এতদিনের অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকা থেকে নাস্তিকতা দূর করতে পারবেন।

মিঃ কার্টরাইট বললেন, 'এখন তাহলে আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন আমি যা করেছি তার বিনিময়ে আমি এখন আপনার মনোযোগ থেকে মুক্তি আশা করতে পারি ?'

বিশপ বললেন, 'সবুর করুন। যে ফোটোগ্রাফটির ওপর ভিত্তি করে আমাদের চুক্তি হয়েছিল সেটি এখনও আমার কাছে আছে। আপনি যে পনেরো হাজার পাউণ্ড আমার হাতে দিয়েছেন সে টাকা আপনি কিভাবে সংগ্রহ করেছেন তার প্রমাণ আমি খুব সহজেই পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি, কিন্তু এই সংগ্রহের ব্যাপারে আমার কিছুমাত্র যোগ ছিল এমন কোনো প্রমাণই আপনার হাতে নেই। আমার প্রয়োজন থেকে আপনি কেমন করে মুক্তি দাবি করতে পারেন তা তো বুঝতে পারছি না।

'যাই হোক, আমি তো আগেই বলেছি আমি দয়ালু মনিব। আপনি আমার দাস হয়ে থাকবেন বটে কিন্তু আমি আপনার বন্দী দশাকে অসহ্য করে তুলবো না। বোরিয়া-বুলা-গা'য় এখনো দুটি ত্রুটি থেকে গেছে ; একটি হচ্ছে

এখানকার প্রধান সর্দার এখনো একগুঁয়েভাবে তার পূর্বপুরুষদের ধর্মই আঁকড়ে ধরে আছে, আরেকটা হচ্ছে এখানকার লোকসংখ্যা নিয়াম-নিয়ামের লোকসংখ্যার চাইতে কম। একটি উপায় আছে যাদ্বারা আপনি এবং আপনার সুন্দরী সহকারিণী এই দুটি ক্রটিই সারিয়ে দিতে পারেন। আমি এই সুন্দরীর ফোটো প্রধান সর্দারকে পাঠিয়েছি, সর্দার ঐ ফোটোগ্রাফের সঙ্গেই গভীরভাবে প্রেমে পড়ে গেছে। আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি সে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিলে আমি এই সুন্দরী যাতে তার স্ত্রী হয় সে ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আর আপনার সম্বন্ধে বলি, আমি দাবি করব আপনি বোরিয়া-বুলা-গা'য় বসবাস করবেন এবং আপনার হারেমে বহুসংখ্যক কৃষ্ণকায়া নারী থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ক্ষমতা থাকবে আপনি নতুন নতুন মানুষের জন্ম দিয়ে যাবেন, যাদের আমি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেবো। যখনি দেখবো আপনার হারেমে জন্মহার কমে যাচ্ছে, তখনি বুঝবো আপনার কর্তব্যে আপনি অবহেলা করছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার অপরাধমূলক কার্যাবলীর কথা আমি প্রকাশ করে দেবো।

'আপনার এই দণ্ড সারাজীবনের জন্য, এমন কথা বলবো না। আপনার বয়স যখন সত্তর বছরে পৌছবে, তখন আপনি এবং অনিন্দ্যসুন্দরী লালাজ— ততদিনে তিনি হয়তো আর অনিন্দ্যসুন্দরী থাকবেন না—ইংলণ্ডে ফিরে আসতে পারবেন এবং পাসপোর্টের ফোটোগ্রাফ তুলে জীবিকা অর্জন করতে পারবেন। পাছে আপনি কোনোরকম বেআইনী বলপ্রয়োগের সাহায্যে পালাবার কথা চিন্তা করেন, সেইজন্য আপনাকে জানিয়ে রাখি আমি একটা শীল-করা লেফাফা আমার ব্যাংকে রেখে নির্দেশ দিয়ে রেখেছি কোনো রকম সন্দেহজনকভাবে আমার মৃত্যু হলেই যেন সেই লেফাফাটি খোলা হয়। এই লেফাফাটি একবার খোলা হলেই আপনার সর্বনাশ নিশ্চিত। ইতিমধ্যে আমাদের এই যুক্ত নির্বাসনে যে আপনার সঙ্গসুখ উপভোগ করবো, তারই জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম। নমস্কার।'

মিঃ কার্টরাইট এই যন্ত্রণাময় পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পাবার কোনো রাস্তা দেখতে পেলেন না। আমি তাঁকে শেষবারের মতো দেখলাম জাহাজঘাটায়, যখন তিনি আফ্রিকায় যাবার জন্য জাহাজে উঠছিলেন। ভগ্নহৃদয়ে তিনি বিদায় নিচ্ছিলেন মিস স্ক্যাগ্‌স্‌-এর কাছ থেকে, বিশপ যাকে অন্য একটি জাহাজে যেতে বাধ্য করছিলেন। আমি কিছুটা সহানুভূতি বোধ না করে পারলাম না,

কিন্তু এর ফলে বাইবেলের সুসমাচার প্রচারে যে প্রচুর সহায়তা হবে সে কথা ভেবে সান্ত্বনা পেলাম।

পাঁচ

মিঃ অ্যাবারক্রম্বি, মিঃ বোর্শা এবং মিঃ কার্টরাইটের দুর্দশার ভেতরেও আমি শ্রীমতী এলারকারের কথা ভুলে যাই নি। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে গিয়েছিল যাতে আমি বেশ উদ্বিগ্নই হয়ে পড়েছিলাম।

মিঃ এলারকার এরোপ্লেনের ডিজাইন করতেন, এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর মতে তিনি ছিলেন এই বিভাগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মী। তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মিঃ কোয়ানটক্স্, আর তিনি থাকতেনও মর্টলেকেই। কোনো-কোনো বিশেষজ্ঞ এই দু জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করতেন মিঃ এলারকারকেই, কেউ-কেউ বেশি পছন্দ করতেন মিঃ কোয়ানটক্স্-এর কাজ, কিন্তু এঁদের কাজের ক্ষেত্রে এঁদের মতো উচ্চ স্তরে আর-কেউ উঠতে পেরেছেন বলে কেউ মনে করতেন না। পেশার বাইরে কিন্তু দু জন ছিলেন একেবারে আলাদা ধরনের মানুষ। মিঃ এলারকারের শিক্ষা ছিল সংকীর্ণ, বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ। সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না, ছিল না শিল্পের প্রতি অনুরাগ। তিনি কথাবার্তা কইতেন ভারিক্কি চালে, আর ভারি-ভারি বুলি আওড়ানো ছিল তাঁর একটি নেশা। মিঃ কোয়ানটক্স্ কিন্তু ছিলেন চমকদার আর সুরসিক, ব্যাপক শিক্ষা এবং সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ; যে-কোনো সমাবেশে তিনি তাঁর সরস বিশ্লেষণপূর্ণ মন্তব্য দিয়ে আসর মাত করে দিতে পারতেন। মিঃ এলারকার তাঁর স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো নারীর দিকে তাকান নি। অপরপক্ষে মিঃ কোয়ানটক্স্-এর নজর ছিল ইতস্তত সঞ্চরমান, যার ফলে দুর্নীতির জন্য তিনি ধিকৃত হতেন। কিন্তু দেশের জন্য তাঁর কাজের মূল্য ছিল অসামান্য, কাজেই নেলসনের বেলায় যেমন হয়েছিল তেমনি তাঁর বেলাতেও নীতিবাগীশরা চোখ বুজে অজ্ঞতার ভান করে রইলেন। এই ধরনের নানা দিক দিয়েই শ্রীমতী এলারকারের সাদৃশ্য ছিল তাঁর স্বামীর চাইতে মিঃ কোয়ানটক্স্-এর সঙ্গেই বেশি। তাঁর বাবা ছিলেন আমাদের পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটিতে নৃতত্ত্বের অধ্যাপক; তিনি নিজে যৌবন অতিবাহিত করেছেন ইংলণ্ডের সেরা বুদ্ধিমান সমাজে; জ্ঞানের সঙ্গে রসিকতার সমন্বয়েই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন।

মিঃ এলারকার ভিক্টোরিয়ার যুগের যে গুরুগম্ভীর সুনীতির বাতিক নিজের চরিত্রে বজায় রেখেছিলেন, শ্রীমতী এলারকারের স্বভাবে তার অভাব ছিল। মর্টলেকে তাঁর প্রতিবেশীরা ছিলেন দুই দলে বিভক্ত; একদল তাঁর চমক-লাগানো কথাবার্তা উপভোগ করতেন, অন্য দল আশংকা করতেন এ ধরনের হাল্‌কা কথাবার্তার সঙ্গে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র বজায় থাকতে পারে না। তাঁর পরিচিতদের ভেতর যাঁরা একটু চিন্তাশীল এবং বয়স্ক, তাঁরা সন্দেহ করতেন তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গে নিজের চরিত্রহীনতা গোপন রেখেছেন, এবং এমন খেয়ালী স্ত্রী বরাতে জুটেছে বলে মিঃ এলারকারের প্রতি অনুকম্পা বোধ করতেন। আরেকটি দল দুঃখ বোধ করতেন শ্রীমতী এলারকারের জন্য, যখন তাঁরা প্রাতরাশের সময় দৈনিক 'টাইম্‌স্' পড়তে পড়তে মিঃ এলারকার কি-কি মন্তব্য করবেন তাই কল্পনা করতেন।

ডাঃ মালাকোর গৃহ থেকে শ্রীমতী এলারকার যখন নাটকীয়ভাবে বেরিয়ে এলেন, তারপর আমি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হব স্থির করলাম এই আশায় যে হয়তো আজ হোক কাল হোক তাঁর কোনো কাজে লাগতে পারব। মিঃ অ্যাবারক্রম্বির দুর্দশায়, ডাঃ মালাকোর যে হাত ছিল সেটা যখন বুঝতে পারলাম, তখন শ্রীমতী এলারকারকে তাঁর বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করলাম, কিন্তু তিনি এমন জোরের সঙ্গে বললেন ডাক্তারের সঙ্গে আরও বেশি পরিচয়ের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তাঁর নেই, যে আমি ভাবলাম এ বিষয়ে তাঁকে আর সতর্ক করা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীমতীর সম্পর্কে এক নতুন উদ্বেগ অচিরেই আমাকে পেয়ে বসল। জানতে পারা গেল তিনি এবং মিঃ কোয়ানটক্‌স্ এত ঘন-ঘন মেলামেশা করছেন যা মিঃ এলারকারের সঙ্গে মিঃ কোয়ানটক্‌স্-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিস্থিতিতে ঠিক সুবুদ্ধির কাজ হচ্ছে না। কথাবার্তায় মিঃ কোয়ানটক্‌স্ চমৎকার, কিন্তু আমার মনে হল ডাঃ মালাকোর সংস্পর্শে এসে শ্রীমতী এলারকারের যে অস্থির অবস্থা হয়েছে, সে অবস্থায় মিঃ কোয়ানটক্‌স্ তাঁর পক্ষে একটি বিপজ্জনক ব্যক্তি। কথায়-কথায় আমি এই ধরনেরই একটু ইঙ্গিত করলাম, কিন্তু ডাঃ মালাকো সম্বন্ধে ইঙ্গিত করায় শ্রীমতী এলারকারের প্রতিক্রিয়া যে রকম হয়েছিল, এক্ষেত্রে হল তা থেকে একেবারে আলাদা। তিনি ভীষণ রেগে উঠলেন, বললেন এ ধরনের কানাঘুষো তিনি পছন্দ করেন না, এবং মিঃ কোয়ানটক্‌স্ এমন একটি লোক যাঁর বিরুদ্ধে তিনি কোনো কথা শুনতে চান না। তিনি আমার ওপর এমন

চটে উঠলেন যে আমি তাঁর বাসায় যাওয়া বন্ধ করে দিলাম এবং প্রকৃত-পক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেল।

অবস্থা এই রকম রইল কিছুদিন। তারপর একদিন ভোরবেলা খবরের কাগজ খুলে দেখলাম সাংঘাতিক খবর। মিঃ এলারকারের পরিকল্পিত নতুন মডেলের একটি এরোপ্লেন প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য আকাশে উড়েই আগুন ধরে ধ্বংস হয়ে গেছে। চালক আগুনে পুড়ে মারা গেছে, এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধানের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর পর যা ঘটল তা আরো সাংঘাতিক। মিঃ এলারকারের কাগজপত্র পরীক্ষা করে পুলিশ নিশ্চিত প্রমাণ পেল যে একটি বিদেশী শক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, এবং স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেই তিনি ইচ্ছা করে নতুন এরোপ্লেনের ডিজাইনে ত্রুটি রেখেছিলেন। এই দলিলগুলো যখন প্রকাশ পেল, তখন মিঃ এলারকার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন।

ডাঃ মালাকোর কথা চিন্তা করে আমার সন্দেহ হল ব্যাপারটা বাইরে যেমন দেখানো হয়েছে আসল ব্যাপারটা সত্যিই সে রকম কিনা। শ্রীমতী এলারকারের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে যে অবস্থায় দেখলাম তাকে শোকাচ্ছন্ন না বলে বরং হতভম্বই বলা উচিত। দেখলাম তিনি অভিভূত হয়েছেন শুধু দুঃখে নয়, এক ধরনের আতঙ্কে, যার স্বরূপ আমি তখন বুঝতে পারি নি। কথা বলতে-বলতে মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি কি যেন শুনতে থাকতেন, কিন্তু আমি কিছু শুনতে পেতাম না। তারপর বেশ চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলতেন, 'হ্যাঁ···হ্যাঁ···কি যেন আমরা বলছিলাম?' তারপর আধা-আনমনাভাবে সেই পুরোনো কথার খেঁই ধরতেন। তাঁর জন্য আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করলাম, কিন্তু এর পর আমায় বিশ্বাস করে কিছু বলা তিনি বন্ধ করে দিলেন, আমি নিরুপায় হয়ে পড়লাম।

ইতিমধ্যে মিঃ কোয়ানটক্স্ চলেছিলেন জয়যাত্রার পথে এগিয়ে। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর পথ থেকে সরে যাওয়ায় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতায় সরকার তাঁকেই প্রধান ভরসা বিবেচনা করে তাঁরই ওপর ক্রমেই আরো বেশি নির্ভর করতে লাগলেন; রাজার জন্মদিনে বিশেষ সম্মানপ্রাপ্তদের তালিকায় তাঁর নাম উঠল, এবং প্রত্যেক সংবাদপত্রে তাঁর প্রশংসা প্রকাশিত হতে লাগল।

দু-এক মাস আর নতুন কিছু ঘটল না। তারপর একদিন মিঃ গস্‌লিং-এর কাছে শুনলাম শ্রীমতী এলারকার বৈধব্যের কৃষ্ণ বেশ পরে উন্মাদিনীর মতো

ছুটে গিয়েছিলেন সরকারের বিমান-সম্পর্কিত মন্ত্রণাবিভাগে, অত্যন্ত উত্তেজিত-ভাবে দাবি জানিয়েছিলেন এই বিভাগের মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা করা একান্তই দরকার। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সামনে তিনি যে অসংলগ্ন কাহিনী শুনিয়েছিলেন তাকে গভীর শোক থেকে উদ্ভূত মস্তিষ্ক বিকৃতির ফল ছাড়া আর-কিছু বলে তিনি ভাবতে পারেন নি। তিনি শ্রীমতী এলারকারের কাহিনী ঠিক বুঝতে পারেন নি, শুধু এটুকু বুঝেছিলেন যে তিনি কতকগুলো অবিশ্বাস্য অভিযোগ আনছেন মিঃ কোয়ানটক্স্‌-এর বিরুদ্ধে, এবং সেই সূত্রে নিজের বিরুদ্ধেও। একজন প্রখ্যাত মনোবিশ্লেষণবিদকে ডাকা হয়েছিল, তিনি দেখেই স্বীকার করেছিলেন যে শ্রীমতী এলারকারের মানসিক বৈকল্য উপস্থিত হয়েছে। মিঃ কোয়ানটক্স্‌ সাধারণের সেবক হিসেবে অত্যন্ত মূল্যবান, একজন উন্মাদ খেয়ালী স্ত্রীলোকের কথায় নির্ভর করে তাঁর সম্পর্কে কিছু করা সম্ভব নয়, সুতরাং ডাক্তার দ্বারা মানসিক চিকিৎসালয়ে পাঠাবার উপযুক্ত বলে ঘোষণা করিয়ে নিয়ে শ্রীমতী এলারকারকে সেখানেই পাঠানো হল।

জানতে পারলাম এই উন্মাদ আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার আমার একজন পুরাতন বন্ধু। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম এবং গোপনে তাঁকে অনুরোধ করলাম শ্রীমতী এলারকারের শোচনীয় কাহিনী সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে। ঔচিত্য বজায় রেখে যতটুকু বলা চলে, তিনি আমায় ততটুকু বলার পর আমি বললাম:

'ডাঃ প্রেণ্ডারগাস্ট, শ্রীমতী এলারকারের অবস্থা এবং তাঁর সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে আমি কিছু-কিছু জানি। আমার মনে হয় আমাকে যদি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়, এবং সে সময়ে অন্য কেউ কাছে না থাকেন, তাহলে খুব সম্ভব আমি তাঁর মনের এই বিকৃতির উৎস, এমনকি হয়তো তাঁর নিরাময়েরও উপায় খুঁজে বার করতে পারি। একথা আমি খুব হাল্‌কাভাবে বলছি না। যেসব অদ্ভুত ঘটনা শ্রীমতী এলারকারের মনের এই অস্থৈর্যের কারণ হয়েছে, তাদের পিছনে এমন কতকগুলো জিনিষ আছে যা অনেকেই জানেন না। আমি যে সুযোগ চাই তা যদি আমাকে দেন তো আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ থাকব।'

কিছুক্ষণ চিন্তার পর ডাঃ প্রেণ্ডারগাস্ট অবশেষে রাজি হলেন। গিয়ে দেখলাম বেচারা ভদ্রমহিলা বসে আছেন একা, বিষণ্ণ, কোনো কিছুতে তাঁর

উৎসাহ নেই। আমি ঘরে ঢুকতে তিনি আমার দিকে ভালো করে তাকালেনও না, আর যেটুকু তাকালেন তাতে তিনি যে আমাকে চিনতে পেরেছেন এমন কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেল না।

আমি বললাম 'মিসেস এলারকার, আমি বিশ্বাস করি না আপনি উন্মাদ-ভ্রান্তিতে ভুগছেন। আমি ডাঃ মালাকোকে চিনি, মিঃ কোয়ানটক্‌স্‌কে চিনি, আপনার স্বর্গীয় স্বামীকেও চিনতাম। আমার বিশ্বাস হয় না যে অপরাধ মিঃ এলারকারের ওপর আরোপ করা হয়েছে সে অপরাধ তিনি করেছেন ; বরং আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি ডাঃ মালাকো এবং মিঃ কোয়ানটক্‌স্ দু' জনে মিলে একটি ভালো মানুষের সর্বনাশ করেছেন। আমার সন্দেহগুলি যদি সত্য হয় তাহলে আপনি অন্তত এটুকু বিশ্বাস আমার ওপর রাখতে পারেন, যে আপনি স্বেচ্ছায় আমাকে যা বলবেন তার ওপর আমি যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করব, এবং আপনার কথাগুলোকে বিকৃত মনের ভ্রান্তি বলে মনে করব না।'

'আপনার এই কথাগুলোর জন্য ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।' তিনি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন। 'এমন কথা এই আমি প্রথম শুনলাম যা থেকে আমার আশা হয় সত্য কথাকে হয়তো বিশ্বাস করানো যাবে। আপনি যখন শুনতে চেয়েছেন, তখন কাহিনীটি আপনাকে পুরোপুরিই বলব, অত্যন্ত বেদনাময় অংশগুলিও বাদ দেব না। নিজেকেও আমি রেহাই দেব না, কারণ আমিও অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, যে পাপ প্রভাব আমাকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাচ্ছিল তা থেকে আমি এখন মুক্ত। আমি এখন সারা অন্তর দিয়ে চাইছি এমন কিছু করতে যাতে আমার স্বামীর স্মৃতিতে যে কালিমা লিপ্ত হয়েছে তা যতদূর সম্ভব মুছে ফেলা যায়।'

এই বলে তিনি বলতে শুরু করলেন একটি দীর্ঘ এবং ভয়ঙ্কর ইতিহাস।

আমি যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই, সব কিছুর মূলে ছিল ডাঃ মালাকোর শয়তানী। মিঃ এলারকার যখন জানলেন ডাঃ মালাকো একজন বিশিষ্ট উচ্চশিক্ষিত প্রতিবেশী, তখন ঠিক করলেন তাঁর সঙ্গে সামাজিক অন্তরঙ্গতা বাঞ্ছনীয়, এবং শ্রীমতী এলারকারকে সঙ্গে নিয়ে এক বিকেলবেলা দেখা করতে গেলেন সেই রহস্যময় ব্যক্তিটির সঙ্গে। (সেই বিকেলেই আমি শ্রীমতী এলারকারকে ডাঃ মালাকোর গেটে জ্ঞান হারাতে দেখেছিলাম।)

কয়েক মিনিট এলোমেলো কথাবার্তার পর ফোনে ডাক এল মন্ত্রী-দপ্তর থেকে ; মিঃ এলারকারের গুরুত্ব ছিল এত বেশি যে তাঁর গতিবিধি সর্বদা

জানিয়ে দিতে হত সরকারী দপ্তরে। ফোনে তিনি নির্দেশ পেলেন যে তাঁর কাছে যে কয়েকটি দলিল আছে সেগুলো খুব বেশিরকম দরকার হয়ে পড়েছে এবং বিশেষ লোক মারফত যেন অবিলম্বেই সেগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই দলিলগুলো ছিল তাঁর অ্যাটাশে-কেসে। তিনি ঠিক করলেন এখনই বেরিয়ে পড়বেন এবং সেই দলিলগুলো নিয়ে যাবার জন্য একজন লোক ঠিক করবেন।

স্ত্রীকে তিনি বললেন, 'অল্প কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে অনুপস্থিত থাকতে হবে। সেই সময়টুকু আশা করি ডাঃ মালাকোর সঙ্গে এখানে থাকতে তুমি আপত্তি করবে না। আমার কাজটুকু হয়ে গেলেই আমি তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আস্‌ব।'

শ্রীমতী এলারকার লক্ষ্য করেছিলেন মর্টলেকের অধিকাংশ বাসিন্দার কথা-বার্তার চাইতে ডাঃ মালাকোর কথাবার্তা অনেক বেশি আশাপ্রদ। তিনি ভাবলেন তাঁর স্বামীর ভারিক্কি চালের কথাবার্তা এখন কিছুক্ষণের জন্য অনুপস্থিত, এই সুযোগে ডাঃ মালাকোর সঙ্গে একটু স্বচ্ছন্দভাবে কথা কয়ে নিলে মন্দ হয় না। মিঃ এলারকারের দীর্ঘ বকবকানি যে শ্রীমতী এলারকারের মনে একঘেয়ে বিরক্তির সৃষ্টি করেছে, ডাঃ মালাকো তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এ জিনিষটি লক্ষ্য করেছিলেন। ডাঃ মালাকোর এই অন্তর্দৃষ্টি ভালো লাগে নি শ্রীমতী এলারকারের, কিন্তু তবু তিনি চেষ্টা করেও মনে-মনে এর বিরুদ্ধে আপত্তি করতে পারেন নি। তখন পর্যন্ত তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক না হলেও একটি ব্যাপার তাঁর কাছে একটু অদ্ভুত মনে হয়েছিল, সেটি এই যে ডাঃ মালাকোর সঙ্গে এমন অনেকের পরিচয় ছিল যাঁদের অবস্থা শ্রীমতী এলারকারেরই মতো। ডাঃ মালাকো বললেন, 'আরো কয়েকজন এরোপ্লেনের ডিজাইনারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তাঁদের ভেতর কেউ-কেউ ছিলেন নিতান্ত নীরস, কেউ-কেউ বা বেশ সরস প্রকৃতির। আর এমনই অদ্ভুত ব্যাপার, এঁদের ভেতর যাঁরা ছিলেন নীরস প্রকৃতির, তাঁদেরই স্ত্রীরা ছিলেন আকর্ষণময়ী।'

কাহিনীর গতি থামিয়ে দিয়ে মাঝখানে তিনি বললেন, 'আশা করি আপনি নিশ্চয়ই বুঝে নেবেন জীবনে নানা ধরনের যে সব লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাদের কথাই আমি বলে যাচ্ছি, এবং আমার যত দূর মনে হয় তাঁদের কারও সঙ্গেই এই শহরতলির কোনো বাসিন্দার নিকট সাদৃশ্য নেই।

'কিন্তু এই যে অল্প কিছুক্ষণ মাত্র আমি আপনার সাহচর্যের আনন্দ পেয়েছি,

এরই মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি মানুষের জীবন-নাট্যে আপনার উৎসাহ আছে। সুতরাং আমার ছোট্ট কাহিনীটি আপনাকে আমি শোনাবো।

'এক সময় আমি দু জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনতাম (আশা করি আপনি বুঝে নেবেন এ ব্যাপারটা হয়েছিল অন্য দেশে)। বলতে দুঃখ হয় একের সাফল্যে অন্যজনের ছিল অত্যন্ত তীব্র ঈর্ষা। ঈর্ষান্বিত লোকটি ছিলেন পরম রসিক, মনোমুগ্ধকর প্রকৃতির ; আর অন্যজন ছিলেন গুরুগম্ভীর, শুধু নিজের কাজটুকু ছাড়া অন্য কিছুতে তাঁর উৎসাহ ছিল না। ঈর্ষান্বিত লোকটি (আপনার অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি) তাঁর নীরস সহকর্মীর স্ত্রীর সঙ্গে খাতির জমিয়ে ফেললেন। ভদ্রমহিলা প্রেমেই পড়ে গেলেন তাঁর সঙ্গে এবং ভয় করতে লাগলেন, তিনি ভদ্রলোককে যতো ভালোবেসেছেন, ভদ্রলোক তাঁকে ততোটা ভালোবাসেন নি। এক অদ্ভুত মোহ তাঁকে এগিয়ে নিয়ে চলল ; অবশেষে এক দুর্বার আবেগের মুহূর্তে তিনি ভদ্রলোককে বলে ফেললেন তাঁর প্রেম পাবার জন্য এমন কোনো কাজ নেই যা তিনি করতে পারেন না। ভদ্রলোক একটু যেন ইতস্তত করলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বললেন ভদ্রমহিলা তাঁর জন্য করতে পারেন এমন একটি সামান্য কাজ আছে, কাজটা এত সামান্য, এত ছোট, যে তার জন্য এত ভূমিকা অবান্তর মনে হতে পারে। এ ধরনের কাজ যাঁরা করেন তাঁদের আরো অনেকের মতো এই ভদ্রমহিলার স্বামীও অনেক অসম্পূর্ণ ডিজাইন অফিস থেকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন ভোরের দিকে সেগুলোকে সম্পূর্ণ করবেন বলে। এই ডিজাইনগুলো পড়ে থাকত তাঁর দেরাজে ; তিনি যখন ঘুমুতেন তখন এগুলো থাকত অরক্ষিত অবস্থায়। ভদ্রমহিলা কি পারবেন মাঝে-মাঝে তাঁর স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে শয্যাত্যাগ করে তাঁর প্রেমিকের নির্দেশ অনুযায়ী নক্সাগুলোতে সামান্য অদল-বদল করে দিতে ? ভদ্রমহিলা বললেন তিনি তা পারবেন, এবং করবেন। ভদ্রমহিলার এই গোপন কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন তাঁর স্বামী তাঁর অজ্ঞাতসারে অদলবদল-করা ডিজাইন অনুযায়ী একটি নতুন এরোপ্লেন তৈরি করালেন। এরোপ্লেন তৈরি হল। নিজের সাফল্য কল্পনায় মহাগর্বিত তিনি সেই প্লেনে উড়লেন প্রথম পরীক্ষামূলক আকাশযাত্রায়। প্লেনে আগুন ধরে গেল, এবং তিনি মারা গেলেন। শোভনতার খাতিরে অল্প কিছুদিন দেরি করেই প্রেমিক ভদ্রলোক কৃতজ্ঞ চিত্তে ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করলেন।'

গল্পটি শেষ করে ডাঃ মালাকো বললেন, 'আপনি হয়তো ভেবে থাকবেন

কিঞ্চিৎ অনুতাপের ফলে তাঁর আনন্দ ম্লান হয়েছিল। কিন্তু তা হয় নি। তাঁর প্রেমিকটি ছিলেন এমনই বুদ্ধিদীপ্ত আনন্দময় মানুষ, যে এঁর জন্য তাঁর নীরস স্বামীটিকে বিসর্জন দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি আফসোস করেন নি। তাঁর আনন্দে বিষাদের এতটুকু আভাস ছিল না ; আজো তাঁরা আমার পরিচিত সবচেয়ে সুখী দম্পতিদের অন্যতম।'

শ্রীমতী এলারকার ভয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'এ রকম সাংঘাতিক স্ত্রীলোক থাকতেই পারে না।'

ডাঃ মালাকো জবাব দিলেন, 'পৃথিবীতে কিছু-কিছু অত্যন্ত সাংঘাতিক স্ত্রীলোক আছেন—কিছু-কিছু অত্যন্ত একঘেয়ে বিরক্তিকর পুরুষও আছেন।'

এতাবৎ কাল শ্রীমতী এলারকার নিষ্পাপ নির্মল জীবনই যাপন করে আসছিলেন ; যদিও খুব সহজ হয় নি তাঁর পক্ষে, কিন্তু ডাঃ মালাকোর কাহিনী শুনতে-শুনতে এমন সব চিত্র তাঁর সারা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল যা থেকে তিনি কিছুতেই রেহাই পাচ্ছিলেন না। মিঃ কোয়ানটক্স্-এর সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন সামাজিক সম্মেলনে দেখা হয়েছিল। তিনি শ্রীমতী এলারকার সম্পর্কে যে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন তাতে শ্রীমতীর একটু গর্ব বোধ করারই কথা। শ্রীমতীর শুধু চেহারার আকর্ষণ নয়, মনের বিশিষ্ট উৎকর্ষ সম্বন্ধেও তাঁকে সচেতন বলে মনে হয়েছিল। সম্মেলনে উপস্থিত অন্য সবার চাইতে তাঁর সঙ্গেই কথা কইবার আগ্রহ বেশি দেখা যেত ভদ্রলোকের। কিন্তু ডাঃ মালাকোর কথা শুনতে-শুনতেই শ্রীমতী এলারকার প্রথম খেয়াল করলেন যে মিঃ কোয়ানটক্স্-এর সঙ্গে ওভাবে দেখা হবার পরই হেনরি না হয়ে ইনি তাঁর স্বামী হলে তাঁর জীবন কতো অন্য রকম হত, এই কল্পনাটি তাঁর মনে জাগছিল। কিন্তু কল্পনাটি এতো ক্ষণস্থায়ী হত, এবং শ্রীমতী এতো তাড়াতাড়ি সেটাকে জোর করে চেপে দিতেন, যে ডাঃ মালাকোর বক্তৃতা সেটিকে অমন করে তুলে না ধরা পর্যন্ত কল্পনাটি তাঁকে বিব্রত করে তোলবার মতো যথেষ্ট জোরালো হয় নি। এখন কিন্তু ব্যাপারটি খোলাখুলি পরিষ্কার হয়ে গেল। এখন তিনি কল্পনা করলেন মিঃ কোয়ানটক্স্ তাঁর দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকালে, বাহুবন্ধনে তাঁকে বন্দিনী করলে, অথবা অধর দিয়ে তাঁর অধর স্পর্শ করলে অনুভূতিটা কি রকম হবে। এ কল্পনায় তিনি শিউরে উঠলেন, কিন্তু মন থেকে এ কল্পনা দূর করে দিতে পারলেন না।

'আমার মন', শ্রীমতী এলারকার ভাবলেন, 'হেনরির বৈচিত্র্যহীন জীবনের

ঘুমপাড়ানী একঘেয়েমির চাপে ধীরে-ধীরে নিষ্প্রাণ হয়ে আসছে। প্রাতরাশের সময় খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে সে যা মন্তব্য করে তা শুনে আমার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হয়। মধ্যাহ্নভোজনের পর যখন সে ভাবে আমাদের একটু অবসর উপভোগ করবার সুযোগ এসেছে তখন তার নিদ্রাটি অপরিহার্য, কিন্তু ঐ সময়ে আমি কিছু করবার চেষ্টা করলেই সঙ্গে-সঙ্গে সেটা তার নজরে পড়ে। যৌবনে সে ভিক্টোরিয়ান যুগের যেসব বাজে উপন্যাস পড়েছে তাদের প্রভাব সে এখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সেই সব উপন্যাসে-বর্ণিত মেয়েদের মতো সে আমাকেও একটি শান্ত-শিষ্ট বোকা ধরনের মেয়ে বলেই ধরে নিয়েছে, এ অসহ্য। কত আলাদা রকমের হত জীবনটা, যদি কাটাতে পারতাম আমার প্রিয় ইউস্টেস্-এর সঙ্গে! মিঃ কোয়ানটক্স্কে আমি ইউস্টেস্ নামেই ডাকব, অন্তত আমার স্বপ্নে। আমরা দু জনেই দু জনকেই অনুপ্রাণিত করতাম, দু জনেই আসর মাত করতাম, সবাইকে চমকে দিতাম আমাদের অসামান্য ঔজ্জ্বল্যে। আর আমাকে তিনি যে ভালোবাসতেন সে ভালোবাসায় থাকত আবেগের বহ্নিশিখা, সে ভালোবাসা হত মৃদুস্পর্শ, তাতে থাকত না অস্বস্তিকর গুরুভার।'

ডাঃ মালাকোর কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে এই সব চিন্তা যেন ছবির মতো খেলে গেল শ্রীমতীর মনের ভেতর দিয়ে। কিন্তু সেই সঙ্গেই আরেকটি স্বর—তেমন তীব্র বা তীক্ষ্ণ না হলেও তবু একেবারে শক্তিহীন নয়—তাঁকে মনে করিয়ে দিল মিঃ এলারকার লোক ভালো, তাঁর কাজও বিশিষ্ট এবং তাঁর জীবন সম্মানযোগ্য। ডাঃ মালাকোর গল্পের সেই পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকটির মতো শ্রীমতী এলারকার কি এমন লোককে বেদনাদায়ক মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারবেন?

কর্তব্য এবং বাসনার দোটানায় পড়ে শ্রীমতী এলারকার কামনা এবং সহানুভূতির দ্বন্দ্বে অস্থির হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত মিঃ এলারকার যে ফিরে আসবেন বলে গেছেন সে কথা ভুলে গিয়ে তিনি পাগলের মতো বেরিয়ে পড়লেন ডাঃ মালাকোর বাড়ি থেকে, এবং গেটে এসে আমার সঙ্গে দেখা হবার সঙ্গে-সঙ্গেই মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন।

মনের এই নিদারুণ অবস্থায় শ্রীমতী এলারকার মনে-মনে চাইতেন মিঃ কোয়ানটক্স্কে এড়িয়ে চলতে, অন্তত: যে পর্যন্ত না যে-কোনো একটি দিকে মন স্থির করে ফেলতে পারছেন। কয়েক দিনের জন্য তিনি অসুস্থতার আশ্রয় নিয়ে বিছানায় শুয়ে রইলেন, কিন্তু রেহাই পাবার এই পন্থাটা বেশি দিন চলতে

পারল না। যেই মাত্র তিনি রোগশয্যা থেকে উঠে একটু চলাফেরা শুরু করলেন অমনি তাঁকে হতাশায় বিহ্বল করে দিয়ে মিঃ এলারকার বললেন :

'প্রিয়ে আমাণ্ডা, তুমি যখন স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছ, আমি একদিন আমাদের প্রতিবেশী মিঃ কোয়ানটক্স্‌কে চায়ের নেমন্তন্ন করতে চাই। তুমি অবশ্য তোমার ঐ সুন্দর মাথাটি আমার কাজের ব্যাপারে একেবারেই ঘামাতে চাও না, কিন্তু মিঃ কোয়ানটক্স্‌ এবং আমি এক হিসেবে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং আমার ইচ্ছা আমাদের ভেতর এমন একটি সুসভ্য ব্যবহার থাকা উচিত যা বিংশ শতাব্দীর মানুষের পক্ষে উপযুক্ত। সেই কারণেই আমার মনে হয় মিঃ কোয়ানটক্স্‌কে এখানে আমন্ত্রণ করা খুবই ভালো হবে, এবং তুমি তাঁকে মধুর ব্যবহারে তৃপ্ত করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখবে না। আর মিষ্টি ব্যবহারে তো তোমার জুড়ি মেলাই ভার।'

এ থেকে রেহাই পাবার কোনো পথ ছিল না। মিঃ কোয়ানটক্স্‌ এলেন। মিঃ এলারকারের যেমন স্বভাব, ভদ্রতা বজায় রাখবার জন্য যেটুকু সময় থাকা দরকার সেইটুকুই থেকে তারপর চলে গিয়ে তাঁর কাজের ডেস্‌কে বসে গেলেন কাগজপত্র নিয়ে। যাবার সময় বলে গেলেন :

'মিঃ কোয়ানটক্স্‌, আমি দুঃখিত যে এখনই কাজে বসতে হবে বলে আপনার আনন্দময় সাহচর্য আমি আর উপভোগ করতে পারছি না, কিন্তু আপনাকে আমি ভালো হাতেই ছেড়ে যাচ্ছি। আমার স্ত্রী আমাদের এই শক্ত পেশার জটিল ব্যাপারগুলো ঠিক বুঝে উঠত পারেন না বটে, কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আরো আধ ঘণ্টাটাক আপনাকে আনন্দে রাখতে তিনি অপারগ হবেন না, যদি ততক্ষণ আপনি নিজেকে সেই কাজ থেকে সরিয়ে রাখতে পারেন যা আপনার এবং আমার দু জনেরই জীবনের প্রধান আনন্দ।'

তিনি চলে গেলে শ্রীমতী এলারকার ক্ষণিকের জন্য একেবারে হতভম্ব হয়ে রইলেন, কিন্তু মিঃ কোয়ানটক্স্‌ তাঁর সে ভাবটা বেশিক্ষণ বজায় থাকতে দিলেন না। বললেন, 'আমাণ্ডা, যদি এই নামে ডাকতে দাও তুমি আমাকে, তাহলে বলি, সেই যে এক বিরক্তিকর আসরে আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল, শুধু তুমি ছিলে বলেই যে আসরটি আমার অসহ্য মনে হয় নি, সেই প্রথম দেখার পর থেকেই আমি এই মুহূর্তটির জন্য প্রতীক্ষা করে রয়েছি। এই এক ঘেয়ে শ্রান্তি-কর শহরতলিতে শুধু তুমি আর আমি ছাড়া আর কে আছে যার সঙ্গে বুদ্ধিমানের মতো দু-চারটে কথা কওয়া যায়? আমি তোমার মধ্যে যেমন

দেখেছি, আশা করি তুমিও আমার মধ্যে তেমনি দেখেছ একটি সভ্য মানুষ, যে আমাদের দু-জনেরই পক্ষে স্বাভাবিক, এমন ভাষায় কথা কইতে পারে।'

তাঁর কথার বাকি অংশ এতটা ব্যক্তিগত নয়। তিনি নানা কথা বললেন, বই, সংগীত এবং ছবির বিষয়ে, এবং আরো এমন সব বিষয়ে যাদের সম্পর্কে মিঃ এলারকারের ছিল অবজ্ঞা এবং মর্টলেকের মানুষ যাদের নামও শোনে নি কখনো। শ্রীমতী এলারকার তাঁর সমস্ত সংকোচ ভুলে গেলেন; মিঃ কোয়ানটক্স্ যখন বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তখন শ্রীমতীর চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মিঃ কোয়ানটক্স্ বললেন, 'আমারও, বড়ো আনন্দেই কাটল এই আধ ঘণ্টা। আশা করতে পারি কি অদূর ভবিষ্যতে তোমাকে একদিন নিয়ে যেতে পারব আমার লাইব্রেরিতে প্রথম সংস্করণের বইগুলো দেখাতে? আমার সংগ্রহে এমন বই আছে যা এমনকি তোমারও দেখার অনুপযুক্ত হবে না, এবং তোমার মতো একজন সমঝদার মানুষকে ওগুলো দেখিয়ে আমি আনন্দ পাব।'

ক্ষণিকের জন্য শ্রীমতী এলারকার ইতস্তত করলেন, কিন্তু পরে দুরন্ত কামনার বশীভূত হয়ে তিনি রাজি হলেন, এবং এমন তারিখ এবং সময় স্থির করলেন যখন মিঃ এলারকার নিশ্চয়ই তাঁর অফিসে থাকবেন। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে গিয়ে কম্পিত বক্ষে ঘণ্টা টিপলেন শ্রীমতী এলারকার। দরজা খুলে দিলেন স্বয়ং মিঃ কোয়ানটক্স্; শ্রীমতী বুঝতে পারলেন তাঁরা দু জন ছাড়া বাড়িতে আর তৃতীয় ব্যক্তি নেই। শ্রীমতীকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ কোয়ানটক্স্ লাইব্রেরি ঘরে গেলেন, এবং দরজা বন্ধ করেই সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলেন।......

অবশেষে শ্রীমতী যখন নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন, ভাবলেন তাঁর স্বামী হেনরির ফিরে আসবার সময় হয়েছে এবং তিনি আশা করছেন ফিরে এসেই রঙ্গভরে তাঁকে প্রশ্ন করবেন, 'আমার প্রিয় সঙ্গিনীটি এতক্ষণ তার সঙ্গী-বিহনে কি করছিল?' তখন তিনি মরিয়া হয়ে ভাবলেন পরম প্রিয় ইউস্টেসের (মিঃ কোয়ানটক্স্‌কে তিনি ইউস্টেস নামেই ডাকতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন) সঙ্গে তাঁর এই মিলন-ব্যবস্থাটাকে আরো পাকা করতে হলে নিছক আবেগের চাইতে আরো শক্ত এবং স্থায়ী বন্ধনের প্রয়োজন।

তিনি বললেন, 'ইউস্টেস, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে আরো সুখী করবার জন্য এমন কিছু নেই যা আমি করতে পারি না।'

মিঃ কোয়ানটক্স্ বললেন, 'লক্ষ্মীটি, আমার সমস্যার বোঝা তোমার ওপর আমি চাপাতে চাই নে। তুমি আমার কাছে সূর্যকিরণ এবং আলোর মতো প্রিয়। আমার দৈনন্দিন কাজের রূঢ় গন্ধের সঙ্গে তোমার মধুর প্রকৃতিকে আমি জড়িয়ে ফেলতে চাই না।'

শ্রীমতী এলারকার বললেন, 'ওঃ, ইউস্টেস, তুমি আমার সম্বন্ধে অমন করে ভেব না। আমি প্রজাপতি নই। হেনরি ভাবে আমি যেন একটি ছোট্ট গাইয়ে পাখি, আমি তা নই। আমি বুদ্ধিমতী, শক্তিময়ী নারী, কঠোর জীবনের অংশীদার হতে পারি আমি, এমনকি তোমার মতো মানুষেরও। আমি যেন এক খেলার পুতুল, এমনি ধারা ব্যবহার আমি ঘরে অনেক পেয়েছি। তুমি আমার পরম প্রিয়, তোমার কাছে আমি এরকম ব্যবহার চাই না।'

মনে হল মিঃ কোয়ানটক্স্ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে তারপর মন স্থির করলেন। তারপর সাময়িকভাবে অত্যন্ত আতংকিত বোধ করে শ্রীমতী এলারকার লক্ষ্য করলেন ডাঃ মালাকোর মুখে তিনি যে ছোট্ট গল্পটি শুনেছিলেন, মিঃ কোয়ানটক্স্ যেন প্রায় অক্ষরে-অক্ষরে তারই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে গেলেন।

তিনি বললেন, 'একটি জিনিষ আছে যা তুমি আমার জন্যে করতে পার। কিন্তু সেটি এত সামান্য যে তোমার মনে হতে পারে তার জন্য এত ভূমিকার কোনো প্রয়োজন নেই।'

শ্রীমতী এলারকার চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'কি সেটা, বল আমাকে ইউস্টেস্। বল।'

মিঃ কোয়ানটক্স্ বললেন, 'আমি অনুমান করছি তোমার স্বামী প্রায়ই নতুন এরোপ্লেন তৈরির অসম্পূর্ণ নক্শা বাড়িতে নিয়ে আসেন। আমি যেমন বলব তেমনি ভাবে তুমি যদি সেই নক্শাগুলোতে কতকগুলো ছোট্ট এবং তুচ্ছ অদল-বদল করে রাখ তাহলে তুমি আমার উপকার করবে, আর, আমার বিশ্বাস, তোমার নিজেরও।'

শ্রীমতী বললেন, 'তাই করব আমি। তুমি শুধু আমাকে বলে দেবে কি করতে হবে।' বলেই তিনি তাড়াতাড়ি সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

মিঃ কোয়ানটক্স্-এর কথাগুলো যেন ডাঃ মালাকোর গল্পের কথাগুলোরই ভুতুড়ে প্রতিধ্বনি। পরের দিনগুলোতেও এই গল্পেরই প্রতিধ্বনি চলতে লাগল, যে পর্যন্ত না একদিন মিঃ এলারকার এসে বিজয়-গৌরবের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে শ্রীমতীকে জানালেন তাঁর উদ্ভাবিত নতুন এরোপ্লেনটি তৈরি

সম্পূর্ণ হয়েছে, এবং সেটি আগামী কাল প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য প্রথম আকাশে উড়বে। এর পর থেকেই বাস্তবের গতির সঙ্গে ডাঃ মালাকোর গল্পের গরমিল শুরু হল। এই এরোপ্লেনে প্রথম উড়লেন মিঃ এলারকার নয়, একজন পাইলট। এরোপ্লেনটিতে আগুন ধরে পাইলটের মৃত্যু হল। গভীর বিষাদ এবং হতাশা নিয়ে ফিরে এলেন মিঃ এলারকার। পুলিশের খানাতল্লাশিতে তাঁর কাগজপত্রের ভেতর প্রমাণ পাওয়া গেল একটি বিদেশী শক্তির সঙ্গে তাঁর গোপন যোগাযোগ রয়েছে। শ্রীমতী এলারকার চট করেই বুঝে নিলেন এই প্রমাণ তাঁর পরম প্রিয় মনের মানুষ ইউস্টেসেরই তৈরি করা; কিন্তু তিনি নীরব রইলেন। এমনকি তাঁর স্বামী বিষ খেয়ে মারা যাওয়ার পরও তিনি মুখ খুললেন না।

মিঃ কোয়ানটক্স্-এর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। দেশের জনগণের চোখে তিনি ক্রমেই আরো বেশি শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠতে লাগলেন এবং রাজকীয় কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ রাজার পরবর্তী জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হল। কিন্তু শ্রীমতী এলারকারের জন্য তাঁর দরজা বন্ধই রইল, এবং ট্রেনে বা রাস্তায় শ্রীমতীর সঙ্গে কখনো দেখা হলে তিনি দূর থেকে একটু মাথা নোয়াতেন মাত্র, কারণ তাঁর দ্বারা যেটুকু কাজ হাসিল করাবার ছিল তা তো হয়েই গেছে। এই তাচ্ছিল্যের আঘাতে শ্রীমতীর মোহ কেটে গেল, তার জায়গায় এল অনুতাপ—তিক্ত, নিষ্ফল, দুঃসহ। তিনি যেন ঘুরে ফিরে বার-বার শুনতে পেতেন তাঁর লোকান্তরিত হেনরির কণ্ঠস্বর, হেনরি যেন বলছে তার সেই পরিচিত অতি-সাধারণ নীরস কথাগুলো, যা তার জীবিত কালে শ্রীমতীর কাছে অসহ্য বলে মনে হত। পারস্যের গোলযোগের খবরে যখন খবরের কাগজ ভরা থাকত, তখন শ্রীমতীর মনে হত তাঁর স্বামী যেন বলছেন, 'এই লক্ষীছাড়া এশিয়াটিকগুলোকে শিক্ষা দেবার জন্য কয়েক দল সৈন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় না কেন? আমি তোমাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, ওরা ব্রিটিশ ইউনিফর্ম দেখলেই বাপ-বাপ বলে দৌড়ে পালাবে।' শ্রীমতী এলারকার যখন চিন্তার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্য অস্থির হয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়ে ঘরে ফিরতেন, তখন তাঁর মনে হত স্বামী যেন বলছেন, 'আমাণ্ডা, এত বাড়াবাড়ি ক'রো না। এই কুয়াসাচ্ছন্ন সন্ধ্যাগুলো তোমার পক্ষে ভালো নয়। তোমার গালদুটি ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তোমার মতো নরম শরীরের মেয়েদের এভাবে নিজেদের হয়রান করা ঠিক নয়। জীবনের ঝড়ঝাপটা হচ্ছে পুরুষদের জন্যে, আমাদের জীবনে যতো রকমের বিপদ আপদ তা থেকে তোমাদের আমরা

আড়াল করে রাখব, তোমরাই যে আমাদের সম্পদ।' থেকে-থেকে হঠাৎ যখন তখন, প্রতিবেশিদের সঙ্গে কথাবার্তার মাঝখানে, সওদা করতে-করতে, ট্রেনে যেতে-যেতে, শ্রীমতী যেন কানে-কানে শুনতে পেতেন তাঁর স্বামীর স্থূল অথচ সহৃদয় উপদেশবাণী। মিঃ এলারকার যে আর নেই, এইটে বিশ্বাস করাই যেন ক্রমে শ্রীমতীর পক্ষে শক্ত হয়ে উঠল। কথার মাঝখানে হঠাৎ তিনি পিছন ফিরে তাকাতেন, লোকেরা বলতেন, 'কি হল মিসেস এলারকার? আপনি যেন চমকে উঠেছেন।' তখন ভয়, নিদারুণ, নির্মম ভয় ছেয়ে ফেলত তাঁর সমস্ত আত্মাকে। দিনের পর দিন এই অশরীরী কণ্ঠস্বর আরো জোরালো হয়ে উঠল; দিনের পর দিন উপদেশবাণীগুলো দীর্ঘতর হয়ে উঠতে লাগল; দিনের পর দিন তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ আরো দুঃসহ হয়ে উঠল।

শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী আর সহ্য করতে পারলেন না। রাজার জন্মদিন উপলক্ষে সম্মানিত ব্যক্তিদের তালিকায় মিঃ কোয়ানটক্স্-এর নাম দেখে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাঁর কাহিনী শোনাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর কাহিনী আবদ্ধ হয়ে রইল শুধু উন্মাদাগারের চার দেয়ালের ভেতরে।

এই ভয়ংকর কাহিনীটি শুনে আমি ডাঃ প্রেণ্ডারগাস্টের সঙ্গে কথা কইলাম। কথা কইলাম বিমান মন্ত্রিসভায় মিঃ এলারকারের উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের সঙ্গে। যাঁরা-যাঁরা বেচারা শ্রীমতী এলারকারের কিছু সাহায্যে আসতে পারেন, তাঁদের সকলের সঙ্গেই আমি কথা কইলাম; কিন্তু আমার কাহিনী মন দিয়ে শুনতে রাজি, এমন একজন শ্রোতাও আমি পেলাম না।

তাঁরা সবাই বললেন, 'না। স্যার ইউস্টেস একজন অত্যন্ত মূল্যবান জনসেবক। এঁর সুনাম আমরা ক্ষুণ্ণ হতে দিতে পারি না। এঁর সাহায্য ছাড়া মার্কিন ডিজাইনারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এঁর সহায়তা না পেলে রাশিয়ার প্লেনগুলো আমাদের প্লেনগুলোকে ছাড়িয়ে যাবে। হতে পারে আপনি যে কাহিনী বলছেন তা সত্যি, কিন্তু সত্যিই হোক বা মিথ্যাই হোক, এ কাহিনীর প্রচার জনস্বার্থের অনুকূল নয়, অতএব আপনাকে শুধু অনুরোধ নয়, আদেশ করছি এ বিষয়ে আপনি মুখ বুজে থাকুন।'

সুতরাং শ্রীমতী এলারকার দুঃখই পেয়ে যাচ্ছেন, আর মিঃ কোয়ানটক্স উন্নতি করে যাচ্ছেন।

ছয়

শ্রীমতী এলারকারকে সাহায্য করতে গিয়ে যে আমি বিফল হলাম, শুধু সেইজন্যই নয়, সেই বিফলতার রাজনৈতিক ফলাফলের কথা ভেবেও আমার মনটা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন রইল। আমি ভাবলাম, 'এও কি সম্ভব যে ডাক্তার, রাজনীতিজ্ঞ প্রভৃতি আমাদের সমাজের যেসব উচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিদের কাছে আবেদন জানিয়েছি, তাঁরা সবাই এটা মেনে নিতে রাজি যে এই অসহায় মহিলা অন্যায় কলঙ্কের বোঝা বইবেন, আর যে অপরাধী তাঁর এই দুঃখের জন্য দায়ী সে নব-নব সম্মানের পথে এগিয়ে যাবে? কি উদ্দেশ্যে তাঁরা এই অন্যায়কেই স্থায়ী হতে দিতে রাজি হচ্ছেন?'

এইখানেই আমার চিন্তা বোধ করি কিছুটা এলোমেলো হয়ে উঠল। আমার মনে হল এঁরা যা করছেন তার শুধু একটি মাত্র লক্ষ্য এই যে মিঃ কোয়ানটক্স্-এর তীক্ষ্ণবুদ্ধির ফলে এমন বহু রাশিয়ান মরবে, যারা এঁর প্রতিভা না থাকলে বেঁচে থাকতে পারত। আমার মনে হল শ্রীমতী এলারকারের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে, এতে তার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হয় না।

সমগ্র মানবজাতির প্রতি একটা ব্যাপক ঘৃণা আমার মনের ভেতর বেড়েই চলল। যাঁদের সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল তাঁদের পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের অপদার্থ বলে মনে হল। মিঃ অ্যাবারক্রম্বি একটি নিরপরাধ ব্যক্তিকে দুর্নাম এবং কারাদণ্ড ভোগ করাতে রাজি ছিলেন নিজে সস্ত্রীক একটি তুচ্ছ উপাধির শূন্যগর্ভ আনন্দ উপভোগ করবার জন্য। একটি চরিত্রহীনা হৃদয়হীনা নারীর মন পাবার জন্য মিঃ বোশাঁ রাজি ছিলেন স্কুলের ছাত্রদের চরিত্র কলুষিত করতে। পৃথিবীর মানুষ যাঁদের সম্মান করে আনন্দ পায়, তাঁদের বিশিষ্ট গুণের ওপর মিঃ কার্টরাইটের আস্থা ছিল বটে, কিন্তু নিজের স্থূল বিলাস বাসনা পরিতৃপ্ত করবার তাগিদে তিনি তাঁদের লজ্জা, দুঃখ এবং আর্থিক ক্ষতি ঘটাতে প্রস্তুত ছিলেন। কৃতকার্যের হিসাবে শ্রীমতী এলারকারও মিঃ অ্যাবারক্রম্বি, মিঃ বোশাঁ এবং মিঃ কার্টরাইটেরই মতো ভীষণ অপরাধে অপরাধী, এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলাম। কিন্তু, হয়তো একটু অসঙ্গতভাবেই, যে সময়ে তিনি অপরাধ করেছিলেন সে সময়ে তাঁর কৃতকার্যের জন্য তাঁর নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার

করতে অস্বীকার করলাম। আমি তাঁকে ভেবে নিয়েছিলাম ডাঃ মালাকো এবং মিঃ কোয়ানটক্‌স্-এর যুগ্ম ষড়যন্ত্রের অসহায় শিকার বলেই। কিন্তু সোডম ধ্বংসের পরিকল্পনা করবার সময়ে ঈশ্বর যেমন ভেবেছিলেন, আমিও তেমনই ভাবলাম একটি মাত্র ব্যতিক্রম সমগ্র মানবজাতির রেহাই অর্জন করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

সেই ভীষণ বিষাদের সময়ে আমার মনে হতে লাগল 'ডাঃ মালাকোই দুনিয়ার রাজা, কারণ যেসব দুর্বল ব্যক্তি অসীম শক্তিমান হবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তাদের সমস্ত হীনতা, সমস্ত নিষ্ঠুরতা এবং সমস্ত নিষ্ফল ক্রোধ তাঁর ভিতরে, তাঁর হিংস্র মনে, তাঁর আবেগহীন ধ্বংসাত্মক বুদ্ধিতে, সূক্ষ্মভাবে ঘনীভূত হয়ে আছে।'

ডাঃ মালাকো দুষ্ট লোক, সত্যি, কিন্তু তাঁর শয়তানী সাফল্য লাভ করে কেন? কারণ যারা নিতান্তই ভীরু স্বভাবের দরুন সম্ভ্রান্ত জীবন যাপন করে তাদের অনেকের মনেই লুকিয়ে থাকে চমকদার পাপ করবার আশা, ক্ষমতার লোভ, ধ্বংস করবার প্রবৃত্তি। ডাঃ মালাকো জাগিয়ে তোলেন বিভিন্ন মানুষের মনের এই সুপ্ত প্রবৃত্তিগুলোকে, এই হচ্ছে তাঁর ভয়ংকরী শক্তির কারণ।

আমার মনে হল 'মানুষ জাতটাই একটা ভুল। মানুষ না থাকলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আরো মধুর, আরো সতেজ, আরো স্নিগ্ধ হত। ভোরবেলায় যখন শিশিরবিন্দুগুলি সূর্যের আলোয় হীরকখণ্ডের মতো ঝলমল করে, তখন সৌন্দর্য এবং অনির্বচনীয় পবিত্রতা বিরাজ করে প্রতিটি ঘাসের ডগায়; ভাবতেও ভয় হয় মানুষ এই সৌন্দর্য দেখছে কলুষপূর্ণ চোখ দিয়ে, যে চোখ এর যা-কিছু কমনীয়তা কলংকিত করে দিচ্ছে তাদের ঘৃণ্য এবং নির্মম দুরাকাঙ্ক্ষার কালিমা দিয়ে। আমি বুঝতে পারি না যে-ঈশ্বর এই সৌন্দর্য দেখেন, তিনি কি করে এতদিন ধরে হীনতা সহ্য করে এসেছেন সেই মানুষদেরই, যারা পাপ মুখে দম্ভ করে বলে ঈশ্বর তাদের তৈরি করেছেন নিজেরই অনুরূপ করে।'

ভাবলাম, 'হয়তো আমারই কপালে লেখা রয়েছে যে ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য নোয়া-র সময়ে আধমনাভাবে কার্যকরী করা হয়েছিল, আমাকে দিয়েই সেটা পুরোপুরিভাবে সাধিত হবে।'

পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা করে-করে আমি নানা রকম উপায়ের ইঙ্গিত পেয়েছিলাম যাতে মানবজীবনের সমাপ্তি ঘটানো যায়। এই বিভিন্ন উপায়ের একটিকে সম্পূর্ণ করাই আমার কর্তব্য, এ কথা আমি না ভেবে পারলাম না।

আমার আবিষ্কৃত উপায়গুলোর ভেতর সবচেয়ে যেটি সহজ সেটি হচ্ছে এমন একটি নতুন ধরনের কার্যকারণ পরম্পরার সৃষ্টি করা, যার ফলে সারা সমুদ্রের জল গরমে টগবগ করে ফুটিয়ে তোলা যায়। আমি একটি যন্ত্র তৈরি করলাম যার সাহায্যে, আমার মনে হল, যখন খুশি তখনই আমি এই ব্যাপারটি ঘটাতে পারব। শুধু একটি জিনিষ আমাকে নিবৃত্ত রাখল, সেটা হচ্ছে এই যে মানুষরা যখন পিপাসায় মারা যাবে, মাছেরাও তখন মারা যাবে সেদ্ধ হয়ে। মাছেদের বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ ছিল না। আমি যতদূর জানতাম, এবং অ্যাকোয়ারিয়ামে ওদের পর্যবেক্ষণ করে-করে যেটুকু বুঝেছিলাম, মাছেরা নিরীহ এবং মধুর আনন্দদায়ক প্রাণী, মাঝে-মাঝে সুন্দরও বটে, এবং একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে এরা মানুষের চাইতে অনেক বেশি দক্ষ।

একদিন কৌতুকের ছলে একজন প্রাণিতত্ত্ববিশারদ সহকর্মীকে সমুদ্রের জল ফুটানোর সম্ভাবনার কথা বললাম। হেসে বললাম এতে মাছগুলোর বড় দুরবস্থা হবে। আমার বন্ধুটিও একে কৌতুক ভেবে নিয়ে রসিক হয়ে উঠলেন।

'আমি যদি আপনি হতাম' তিনি বললেন, 'তাহলে মাছদের জন্যে মাথা ঘামাতাম না। আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি যে তাদের শয়তানী বিস্ময়কর। তারা একে অন্যকে খায়, বাচ্চাদের অবহেলা করে, এবং তাদের যৌন আচরণ এমনি ধরনের যা মানুষেরা করলে বিশপরা তাকে মহাপাপ বলে ঘোষণা করবেন। হাঙরদের মৃত্যু ঘটিয়ে আপনার অনুতপ্ত বোধ করবার কোনো কারণ আছে বলে তো আমার মনে হয় না।'

ভদ্রলোক জানলেন না, কিন্তু তাঁর তামাশা-করে-বলা এই কথা শুনেই আমার কর্তব্য স্থির হয়ে গেল। আমার মনে হল 'শুধু মানুষই যে লোভাতুর এবং নিষ্ঠুর তা নয়। জীবনের, অন্ততপক্ষে জন্তু জীবনের, ধর্মই এই, কারণ এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে গ্রাস না করে বাঁচতে পারে না। জীবন মাত্রই কু, অকল্যাণ, পাপ। এ পৃথিবী চাঁদের মতো মৃত একটি গ্রহে পরিণত হলেই সুন্দর এবং নিষ্পাপ হবে।'

খুবই গোপনে আমি কাজ শুরু করলাম। কয়েক বার বিফল হবার পর আমি একটি যন্ত্র তৈরি করলাম যা, আমার বিশ্বাস হল, প্রথমে টেম্‌স্ নদী, তারপর উত্তর সাগর, তারপর অতলান্ত ও প্রশান্ত মহাসাগর, এবং সর্বশেষে এমন কি ঠাণ্ডায় জমাট দুটি মেরু-সমুদ্রও গরমে ফুটে উঠে বাষ্প হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

আমি এলোমেলোভাবে ভাবতে লাগলাম, 'এই যখন হবে, তখন পৃথিবীও ক্রমেই বেশি গরম হয়ে উঠতে থাকবে, মানুষের পিপাসা বাড়বে, এবং সারা বিশ্বময় উন্মাদ চীৎকার করতে-করতে তারা মরবে। তখন আর পাপের অস্তিত্ব থাকবে না।'

অস্বীকার করব না আমার এই বিরাট ধ্বংসের পরিকল্পনায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিল ডাঃ মালাকোর পতন। আমি কল্পনার চোখে দেখলাম তাঁর মনে নানা রকমের অদ্ভুত-অদ্ভুত বুদ্ধি খেলছে কি করে পৃথিবীর সম্রাট হওয়া যাবে, কি করে নিজের ইচ্ছা জোর করে কার্যকরী করবেন সেই অনিচ্ছুক শিকারদের ওপর, যাদের যন্ত্রণার দৃশ্য তাঁর মনে তাদের বশ্যতা স্বীকারের মাধুর্য আরো বাড়িয়ে তুলবে। কল্পনায় আমি এই দুষ্ট লোকটির ওপর জয়লাভের গৌরব উপভোগ করলাম। অনেকে হয়তো ভাববেন সেই বিজয় অর্জিত হয়েছে তার শয়তানির চাইতেও বড় শয়তানি দিয়ে, কিন্তু সে শয়তানির দোষ খণ্ডিত হয়েছে মহৎ আবেগের নির্মল পবিত্রতায়। সমুদ্রের জল যেমন করে ফুটবে বলে আশা করছিলাম, আমার মনের ভেতর এই চিন্তাগুলিও তেমনি ফুটছিল। এমনি অবস্থায় আমি আমার যন্ত্রটি তৈরি করলাম এবং সেটি একটি ঘড়ি-যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে দিলাম। একদিন সকাল দশটার সময়ে ঘড়ি-যন্ত্রটি চালু করে দিলাম এমনভাবে যে দুপুরবেলা সমুদ্রের জল ফুটতে শুরু হবে। যন্ত্রটি চালু করে দিয়ে আমি একবার শেষ এবং চূড়ান্ত সাক্ষাৎকারের জন্য ডাঃ মালাকোর কাছে গেলাম।

ডাঃ মালাকো জানতেন তাঁর প্রতি আমার মনোভাব পুরোপুরি বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। আমাকে দেখে তিনি একটু বিস্মিত হলেন।

তিনি বললেন, 'শুভাগমন করে আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন। কারণটা জানতে পারি কি ?'

আমি বললাম, 'ডাক্তার, আপনি যেমন অনুমান করেছেন, আমি শুধু সামাজিকতার খাতিরে আসি নি। আমাকে হুইস্কি দিয়ে বা আরামদায়ক চেয়ারে বসতে দিয়ে আপনার কোনো লাভ হবে না। খোশ গল্প করতে আমি আসি নি। আমি আপনাকে বলতে এসেছি যে আপনার রাজত্ব শেষ হয়ে এসেছে, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার দুর্ভাগ্য যাদের হয়েছে তাদের মন এবং হৃদয়ের ওপর যে শয়তানী প্রভাব আপনি এতদিন চালিয়ে এসেছেন তা এখন থেকে বন্ধ হয়ে যাবে, আর সেই বন্ধ হবার কারণ হবে বুদ্ধি এবং সাহসের এমন

একটি সমন্বয়ে যা আপনার বুদ্ধি এবং সাহসের চাইতে কম নয়, কিন্তু যার উদ্দেশ্য মহত্তর। আমি, সেই দরিদ্র, অবহেলিত বৈজ্ঞানিক, যাকে আপনি গ্রাহ্যই করতেন না, আপনার দ্বারা ঘটানো ট্র্যাজেডিগুলোকে বাধা দিতে যার সমস্ত চেষ্টা এতদিন পর্যন্ত আপনার ইচ্ছামতোই ব্যর্থ হয়ে এসেছে, সেই আমি এতদিন পরে আবিষ্কার করেছি আপনার দুরাকাঙ্ক্ষাগুলোকে ব্যর্থ, বিফল করে দেবার পন্থা। একটি ঘড়ি এই মুহূর্তে আমার ল্যাবরেটরিতে টিক-টিক করে চলেছে; তাতে মধ্যদিনের বারোটা বাজলেই সঙ্গে-সঙ্গে একটি কার্যকারণ পরম্পরার শুরু হবে যা কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ করে ফেলবে এই গ্রহের ওপর সমস্ত জীবন, সেই সঙ্গে আপনারও, ডাঃ মালাকো।'

ডাঃ মালাকো বললেন, 'হায় রে হায়! এ যে রীতিমতো নাটুকে ব্যাপার। এই সাত সকালে উঠেই আপনি মদ্যপান শুরু করেছেন বলে মনে হয় না, কাজেই অনুমান করতে বাধ্য হচ্ছি আপনার মানসিক শক্তিগুলোর কোনো রকম গুরুতর বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু আপনার যদি বিষয়টাকে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়ে থাকে, তাহলে এই মৃদু বিপর্যয়টি ঘটাবার জন্য আপনি কি পরিকল্পনা করেছেন সেটি বুঝিয়ে বলুন, আমি পরমানন্দে শুনব।'

'তা বেশ, উপহাস আপনি করতে পারেন।' বললাম আমি। 'আপনার এখন এ ছাড়া আর-কিছু করবার নেই বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার উপহাস অচিরেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, এবং ধ্বংস হবার সময়ে, আপনার পরাজয়ের তিক্ততা যত তীব্রই হোক না কেন, আপনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, যে পরিণামে বিজয়গৌরব আমিই লাভ করেছি, শেষ জয় আমারই।'

'থামুন, থামুন।' একটু অধৈর্যের সঙ্গেই বললেন ডাঃ মালাকো। 'বাস্তবিকই যদি আমাদের বাঁচবার আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি থেকে থাকে, তাহলে সে সময়টা বুদ্ধিমানের মতো কথাবার্তায় কাটানোই ভালো নয় কি? আপনার পরিকল্পনাটি আমায় বলুন, শুনে ভেবে দেখি সে সম্বন্ধে আমার কি অভিমত। স্বীকার করছি এখন পর্যন্ত আমি খুব বেশি আতংকিত হই নি। বরাবরই আপনি সব কাজে তালগোল পাকিয়ে ফেলে ব্যর্থ হন। মিঃ অ্যাবারক্রম্বি, মিঃ বোশাঁ, মিঃ কার্টরাইট অথবা শ্রীমতী এলার-কারের জন্য আপনি কি করতে পেরেছিলেন? আপনার সহায়তা পেয়ে তাদের কি অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয়েছে, আর আপনার শত্রুতার ফলে কি মানবজাতির অবস্থার কিছুমাত্র অবনতি ঘটবে? যাক গে, আপনার পরিকল্পনাটি

বলুন। হতে পারে কয়েক বার বিফল হয়ে আপনার বুদ্ধি ধারালো হয়েছে, যদিও সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

এ আমন্ত্রণ আমি এড়াতে পারলাম না। আমার আবিষ্কারে আমার আস্থা ছিল; আমার জেদ চেপে গেল এই গর্বোদ্ধত ডাক্তারকেই হাস্যাস্পদ বানিয়ে ছাড়ব। বিজ্ঞানের যে নীতিটি আমি কাজে লাগিয়েছিলাম সেটি সরল, আর ডাক্তারের বুদ্ধিও ছিল সূক্ষ্ম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি আমার অবলম্বিত বৈজ্ঞানিক নীতি এবং তার প্রয়োগপদ্ধতি বুঝে ফেললেন। কিন্তু হায়, তার ফল আমি যেমনটি আশা করেছিলাম তেমনটি হল না।

ডাঃ মালাকো বললেন, 'হায় বেচারা! যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হয়েছে। একটা ছোট্ট বিষয় আপনি খেয়াল করেন নি, যার ফলে আপনার যন্ত্রটি নিশ্চয়ই কাজ করবে না। বারোটা যখন বাজবে তখন আপনার ঘড়িটি বিস্ফোরণের ফলে ফেটে চৌচির হবে, আর সমুদ্র যেমন ঠাণ্ডা ছিল তেমনি ঠাণ্ডাই থাকবে।'

অল্প কয়েকটি কথায় তিনি তাঁর উক্তির সত্যতা বুঝিয়ে দিলেন। আমি একেবারে চুপ্‌সে গেলাম এবং অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে প্রস্থানের উদ্যোগ করলাম।

তিনি বললেন, 'সবুর করুন। সবই গেছে এমন ভাববেন না। এ পর্যন্ত আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধতাই করেছি, কিন্তু আপনি যদি আমার সাহায্য নিতে রাজি হন, তাহলে আপনার অদ্ভুত আশাগুলোর কিছু-কিছু হয়তো সফল করে তোলা যেতে পারে। আপনি যখন কথা কইছিলেন তখন আমি শুধু আপনার যন্ত্রের ত্রুটিটুকুই লক্ষ্য করি নি, সঙ্গে-সঙ্গে সেটি সারাবার একটি উপায়ও ভেবে রেখেছিলাম। আপনার যন্ত্র যে কাজ করবে বলে আপনি ভেবেছিলেন, সে কাজটিই করবে এমন একটি যন্ত্র তৈরি করা আমার পক্ষে এখন কঠিন হবে না। আপনি বড় আশা করে ভেবেছিলেন পৃথিবীর ধ্বংস আমার দুঃখের কারণ হবে। আপনি কিছুই জানেন না। এ পর্যন্ত আপনি শুধু আমার মনের বাইরের দিকটাই দেখেছেন। কিন্তু আমাদের দু জনের ভেতর যে একটা অদ্ভুত রকমের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে, তার দরুনই আপনাকে আমি এই সম্মানটা দেব যে আপনাকে বিশ্বাস করে আরো কিছু কথা বলব।

'আপনি ভেবেছেন আমি অর্থ, ক্ষমতা এবং গৌরব চেয়েছিলাম নিজের জন্য। আসলে তা নয়। সর্বদাই নিরাসক্ত, নিস্পৃহ আমি, কখনো নিজের জন্য কিছু করি না, সর্বদাই এমন লক্ষ্যের দিকে ছুটি যা ব্যক্তিনিরপেক্ষ এবং বস্তু-নিরপেক্ষ। আপনার এক অদ্ভুত ধারণাবশতঃ আপনি মানুষ জাতটাকে ঘৃণা

করেন। কিন্তু আপনার সারা দেহে যতখানি ঘৃণা, তার চাইতে হাজার গুণ বেশি ঘৃণা আছে আমার এই কড়ে আঙুলে। আমার ভেতরে যে ঘৃণার আগুন জ্বলছে তা আপনাকে এক মুহূর্তে ছাই করে ফেলতে পারে। আমার ঘৃণার মতো ঘৃণা পোষণ করবার মতো শক্তি, সহিষ্ণুতা, ইচ্ছাশক্তি আপনার নেই। আপনার কৃপায় এখন যা জানলাম, সেই বিশ্বব্যাপী সর্বগ্রাসী মৃত্যু ঘটাবার উপায়টি যদি আগে জানতাম তাহলে আপনি কি মনে করেন আমি ইতস্তত করতাম? বরাবরই আমার লক্ষ্য ছিল মৃত্যু। যেসব হতভাগ্যদের ওপর আপনার বোকার মতো দরদ উথলে উঠেছিল, তাদের ওপর আমি শুধু হাত মক্‌শ করছিলাম মাত্র। বৃহত্তর লক্ষ্য সর্বদাই থাকত আমার সামনে। কখনো কি আপনার মনে প্রশ্ন জেগেছে কেন আমি মিঃ কোয়ান্‌টক্‌স্‌কে তাঁর বিজয়গৌরবের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছি? আপনি কি জানেন (নিশ্চিত জানি আপনি জানেন না) যে আমি একই রকম সাহায্য দিচ্ছি তার শত্রুদেরও, যাঁরা তাঁর এবং তাঁর বন্ধুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবার জন্য ধ্বংসকারী যন্ত্রের নানা পরিকল্পনা তৈরি করছেন? আপনি বুঝতে পারেন নি (অমন সংকীর্ণ কল্পনাশক্তি নিয়ে কি করেই বা পারবেন?) আমার জীবনের মূলমন্ত্রই হচ্ছে প্রতিহিংসা, কোনো ব্যক্তি বিশেষের ওপর নয় দুর্ভাগ্যবশত আমি নিজেই যে জাতির অন্তর্গত, সমগ্রভাবে সেই মানুষ জাতির ওপর।

'জীবনের গোড়ার দিকেই এই উদ্দেশ্যটা আমার মাথায় এসেছিল। আমার বাবা ছিলেন রাশিয়ার এক ছোটখাট র‍্যাজ্যের রাজা, আমার মা ছিলেন লণ্ডন শহরে একটি পান্থনিবাসের পরিচারিকা। আমার জন্মের আগেই বাবা মাকে ফেলে পালান, এবং নিউ ইয়র্ক শহরের একটি রেস্তোরাঁয় ওয়েটার বা পরিবেশকের চাকরি নেন। এখন তিনি বোধ করি সিং সিং কারাগারের আতিথ্য উপভোগ করছেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নেই, এবং এ খবরটা সত্য কিনা সেটা যাচাই করবার কষ্টও আমি স্বীকার করি নি। বাবা মাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবার পর মা মদ্য পান করে দুঃখ ভুলে থাকতে চাইতেন। সারা শৈশব জুড়ে আমি সর্বদাই ক্ষুধার্ত থাকতাম। যখনই একটু হাঁটতে শিখলাম তখন থেকেই শিখলাম নোংরার স্তূপ ঘেঁটে রুটির টুকরো, আলুর ছাড়ানো খোসা প্রভৃতি ক্ষুধা নিবৃত্তি করার মতো যাকিছু পাওয়া যায় খুঁজে বেড়াতে। আমার মা আমার এ ধরনের ঘুরে বেড়ানোতে আপত্তি করতেন, এবং মনে থাকলেই পানশালায় যাবার সময়ে আমাকে তালা বন্ধ করে রেখে

যেতেন। যখন মদে চুর হয়ে ফিরে আসতেন তখন আমাকে মেরে-মেরে রক্ত বার করে দিতেন, তারপর আমার কান্না থামাবার জন্যে আঘাতের চোটে আমায় অজ্ঞান করে ফেলতেন। আমার বয়স যখন বছর ছয়েক, তখন একদিন মাতাল হয়ে মা আমাকে রাস্তা দিয়ে টানতে-টানতে নিয়ে চললেন। যেমনি মা আমাকে এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করলেন অমনি আমি মার এড়াবার জন্য একদিকে ঝুঁকে পড়লাম। মা টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন রাস্তার উপর, আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা চলন্ত লরি এসে তাঁকে পিষে মেরে ফেলল।

'এমনি সময় একজন মানব-হিতৈষিণী মহিলা সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমায় একা এবং অসহায় দেখে আমার উপর তাঁর মায়া হল। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন, স্নান করালেন, খাইয়ে দিলেন। বহু দুঃখের শান পড়ে-পড়ে আমার বুদ্ধি বেশ ধারাল হয়ে উঠেছিল, আমি আমার বুদ্ধি খাটিয়ে যদ্দুর সম্ভব তাঁর দরদ জাগাবার চেষ্টা করলাম। এ ব্যাপারে আমি পুরোপুরি সফল হয়েছিলাম। আমি যে ছোট্ট একটি ভালো ছেলে, সে বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ রইল না। তিনি আমাকে সন্তানরূপে গ্রহণ করলেন, আমায় শিক্ষিত করে তুললেন। এইসব উপকারের বিনিময়েই আমি তাঁর চাপানো প্রার্থনা, গীর্জায় যাওয়া, ধর্ম-উপদেশ প্রভৃতি নানা রকমের উৎপাত সইতাম। এ ছাড়া তাঁর একটা মিনমিনে ন্যাকা নরম ভাব ছিল যে আমার মাঝে-মাঝে ইচ্ছা হত খুব তেতো আর কড়া কথা শুনিয়ে ভদ্রমহিলার অর্থহীন আশাবাদকে নস্যাৎ করে দিতে। কিন্তু এইসব প্রবৃত্তিগুলিই আমি চেপে রেখেছিলাম। তাঁকে খুশি করবার জন্য আমি হাঁটু গেড়ে বসে আমার সৃষ্টিকর্তার খোশামুদি করতাম, যদিও আমাকে সৃষ্টি করে তাঁর কি গৌরব বেড়েছে তা বুঝতে পারতাম না। ভদ্রলহিলাকে খুশি করবার জন্যই মনে কৃতজ্ঞতা এতটুকুও অনুভব না করেও বাইরে কৃতজ্ঞতার ভান করতাম, এবং তাঁর কাছে সর্বদাই 'ভালো' হয়ে থাকতাম। শেষকালে আমার যখন একুশ বছর বয়স হল তখন তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে উইল করে দিলেন। এরপর, বোধ-হয় বুঝতেই পারছেন, তিনি আর বেশি দিন বাঁচলেন না।

'তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আমার বৈষয়িক অবস্থা ভালোই থেকেছে, কিন্তু আমার সেই আগেকার বছরগুলোর কথা আমি এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারি না—আমার মায়ের নিষ্ঠুরতা, প্রতিবেশীদের হৃদয়হীনতা, ক্ষুধার যন্ত্রণা,

বন্ধুহীন অবস্থা, নিরাশার ঘন অন্ধকার, এই সবই, আমার সৌভাগ্য শুরু হবার পরও আমার সমগ্র জীবনকে আচ্ছন্ন করে রইল। পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ রইল না, একজনও নয়, যাকে আমি ঘৃণা না করি। এমন কেউ নেই, একজনও নয়, যাকে আমি চরম যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখতে না চাই। আপনি আমাকে দেখাতে চেয়েছেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তৃষ্ণায় উন্মাদ হয়ে ব্যর্থ আক্রোশের যন্ত্রণায় ছটফট করে মরছে। আহা, কি মনোরম দৃশ্য! আমার কৃতজ্ঞতাবোধ করবার এতটুকু ক্ষমতা থাকলে আমি এখন আপনার প্রতি খানিকটা কৃতজ্ঞ হতাম; আপনাকে প্রায় বন্ধু বলেই ভাববার লোভ হত। কিন্তু বয়স ছ বছর হবার আগেই ঐ ধরনের অনুভূতির ক্ষমতা আমার নিঃশেষ হয়ে গেছে। আপনি আমার পক্ষে খানিকটা সুবিধাজনক, এ কথা স্বীকার করব; কিন্তু ঐটুকুই, তার বেশী নয়।

'আপনি বাড়ি যাবেন, গিয়ে দেখবেন আপনার সেই অপদার্থ যন্ত্রটি ফেটে চৌচির হবে অন্য কোনো কিছুর ক্ষতি না করেই। আপনি জানতে পারবেন যে যার ওপর আপনি জয়লাভ করবেন ভেবেছিলেন, যাকে নিতান্তই খামখেয়ালী এবং বেয়াড়াভাবে আপনি নিজের চাইতে নিকৃষ্টতর বলে মনে করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সেই আমিই লাভ করতে চলেছি সেই চরম বিজয় যা আপনি নিজের জন্য ধরে রেখেছিলেন। আমার পরিকল্পনায় বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, বরং আমার চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য যে আর-একটিমাত্র জিনিষের অভাব ছিল আপনি ঠিক সেই জিনিষটিই আমাকে যুগিয়ে দিয়েছেন। আপনি যখন তৃষ্ণায় মরতে থাকবেন তখন ভাববেন না আমিও আপনারই মতো যন্ত্রণা ভোগ করব। অমোঘ যন্ত্রটি চালু করে দিয়ে আমি বিনা যন্ত্রণায় মরে যাব। কিন্তু আপনি টিঁকে থাকবেন কয়েক ঘণ্টা, ছটফট করবেন দুরন্ত যন্ত্রণায়, আর জানবেন যে আমার শেষ মুহূর্তগুলিতে আমি আনন্দ উপভোগ করে গেছি আপনার যন্ত্রণা কল্পনা করে।'

কিন্তু তিনি যখন কথা বলছিলেন তখন আমার মনে সহসা একটা ঘৃণার উদয় হল। লোকটি যে পাপিষ্ঠ, সে বিষয়ে আমার বিশ্বাস ছিল গভীর। তিনি যখন পৃথিবী ধ্বংস করতে চান তখন, আমার মনে হল, পৃথিবী ধ্বংস করাটা পাপ। আমি যখন ভেবেছিলাম পৃথিবীটাকে ধ্বংস করব, তখন স্বপ্ন দেখেছিলাম মালিন্য দূর করবার ক্ষমতার। যখন ভাবলাম পৃথিবী ধ্বংস করবেন ইনি, তখন চোখের সামনে ভেসে উঠল দানবিক ঘৃণার ছবি। ইনি বিজয়ী

হবেন, এ আমি কিছুতেই হতে দিতে রাজি ছিলাম না। যে পৃথিবীকে আমি ঘৃণা করেই এসেছিলাম, তাঁর কথা শুনতে-শুনতে সেই পৃথিবীকেই আমার সুন্দর মনে হতে লাগল। মানুষের প্রতি যে ঘৃণা তাঁর কাছে ছিল নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো, আমার মনে হল আমার কাছে সেটা ছিল একটা সাময়িক পাগলামি মাত্র। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম তিনি যতোই দাম্ভিক উক্তি করুন না কেন তাঁকে আমার পরাজিত করতেই হবে। এক মুহূর্তের জন্য তিনি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বললেন :

'কতগুলো বাড়ী এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! আজ থেকে মাত্র কয়েক দিন বাদে ওদের প্রত্যেকটি বাড়ির ভেতর থেকে লোক পাগলের মতো চিৎকার করতে-করতে ছুটে বেরিয়ে আসবে। আমি তো দেখব না, কিন্তু মরবার সময়ে আমার মনের চোখে এই মনোরম দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হবে।'

তিনি যখন এ কথা বলছিলেন তখন তাঁর পিঠ ছিলো আমার দিকে। আক্রমণ আশংকা করে আমি আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে একটি রিভলভার এনেছিলাম। চট্‌ করে আমি সেটি বার করে ফেললাম।

বললাম 'না! তা কখনোই হবে না।'

ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি করে তিনি ফিরে তাকালেন, আমি সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে গুলি করে হত্যা করলাম। আমি প্রথমে রিভলভারটিকে মুছে ফেললাম, তারপর হাতে দস্তানা পরে রিভলভারটি তাঁর পাশে তাঁর আঙুল দিয়ে জড়িয়ে রেখে দিলাম। তাড়াতাড়ি তাঁর টাইপরাইটারে একখানা চিঠি টাইপ করলাম যাতে তিনি লিখেছেন তিনি আত্মহত্যা করেছেন। চিঠিতে তাঁর জবানিতে লিখলাম :

'আমি নিজেকে দৃঢ়চেতা ব্যক্তি বলে ভাবতাম। দেখছি আমি তা নই। পাপ করেছি, অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ হচ্ছি। আমার সর্বশেষ পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হবার মুখে, আমার সম্মুখে নিদারুণ অপমান আর চূড়ান্ত সর্বনাশ। আমি এ অবস্থার সম্মুখীন হতে পারব না, তাই আত্মহত্যা করছি।'

তারপর আমি বাড়ি ফিরে গেলাম, এবং অকারণ বিস্ফোরণ থেকে বাঁচাবার জন্য আমার অকেজো যন্ত্রটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম ঠিক সময় মতো।

সাত

ডাঃ মালাকোকে হত্যা করার পর কিছুদিন আমি সুখী এবং নিশ্চিন্ত রইলাম। আমার মনে হল এতদিন তাঁর ভেতর থেকেই এক রকম বিষাক্ত বাষ্প বেরিয়ে এসে তাঁর আশে পাশের সমগ্র এলাকাটিকে অপরাধ, পাগলামি এবং দুর্ঘটনায় ভরিয়ে রেখেছিল ; এখন তিনি বিগত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত আনন্দে থেকে নিজের কাজে উন্নতি করতে পারব, শান্তিতে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোও বজায় রাখতে পারব। কয়েক মাস আমার বেশ স্নিগ্ধ, নিরুপদ্রব এবং যথেষ্ট পরিমাণে ঘুম হল। ডাঃ মালাকোর সেই পিতলের নাম-ফলকটি চোখে পড়বার পর অনেক দিন যা হয় নি। মাঝে-মাঝে অবশ্য মনে পড়ত শ্রীমতী এলারকার বাস করছেন পাগলদের মধ্যে একা, বিষণ্ণ, অসহায়। কিন্তু ভাবলাম তাঁর জন্য আমি যা-কিছু করা সম্ভব করেছি, তাঁর জন্য আর মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই। আমি সংকল্প করলাম তাঁর চিন্তাকে আর কখনোই মনে ঠাঁই দেব না।

একজন মনোহারিণী বুদ্ধিমতী মহিলার সঙ্গে আবার দেখা হল, তাঁর প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হল মনোবিকলনের জটিলতর বিষয়গুলিতে তাঁর গভীর জ্ঞান দেখে। আমি ভাবলাম এই তো এমন একজনকে পেয়েছি যিনি, ভগবান না করুন, কখনো প্রয়েজন হলে যে অদ্ভুত দুষ্ট চক্রের মধ্য দিয়ে আমাকে আসতে হয়েছে, বিশ্লেষণ করে তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন। অনতিদীর্ঘ পূর্বরাগের পর আমি এই মহিলাকে বিবাহ করে ভাবলাম সুখী হয়েছি। কিন্তু তবু মাঝে-মাঝে অদ্ভুত অস্বস্তিকর চিন্তা আমার মনের ভেতর এসে ভিড় করত, দৈনন্দিন সাধারণ কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ আমার মুখের ওপর খেলে যেত একটা আতংকের ভাব।

আমার স্ত্রী বলে উঠতেন, 'ওকি ? তুমি যেন কি এক বিভীষিকা দেখলে মনে হল। আমাকে খুলে বললেই বোধহয় ভালো বোধ করবে।'

আমি বলতাম, 'না, ও কিছু নয়। পুরোনো একটি বিরক্তিকর স্মৃতি মনে পড়ে হঠাৎ আমার পরিকল্পনায় একটু ব্যাঘাত ঘটাল।'

কিন্তু আমি আতংকের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম এই অস্বস্তিকর চিন্তাগুলো ক্রমেই আরো বেশি ঘন-ঘন এবং আরো বেশি জীবন্ত হয়ে আসছে। কল্পনায়

দেখতাম যেন ডাঃ মালাকোর জীবনের শেষ ঘণ্টায় যে কথোপকথন তাঁর সঙ্গে হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে তাই চালিয়ে যাচ্ছি। মুহূর্তের জন্য তাঁর শান্ত ঘৃণাভরা মুখটি সুস্পষ্ট হয়ে যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত, আমার মনে হত যেন শুনছি তাঁর গম্ভীর অবজ্ঞাপূর্ণ কণ্ঠস্বর : 'আপনি ভাবেন আমি হেরে গেছি, তাই না ?' পড়ার ঘরে যখন আমি একা বসে থাকতাম তখন এরকম হলে আমি চীৎকার করে বলতাম 'হ্যাঁ, তাই ভাবি। জাহান্নামে যান।' একবার যখন এইভাবে চীৎকার করছি, এমনি সময়ে দরজা দিয়ে ঢুকে আমার স্ত্রী অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকালেন।

ক্রমে আমি আরো ঘন-ঘন তাঁর কল্পিত উপস্থিতি অনুভব করতে লাগলাম। মনে হত তিনি যেন বলছেন, 'শ্রীমতী এলারকারের বিশেষ কিছু উপকার করতে পারেন নি আপনি। পেরেছেন কি ?' যেন কানের সামনে মুখ এনে ফিস-ফিস করে বলছেন, 'আপনি ভেবেছেন আপনার পাগলামি সেরে গেছে, তাই না ?' আমার কাজের ক্ষতি হতে লাগল, কারণ যখনই আমি একা থাকতাম তখনই তাঁর কতকগুলো সম্ভাব্য উক্তিকে কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারতাম না, ঘুরে ফিরে মনে হত যেন তাঁর কণ্ঠে শুনছি : 'পৃথিবী ধ্বংস করবেন, আরো কত কি করবেন, কত খাসা মতলব তো করেছিলেন। এখন একবার তাকিয়ে দেখুন আপনি কি। মর্টলেকের একজন অতি সাদাসিধে সভ্যভব্য ভালোমানুষ। সত্যিই কি ভাবেন তুচ্ছ একটা রিভলভারের সাহায্যে আপনি আমার ক্ষমতা আর প্রভাব এড়িয়ে যাবেন ? আপনি কি জানেন না আমার শক্তি হচ্ছে আত্মিক, আপনার নিজের ভেতরে যে দুর্বলতা তারই ওপর এই শক্তি অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ? আমাদের যে শেষ কথাবার্তা হয়েছিল তাতে আপনি নিজে যে মানুষ বলে ভান করেছিলেন তার অর্ধেকও যদি আপনি হতেন তাহলে আপনি যা করেছেন তার জন্য প্রকাশ্যে অপরাধ স্বীকার করতেন। অপরাধ স্বীকারই বা বলি কেন, গর্ব করতেন বুক ফুলিয়ে। পৃথিবীর মানুষকে আপনি বুঝিয়ে দিতেন কি দানবের হাত থেকে আপনি পৃথিবীকে রক্ষা করেছেন। আপনি গর্ব করে বলতেন আপনি একজন বীরপুরুষ, আমার এই এক ব্যক্তির ভেতরে পাপ এবং অকল্যাণের যে শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, আপনি একটিমাত্র সংঘর্ষে তাকে পরাজিত করেছেন। আপনি কি তেমন কিছু করেছেন ? করেন নি। তার বদলে আপনি একটা অকেজো, মিথ্যা ভান-করা স্বীকারপত্র ফেলে এসেছিলেন, তাতে অত্যন্ত ঘৃণ্য দুর্বলতা আরোপ

করেছিলেন সেই আমারই চরিত্রে, সমগ্র মানবজাতির ভেতর একমাত্র যার কাছাকাছিও দুর্বলতা কখনো ঘেঁষে নি! আপনি কি ভাবেন আপনার এ অপরাধের কোনো ক্ষমা আছে? আপনি যদি আপনার কৃত কার্যের জন্য গর্ব প্রকাশ করে বেড়াতেন, তাহলে হয়তো বা ভাবতে পারতাম আপনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার অযোগ্য নন। কিন্তু আপনার এই তুচ্ছ, মিনমিনে বিবাহিত জীবনে আপনি আমার এমন ঘৃণার পাত্র হয়েছেন, যে আমি মৃত হলেও আপাকে দেখিয়ে দেব আপনাকে ধ্বংস করবার ক্ষমতা আমার আছে।'

তিনি এই বলছেন বলে আমি কল্পনা করে নিলাম। প্রথম-প্রথম আমি জানতাম এ আমার কল্পনা, কিন্তু যতই সময় যেতে লাগল ততই আমি বেশি করে অনুভব করতে লাগলাম তাঁর প্রেতাত্মা কল্পনা নয়, বাস্তব। এমন কি মাঝে-মাঝে আমি যেন দেখতাম তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর নিখুঁত কালো পোষাকে, তাঁর মাথার চুলগুলো মোলায়েম, তেল-চক্‌চকে। একবার খেপে উঠে আমি সোজা তাঁর ছায়ামূর্তির মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম, সেটা যে ছায়ামূর্তি মাত্র এইটে নিজেকে নিঃসংশয়ে বোঝাবার জন্যে; যে ভীষণ মুহূর্তে আমার দেহ সেই ছায়ামূর্তির স্পর্শ পেল, সঙ্গে-সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস অনুভব করে আমি চিৎকার করে মূর্ছিত হয়ে পড়লাম। আমাকে পাণ্ডুর মুখে থর-থর করে কাঁপতে দেখে চিন্তিত হয়ে আমার স্ত্রী প্রশ্ন করলেন আমার কি হয়েছে। আমি বললাম নদীর ওপরকার কুয়াসা লেগেই একটু কম্পজ্বরের ভাব দেখা দিয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারলাম তাঁর সন্দেহ হচ্ছে এই ব্যাখ্যাই সব নয়। ডাঃ মালাকোর প্রেতাত্মা যখন তাঁর মৃত্যুতে আমার যে অংশ ছিল সেটা গোপন করে যাওয়ার জন্য আমাকে বিদ্রূপ করতে লাগলেন, তখন আমি ভাবতে শুরু করলাম হয়তো সবকিছু স্বীকার করলে আমাকে তিনি রেহাই দেবেন।

আমি যেভাবে তাঁকে গুলি করে হত্যা করেছিলাম, স্বপ্নে সেই দৃশ্যেরই আমি পুনরভিনয় করতে লাগলাম, কিন্তু স্বপ্নে শেষটা একটু অন্যরকম হল, অর্থাৎ তাঁর মৃতদেহটাই আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে, এ অবস্থায় আমি জানালাটা খুলে দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলাম, 'উঠে আসুন, উঠে আসুন, মর্টলেকের বাসিন্দা সবাই। দেখে যান মৃত দানব, যাকে বীরের মতো আমিই হত্যা করেছি।' দৃশ্যটি আমার স্বপ্নে এইভাবে শেষ হত। কিন্তু জেগে উঠেই শুনতে পেতাম সেই প্রেতাত্মার গভীর

অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তি : 'হা-হা! কিন্তু আসলে তো আপনি এমনটি করেন নি। করেছিলেন কি?'

আমার এই নিদারুণ যন্ত্রণা ক্রমে বেড়েই চলল, প্রেতাত্মার আবির্ভাব আরো ঘন-ঘন হতে লাগল। গত রাত্রে সবকিছু পৌঁছেছিল চরম সীমায়। আগেকার চাইতে আরো বেশি জোরালো স্বপ্ন দেখে আমি জেগে উঠলাম চিৎকার করে : 'হ্যাঁ, আমি করেছি। আমিই করেছি।'

আমার চিৎকারে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে আমার স্ত্রী প্রশ্ন করলেন 'কি করেছ তুমি?'

আমি বললাম, 'ডাক্তার মালাকোকে হত্যা করেছি। তুমি হয়তো ভেবেছ তুমি একজন সাধারণ বৈজ্ঞানিক কর্মীকে বিয়ে করেছ, কিন্তু তা নয়। তুমি বিয়ে করেছ এমন একজন মানুষকে যে অসামান্য সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে—মর্টলেকের অন্য কোনো বাসিন্দার যা নেই—এক নির্মম দানবকে শেষ করে ফেলেছে। ডাঃ মালাকোকে আমি হত্যা করেছি, এবং সে জন্য আমি গর্বিত।'

আমার স্ত্রী বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে। এবার ফের ঘুমিয়ে পড়ো।' আমি উত্তেজিত হয়ে দাপাদাপি শুরু করলাম, কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। আমি দেখলাম আমার স্ত্রীর অন্যান্য অনুভূতির চাইতে ভয়টাই বেশি প্রবল হয়েছে। ভোর হতেই শুনলাম তিনি টেলিফোনে কথা বলছেন।

এখন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমি আমাদের বাড়ির দরজায় দেখছি দু জন পুলিশের লোক, আর-একজন বিখ্যাত মানসিক ব্যাধির চিকিৎসক। আমি দেখছি যে দুর্ভাগ্য থেকে শ্রীমতী এলারকাকে আমি রক্ষা করতে পারি নি, সেই দুর্ভাগ্যই আমার দিকেও এগিয়ে আসছে। আমার সামনে আমি আর কিছুই দেখছি না, শুধু নিঃসঙ্গতা আর ভ্রান্তিতে ভরা দীর্ঘ, ক্লান্তিকর বছরের পর বছর। আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে শুধু একটি ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি, যেসব পুরুষ এবং মেয়ে উন্মাদের আচরণ কিছুটা ভদ্র, বছরে একবার করে তাদের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের আওতায় নাচের আসরে মিলিত হতে দেওয়া হয়। বছরে একবার আমার দেখা হবে শ্রীমতী এলারকারের সঙ্গে, যাঁকে ভুলতে চেষ্টা করা আমার কখনোই উচিত হয় নি। আর, যখন আমাদের দেখা হবে, তখন দু জনে মিলে অবাক হয়ে ভাবব দু জনের বেশি প্রকৃতিস্থ লোক পৃথিবীতে কখনো থাকবে কিনা।

কুমারী এক্‌স্‌-এর অগ্নিপরীক্ষা

এক

সাম্প্রতি বন্ধুবর প্রফেসর এন-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ডেনমার্কে প্রাক্‌-কেলটিক অলংকরণ শিল্পসম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধটি পাঠ করে মনে কয়েকটা প্রশ্ন জেগেছিল, সেই সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে একটু আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। গিয়ে দেখলাম তিনি তাঁর পড়ার ঘরে আছেন, কিন্তু সাধারণত তাঁর মুখে যে প্রসন্ন এবং বুদ্ধিদীপ্ত ভাব দেখা যায়, তার জায়গায় কেমন যেন একটা অদ্ভুত বিহ্বলতার ভাব দেখতে পেলাম। যে বইগুলো চেয়ারের হাতলের ওপর থাকবার কথা, এবং যেসব বই তিনি পড়ছেন বলে ভাবছিলেন, সেগুলো দেখলাম মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। যে চশমা তিনি ভাবছিলেন তাঁর নাকের ওপর রয়েছে, দেখলাম তা অলসভাবে পড়ে আছে টেবিলের ওপর। তাঁর মুখের পাইপটা তামাকের পাত্রের ওপর পড়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল, দেখলাম সেটা যে যথাস্থানে অর্থাৎ তাঁর মুখে নেই, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অচেতন। তাঁর মৃদু এবং একটু বোকা-বোকা ধরনের বিশ্বপ্রেমিক ভাব এবং স্বভাবসিদ্ধ প্রশান্ত দৃষ্টিও যেন কি করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তাঁর চেহারায় ছাপ পড়ে গিয়েছিল একটা আতংকিত, বিহ্বল, হতবুদ্ধি ভাবের।

আমি বললাম, 'কি আশ্চর্য! হয়েছে কি বলুন তো!'

তিনি বললেন 'আর বলেন কেন? ব্যাপারটা হয়েছে আমার সেক্রেটারি কুমারী এক্‌স্‌কে নিয়ে। আমি দেখে আসছি সে বেশ স্থিরবুদ্ধি, কাজে দক্ষ, ঠাণ্ডা মেজাজ; আর যৌবনে যেসব আবেগ অনেক ক্ষেত্রেই বুদ্ধিভ্রংশ ঘটায় তা থেকে সে মুক্ত। কিন্তু কুক্ষণে তাকে অলংকরণ শিল্পসম্পর্কীয় কাজ থেকে এক পক্ষকালের ছুটি নিতে দিলাম, আর তার চাইতে আরো বেশি কুক্ষণে সে ঠিক করল এই ছুটির পক্ষটা সে কর্সিকায় কাটিয়ে আসবে। যখন সে ফিরে এল তখন তাকে দেখেই বুঝলাম কিছু একটা ঘটেছে। আমি তাকে

শুধালাম, 'কর্‌সিকায় তুমি কি করে এলে?' সে বলল, 'অই তো! কি করে এলাম?'

দুই

সেক্রেটারি সে সময়ে সে ঘরে ছিলেন না; আমি আশা করলাম প্রফেসর এন তাঁর দুর্ভাগ্যের ব্যাপারটা আরেকটু খুলে বলবেন। কিন্তু আমাকে নিরাশ হতে হল। তিনি আমাকে বললেন কুমারী এক্‌স্‌-এর মুখ থেকে আর-একটি কথাও বার করতে পারেন নি; কর্সিকার কথা মনে করবার সঙ্গে-সঙ্গেই কুমারী এক্‌স্‌-এর চোখে গভীর আতংকের ভাব দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার চাইতে স্পষ্টতর কিছুই আবিষ্কার করা যায় নি।

আমি যতদূর জানতাম, বেচারা মেয়েটি বরাবরই খুব কাজের এবং বিবেক-সম্পন্না। যে ভীষণ বোঝা তাঁর মনের ওপর চেপে বসে তাঁকে অমন বিষণ্ণ করে রেখেছে, তা থেকে তাঁকে কোনোরকমে রেহাই দেওয়া যায় কিনা সে চেষ্টা করা আমি কর্তব্য বলে মনে করলাম। আমার তখন মনে পড়ল শ্রীমতী মেনহেনেট নাম্নী এক স্থূলকায়া মধ্যবয়সী মহিলার কথা। তাঁর নাতিনাতনীদের মুখে শুনেছিলাম এককালে নাকি রূপসী বলে তাঁর একটু নাম ছিল। আমি জানতাম তিনি কর্সিকায় একজন দস্যুর নাতনী। সেই দস্যুটি কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে—যে ধরনের মুহূর্ত সেই মহা গোলমেলে দ্বীপে খুব ঘন-ঘন আসত—একটি অতি সম্ভ্রান্ত তরুণী মহিলার ওপর অত্যাচার করেছিলেন, যার ফলে উপযুক্ত সময়ের ব্যবধানে ভদ্রমহিলা একটি শিশু প্রসব করেছিলেন। সেই শিশুটিই মহাভয়ংকর শ্রীগরম্যান।

শ্রীগরম্যানকে কাজের জন্যে শহরে যেতে হয়েছিল, কিন্তু যে ধরনের কার্য-কলাপ থেকে তাঁর নিজের জন্ম হয়েছিল, তিনিও সেখানে তাই করতেন। বিখ্যাত পুঁজিপতিরা তাঁর চেহারা দেখলেই কম্পমান হতেন। সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নিষ্কলংক খ্যাতিমান ব্যাংকাররাও কারাগারের ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখতেন। যেসব সওদাগর জমকালো প্রাচ্য দেশ থেকে ঐশ্বর্য আমদানী করতেন, শেষরাত্রে শুল্ক-বিভাগের কর্মচারিদের কথা ভেবে তাঁদের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যেত। এই ধরনের বিপদ-আপদগুলোর মূলে যে হিংস্র-চরিত্র শ্রীগরম্যানেরই কারসাজি, সে কথা সবাই বেশ ভালোরকম জানতেন।

এহেন শ্রীগরম্যানের কন্যা শ্রীমতী মেনহেনেট তাঁর পিতামহের দেশে কোনো অদ্ভুত এবং অসাধারণ উপদ্রব ঘটে থাকলে নিশ্চয়ই তার খবর পেয়েছেন, এই ভেবে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করলাম। সে প্রার্থনা তিনি বেশ সদয়ভাবেই মঞ্জুর করলেন। নভেম্বর মাসের এক অন্ধকার বিকেলবেলা চারটার সময় আমি তাঁর চায়ের টেবিলে হাজির হলাম।

'এবার বলুন কি হেতু আপনার আগমন', বললেন তিনি। 'আমার রূপের আকর্ষণে এসেছেন, এমন কথা বলবেন না। ওরকম ভানের সময় পার হয়ে গেছে। দশ বছর আগে অমন কথা বললে সেটা সত্যি হত ; তার পরের দশ বছর ওকথা আমি বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এখন সেকথা সত্যিও নয়, আমি বিশ্বাসও করি না। অন্য কোনো উদ্দেশ্য আপনাকে এখানে এনেছে, সেই উদ্দেশ্যটা কি তাই জানতে গভীর আগ্রহ বোধ করছি।'

এভাবে অগ্রসর হওয়াটা আমার রুচির পক্ষে বড়ো বেশি দ্রুত এবং সোজা-সুজি মনে হল। আমি সোজা রাস্তায় না এসে নানাভাবে ঘুরে ফিরে তারপর আমার বিষয়ে পৌছতে আনন্দ পাই। আমি পছন্দ করি আমার লক্ষ্য থেকে বেশ কিছু দূরে কোনো বিন্দু থেকে শুরু করতে, অথবা কখনো কখনো যদি আমার শেষ লক্ষ্যের কাছাকাছি কোথাও থেকে শুরু করি তাহলে আমি চাই বুমেরাং-এর গতিতে লক্ষ্যে পৌছতে, অর্থাৎ লক্ষ্যের দিকে এগোবার আগে আমার শ্রোতাকে বিভ্রান্ত করে দেবার উদ্দেশ্যে চলে যাই লক্ষ্য থেকে দূরে। কিন্তু শ্রীমতী মেনহেনেট আমাকে অমন সূক্ষ্ম কৌশলের সুযোগ দিলেন না। ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই, খোলাখুলি সোজা কথার মানুষ, তিনি ছিলেন সহজ প্রত্যক্ষ পন্থায় বিশ্বাসী ; চরিত্রের এই বিশেষত্ব তিনি বোধ করি পেয়েছিলেন তাঁর কর্সিকান পিতামহ থেকে। সুতরাং আমি আর ঘুরিয়ে বলার চেষ্টা না করে সোজাসুজি আমার কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পড়লাম।

বললাম, 'মিসেস মেনহেনেট, আমি জানতে পেরেছি সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ ধরে কর্সিকায় অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা চলেছে, যার ফলে—আমি নিজের চোখে দেখেছি—বাদামী রঙের চুল ধূসর হয়ে গেছে আর যৌবনের প্রাণচঞ্চল চলার ছন্দে নেমেছে বার্ধক্যের অবসাদ। কিছু-কিছু গুজব আমার কানে এসেছে, তা থেকে আমার মনে স্থির বিশ্বাস জন্মেছে যে কর্সিকার সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অসামান্য। জানি না কোনো নতুন নেপোলিয়ন মস্কো বিজয়ের অভিযানে যাত্রা করছেন কিনা, অথবা কোনো তরুণ কলাম্বাস কোনো

নতুন অজানা মহাদেশ আবিষ্কার করতে যাচ্ছেন কিনা। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি ঐ জংলা পাহাড়ী অঞ্চলে ঐ ধরনেরই কোনো ভয়ানক রকম ষড়যন্ত্র চলছে, এবং যারা বেপরোয়াভাবে তার রহস্যজাল ভেদ করতে চাইছে তাদের কাছ থেকে নানা জটিল, নির্মম এবং বে-আইনী অপরাধমূলক উপায়ে গোপন রাখা হচ্ছে। ভদ্রে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদিও আপনার চায়ের টেবিল নিখুঁত, আপনার চিনেমাটির বাসনপত্র অতি শৌখিন এবং আপনার লাপসাং স্যুচং-এর সৌরভ মনোমুগ্ধকর, আপনার পিতৃদেবের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে আপনার যোগসূত্র এখনো একেবারে ছিন্ন হয়ে যায় নি। আমি জানি যে, যে ব্যাপারে তাঁর জীবনের প্রধান স্বার্থ এবং উৎসাহ ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর আপনি সে-সব নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিয়েছেন। দ্রুত সাফল্যের পথে তাঁর পিতাই ছিলেন উজ্জ্বল আলোর মতো, তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ছিল তাঁর পিতার অনুপ্রেরণা। আপনার পিতার মৃত্যুর পর, যদিও আপনার অপেক্ষাকৃত কম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বন্ধুরা আপনার ছদ্মবেশ ভেদ করতে পারে নি, আমি জানি তাঁর কর্মধারার উত্তরাধিকার আপনাতেই বর্তেছে। এই ঠাণ্ডা, বিষণ্ণ শহরে যদি কেউ পারে তো একমাত্র আপনিই বলতে পারেন সেই সূর্যালোকের দেশে কি ঘটছে, এবং প্রাচীন মহত্ত্বের ঐ সব মহা উত্তরাধিকারিদের মনের ভেতর এমন কি কালো ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠছে যা দুপুরের রোদকেও অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে। আপনি যা জানেন দয়া করে বলুন। প্রফেসর এন-এর জীবন না হোক, অন্তত মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন। আপনি জানেন তিনি অত্যন্ত পরোপকারী ব্যক্তি; আপনার আমার মতো ভয়ংকর নন, স্নেহপ্রীতিতে দয়াদাক্ষিণ্যে ভরা। তাঁর চরিত্রের এই বিশেষত্বের জন্যই তিনি তাঁর সুযোগ্যা সেক্রেটারি কুমারী এক্স্‌-এর মঙ্গল-অমঙ্গলের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কুমারী এক্স্‌ কর্সিকা থেকে কাল ফিরেছেন। যাবার সময় গিয়েছিলেন হাসিখুশি মেয়েটি, মনে কোনো ভাবনা চিন্তা নেই; ফিরে এলেন যেন এক বিড়ম্বিত, অবসন্ন মহিলা, ললাটে চিন্তার রেখা, নুয়ে পড়েছেন দুনিয়ার নানা দুঃখের ভারে। কি যে তাঁর হয়েছিল তিনি তা কিছুতেই প্রকাশ করছেন না, কিন্তু তা যদি জানতে পারা না যায় তাহলে খুব বেশিরকম আশংকা করা যায় যে প্রাক-কেল্টিক অলংকরণ শিল্পের ব্যাখ্যাসম্পর্কিত বহু জটিল সমস্যাকে যে অসামান্য প্রতিভা সমাধানের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছে ভেনিস নগরীর পুরোনো ক্যাম্পানাইলের মতোই তা টলমল করে খসে-খসে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। আমি নিশ্চয় জানি এহেন

সম্ভাবনার কথা চিন্তা করলে আপনি আতংকিত না হয়ে পারবেন না। সেই জন্যই আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি আপনি আপনার পিতৃভূমির ভয়ংকর গোপন রহস্যগুলোর আবরণ যথাসাধ্য উন্মোচন করুন।'

শ্রীমতী মেনহেনেট নীরবে আমার কথাগুলো শুনলেন। আমি নীরব হবার পরেও কিছুক্ষণ তিনি কোনো জবাব দিলেন না। আমার কথার ভেতর এক জায়গায় তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, তিনি ভীষণ রকম আঁতকে উঠলেন। বেশ একটু চেষ্টা করে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন, দু হাত ভাঁজ করলেন, এবং জোর করে নিজের শ্বাসপ্রশ্বাস সংযত করলেন।

তারপর তিনি বললেন, 'আপনি আমায় বিষম এক দোটানায় ফেলেছেন। আমি নীরব থাকলে প্রফেসর এন আর কুমারী এক্স্ পাগল হয়ে যাবেন। কিন্তু আমি যদি কথা বলি—' এই পর্যন্ত বলেই তিনি শিউরে উঠলেন, আর-একটি কথাও তাঁর মুখ থেকে বেরুল না।

এমন সময়, যখন আমি আন্দাজ করতে পারছিলাম না এর পর কি হবে, শ্রীমতীর পরিচারিকা এসে খবর দিল চিম্‌নি-পরিষ্কারক এসে তার পুরো পেশাদারী পোষাকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, সে দিন বিকেলবেলাই বসবার ঘরের চিম্‌নি পরিষ্কার করে দিয়ে যাবার জন্য তাকে ঠিক করা হয়েছে।

শ্রীমতী মেনহেনেট চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'কি সর্বনাশ! আপনি আর আমি তুচ্ছ কথা নিয়ে ব্যস্ত থেকে এই স্বভাবগর্বী লোকটিকে, যাকে নানা মহৎ কর্তব্য পালন করতে হবে, এতক্ষণ দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি! এ কিছুতেই চলবে না। আমাদের সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ করতে হবে। তবে, শেষ একটা কথা আপনাকে বলি। আপনাকে বুদ্ধি দিচ্ছি, যদি সত্যিই আপনার গরজ থাকে, আপনি জেনারেল পিশ-এর সঙ্গে একবার দেখা করুন।'

তিন

সবারি মনে আছে, জেনারেল পিশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাঁর স্বদেশ পোল্যাণ্ডের প্রতিরক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়ে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। সম্প্রতি কয়েক বছর পোল্যাণ্ড তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে, ফলে তিনি একটি অপেক্ষাকৃত কম গোলযোগপূর্ণ দেশে অশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। দীর্ঘকাল বিপদবৈচিত্র্যে-ভরা জীবন যাপন করার ফলে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চুল পেকে গেলেও শান্ত জীবনে

ডুবে যেতে মন রাজি হয় নি। তাঁর ভক্তবৃন্দ তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন ওয়ার্দিং-এ একটি বাগানবাড়ি, চেলটেনহামে একটি শৌখিন বাসভবন অথবা সিংহলের পাহাড়ে একটি বাংলো। কিন্তু একটিও তাঁর মনঃপূত হয় নি। শ্রীমতী মেনহেনেট তাঁকে তাঁর কর্সিকার অপেক্ষাকৃত দুরন্ত আত্মীয়দের সঙ্গে পরিচত করিয়ে দিয়েছিলেন, এবং এঁদের মধ্যেই জেনারেল পিশ আবার পেয়েছিলেন সেই প্রাণশক্তি, সেই আগুন, এবং সেই উদ্দাম-উৎসাহ যা তাঁর জীবনের প্রথম দিকে দুঃসাহসিক কার্যকলাপের প্রেরণা যুগিয়েছিল।

কিন্তু যদিও কর্সিকা হয়ে রইল তাঁর আত্মিক বাসভূমি, আর বছরের বেশীর ভাগ সময় তিনি বাসও করতেন সেখানে, তিনি কখনো-কখনো লৌহ-যবনিকার পশ্চিমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে পদার্পণ করতেন। এইসব রাজধানীতে তিনি প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞদের সঙ্গে কথাবার্তা কইতেন; তাঁরা সাম্প্রতিক রাজনীতির গতি সম্বন্ধে চিন্তিতভাবে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি জবাবে দয়া করে যাকিছু বলতেন তাই তাঁরা তাঁর বয়স এবং বীরত্বের কথা ভেবে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনত। এবং তিনি তাঁর পাহাড়ী ডেরায় ফিরে যেতেন এই জেনে যে কর্সিকা—হ্যাঁ, কর্সিকাও—ভবিষ্যতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় সক্রিয় অংশ নিতে পারে।

শ্রীমতী মেনহেনেটের বন্ধু হিসেবে তিনি অন্তরঙ্গ মহলে ঠাঁই পেয়েছিলেন সেই তাঁদেরই, যাঁরা আইনের আওতার ভেতরে থেকেই হোক বা বাইরে থেকেই হোক, বাঁচিয়ে রেখেছিল স্বাধীনতার প্রাচীন ঐতিহ্য যা তাঁদের গিবেলাইন পূর্বপুরুষেরা নিয়ে এসেছিলেন উত্তর ইতালীর তখনো প্রাণবন্ত গণতন্ত্রগুলি থেকে। যারা শুধু পাহাড়, মেষপালকদের কুটির আর কয়েকটা ছোটখাট গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি, সেই ধরনের পর্যটকদের দৃষ্টির অগোচর পার্বত্য গোপন এলাকাগুলোতে তাঁর অবাধ গতি ছিল মধ্যযুগীয় জাঁকজমকে-ভরা একাধিক পুরোনো প্রাসাদে, যার ভেতর দেখতে পাওয়া যেত প্রাচীন গণফ্যালনিয়ারদের বর্ম এবং বিশ্ববিখ্যাত কণ্ডটিয়ারদের মণিমাণিক্য-খচিত তরবারি। এইসব প্রাসাদের বিরাট হলে প্রাচীন সর্দারদের এই গর্বিত বংশধরেরা একত্রিত হয়ে মহোৎসব করতেন। তাঁদের সেই মাতামাতিতে সুবুদ্ধির হয়তো কিছুটা অভাব ছিল, কিন্তু প্রাণখোলা হৈ-হল্লার অভাব ছিল না। জেনারেলের সঙ্গে কথাবার্তাতেও তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রধান-প্রধান গুপ্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ মৌন ভাব অবলম্বন করে থাকতেন। এর অবশ্য

ব্যতিক্রম ঘটত যখন তাঁরা মহোৎসবের খোশমেজাজে আত্মহারা হয়ে যেতেন। অন্য সময়ে যে সাবধানী বুদ্ধি তাঁদের নীরব করে রাখত, এ সময়ে তাঁদের আতিথেয়তার ঐতিহ্যের সুদীর্ঘ কাহিনী স্মরণ করে তাঁরা সেই সাবধানতা একেবারে ভুলে যেতেন।

এমনি ধরনের এক উৎসবানন্দের মুহূর্তেই জেনারেল জেনেছিলেন এঁরা মনের ভেতর এমন একটি পরিকল্পনা পুষে রেখেছেন যা সারা পৃথিবীকে নাড়া দেবে, এই পরিকল্পনাই জাগ্রত অবস্থায় এবং স্বপ্নে এঁদের আচ্ছন্ন করে রয়েছে। আর ভোজের উৎসবের পর স্বপ্ন তাঁরা প্রায়ই দেখতেন। বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা বোধ না করে জেনারেল পিশ প্যোলাণ্ডের প্রাচীন অভিজাত বংশীয়দের স্বভাবসিদ্ধ বেপরোয়াভাব নিয়ে তাঁদের পরিকল্পনায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এই ভেবে যে, যে বয়সে বেশীর ভাগ মানুষেরই স্মৃতি-রোমন্থন ছাড়া আর-কিছু অবশিষ্ট থাকে না, সে বয়সে তাঁর জীবনে এসেছে দুঃসাহসিক নানা অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ। চাঁদনী রাতে তিনি পাহাড়ের ওপর বেড়াতেন তাঁর মস্ত ঘোড়ায় চড়ে, যে ঘোড়াটির বাপ-মা দু জনেই তাঁকে তাঁর বহুদুঃখ-জর্জরিত মাতৃভূমিতে অমর গৌরবের জ্যোতি বিকিরণ করতে সাহায্য করেছে। রাতের হাওয়ার দ্রুত গতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর চিন্তা-ধারা বয়ে চলত অতীত বীরত্ব এবং ভবিষ্যৎ বিজয়গৌরবের মিলিত স্বপ্নের মধ্য দিয়ে, সেই স্বপ্নে অতীত আর ভবিষ্যৎ এক হয়ে মিশে যেত তাঁর তীব্র আবেগের পাত্রে।

শ্রীমতী মেনহেনেট যখন তাঁর রহস্যময় পরামর্শটি উচ্চারণ করলেন, সে সময়ে জেনারেল তাঁর রেওয়াজ অনুযায়ী পাশ্চাত্য জগতের প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞদের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে দেখা করতে বেরিয়েছিলেন। অতীতে পশ্চিম গোলার্ধের প্রতি তাঁর একটি সেকেলে ধরনের বিদ্বেষ বা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল, কিন্তু তাঁর দ্বীপের বন্ধুদের কাছ থেকে তিনি যখন জানলেন কলাম্বাস ছিলেন কর্সিকার লোক, তখন থেকে তিনি সেই দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর বেপরোয়া কার্যকলাপের ফলাফল-সম্পর্কে উন্নততর ধারণা পোষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ঠিক কলাম্বাসের অনুকরণ করতে নিজেকে রাজি করাতে পারছিলেন না, কারণ তাঁর মনে হল কলাম্বাসের মতো ভ্রমণ করতে গেলেই তার ভেতর একটু ব্যবসার গন্ধ থাকবে, কিন্তু তিনি যথারীতি আগাম জানানী দিয়ে সেণ্ট জেম্স্-এর দরবারে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন; রাষ্ট্রদূত তাঁর বিশিষ্ট অতিথির

জন্য প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে পাওয়া একটি ব্যক্তিগত চিঠি মজুদ রাখতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন। তিনি অবশ্য উইন্‌স্টন চার্চিলের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, কিন্তু সমাজতন্ত্রী মন্ত্রীদের অস্তিত্ব স্বীকার করার মতো হীনতা স্বীকার করতেন না।

চার্চিলের সঙ্গে নৈশ ভোজ সেরে তিনি যেখানকার সম্মানী সভ্য, সেই প্রাচীন ক্লাবেই বিশ্রামসুখ উপভোগ করছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁকে সেখানে পাবার সৌভাগ্য আমার হল। তিনি আমাকে তাঁর প্রাক-১৯১৪ 'টোকে' মদ এক গ্লাস দিয়ে সম্মানিত করলেন। হাঙ্গেরির যে বিখ্যাত সেনাপতির সঙ্গে লড়াই করে তিনি তাঁকে তাঁর সাহসের যথাযোগ্য প্রশংসা করে সেই গৌরবময় রণক্ষেত্রে মৃত রেখে এসেছিলেন, এই মদ তাঁরই ভাণ্ডার লুটে পাওয়া নানা বস্তুর অন্যতম। হাঙ্গেরির সেনাপতিরাও যুদ্ধে যাবার সময় 'টোকে' মদ দু-চার বোতলের বেশি তাঁদের ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যান না, এহেন মূল্যবান মদ পুরো একগ্লাস দিয়ে আমাকে তিনি যে বিশেষ খাতির দেখালেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি ধীরে-ধীরে আমাদের কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দিলাম কর্সিকার দিকে। বললাম, 'শুনেছি কর্সিকা দ্বীপটি আগে যা ছিল এখন আর তা নেই। শিক্ষার ফলে নাকি সেখানে দস্যুরা হয়ে গেছে কেরানী, ছোরাগুলো হয়ে গেছে কলম। পুরোনো দিনের মতো প্রতিহিংসার ধারা এখন আর বংশপরম্পরায় চলতে থাকে না। এমন ভয়ংকর কাহিনীও শুনেছি যে আট শো বছর ধরে যে দুটি পরিবারে রেষারেষি ছিল, তাদের ভেতরও নাকি বিবাহসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু সে বিবাহে রক্তারক্তি ব্যাপার কিছুই ঘটে নি। যদি এসব সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমি না কেঁদে পারছি না। আমার সর্বদাই মনে-মনে এই ইচ্ছা ছিল যে, আমার চেষ্টা যদি সফল হয় তাহলে বালহামে যে স্বাস্থ্যপূর্ণ নিবাসে আমি বাস করি তার বদলে আমি প্রাচীন রোমান্সের লীলাভূমি কর্সিকার কোনো ঝটিকাসংকুল চূড়ায় এসে বসবাস করব। সেখানেও যদি রোমান্সের মৃত্যু হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বুড়ো বয়সের আশা আমার আর কি রইল? হয়তো আপনি কিছু আশার বাণী শোনাতে পারেন আমাকে; এখনো হয়তো রহস্য রোমাঞ্চ কিছু রয়ে গেছে সেখানে। এখনো বোধ করি বজ্রবিদ্যুতের ভেতর দেখা যায় ফারিনাটা দেগ্লি উবার্টি-র প্রেতাত্মা মহা ঘৃণাভরে চারিদিকে তাকাচ্ছে। আজ রাতে আমি আপনার কাছে এসেছি এই আশায় যে, আপনি এইরকম কিছু আশ্বাস হয়তো

আমাকে দিতে পারেন, কারণ তা না হলে একঘেঁয়ে, বৈচিত্র্যহীন জীবনের বোঝা বইবার কোনো উপায় খুঁজে পাব না।'

আমার মুখে এ কথা শুনতে-শুনতে তাঁর দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেখলাম তিনি দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ফেললেন এবং দাঁতে দাঁত চেপে ধরলেন। আমি না থামা পর্যন্ত তিনি যেন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারছেন না বলে মনে হল। আমি নীরব হতে না হতেই তিনি বলে উঠলেন :

'যুবক, তুমি যদি শ্রীমতী মেনহেনেটের বন্ধু না হতে তাহলে তোমার মতো অযোগ্যকে ঐ অমূল্য অমৃত পান করতে দিয়েছি বলে আমার দুঃখ হত। আমি ভাবতে বাধ্য হচ্ছি তুমি বাজে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেছ। বন্দরগুলোতে বাজে লোক যারা থাকে, যে নোংরা ভদ্দরলোকেরা আমলাতন্ত্রের জঘন্য ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত, তাদের ভেতর কেউ-কেউ এমন থাকতে পারে যাদের সম্বন্ধে তোমার ঐ ভয়ংকর ইঙ্গিতগুলো সত্য। কিন্তু তারা কেউ খাঁটি কর্সিকান নয়। তারা জারজ ফরাসী, ভঙ্গিসর্বস্ব ইতালিয়ান অথবা খোশামুদে কাটালান। খাঁটি কর্সিকানরা যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। তারা পূর্ণ স্বাধীন জীবন যাপন করে, সরকারের যেসব প্রতিনিধি এর ভেতর নাক গলাতে আসে তারাই মারা পড়ে। না বন্ধু, বীরত্বের তীর্থভূমি কর্সিকার অবস্থা এখনো পুরোপুরি ভালোই আছে।'

আমি চট করে দাঁড়িয়ে উঠে দু হাতে তাঁর ডান হাত ধরলাম।

বললাম, 'আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আমার সন্দেহের নিরসন হল, আমার বিশ্বাস ফিরে পেলাম। আপনি আমার কল্পনার চোখে যাদের এমন জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই অসাধারণ জাতের মানুষদের নিজের চোখে দেখবার জন্য মনটা বড় আকুল হয়ে উঠেছে। আপনি যদি তাদের এক জনের সঙ্গেও আমাকে পরিচিত হতে দেন তাহলে আমার জীবন আরো সুখের হবে, বালহামের বৈচিত্র্যহীন জীবন কম দুঃসহ মনে হবে।'

তিনি বললেন, 'হে আমার তরুণ বন্ধু, তোমার এই বিপুল উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়। যদিও তাতে তোমাকে একটু বেশি খাতির দেখানো হবে, তবু তোমার যখন এতখানি উৎসাহ, তোমার আর্জি মঞ্জুর করতে আমি রাজি আছি। মানবজাতির স্বর্ণযুগের প্রতিনিধি এখনো যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের একজনের সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে। আমি জানি তাঁদের একজন, তাঁদের ভেতর আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের একজন—আমি অ্যাস্প্রামন্টির ডিউকের কথা

বলছি—অ্যাজাক্শিও থেকে তাঁর ঘোড়াদের জন্য জিন নিয়ে যাবার জন্য তাঁর পাহাড়ী এলাকা থেকে নিচে নেমে আসতে বাধ্য হবেন। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে এই জিনগুলো তাঁর জন্যে বিশেষভাবে তৈরি করে দেয় সেই লোকটি, যার হাতে রয়েছে অ্যাশ্ বি-দ্য-লা-জুচ-এর ডিউকের দৌড়বাজ ঘোড়ার আস্তাবলগুলোর ভার। এই ডিউক আমার একজন পুরাতন বন্ধু; আমাকে তিনি বিশেষ খাতির করেন। সেইজন্যেই আমার যেসব বন্ধুদের আমি এই অমূল্য উপহার পাবার যোগ্য বিবেচনা করি, তাঁদের ব্যবহারের জন্য খানকয়েক ঘোড়ার জিন তিনি আমাকে তাঁর কাছ থেকে কিনতে দেন। আগামী হপ্তায় তুমি যদি অ্যাজাক্শিও যেতে চাও, তাহলে আমি তোমাকে অ্যাস্প্রামন্টি-র কাউন্টের কাছে একটা চিঠি দিতে পারি। তাঁর পাহাড়ী এলাকার চাইতে সেখানেই তাঁকে বেশি সহজে পাওয়া যাবে।'

সজল চোখে আমি তাঁকে তাঁর সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ দিলাম, নত হয়ে তাঁর হস্ত চুম্বন করলাম। তাঁকে যখন ছেড়ে এলাম, তখন আমাদের এই হীন পৃথিবী থেকে যে কত কৌলীন্য লোপ পেয়ে যাচ্ছে সে কথা ভেবে আমার মন দুঃখে ভরে উঠল।

চার

জেনারেল পিশ-এর উপদেশ মতো আমি পরের হপ্তায় বিমানপথে অ্যাজাক্শিও চলে গেলাম, এবং প্রধান হোটেলগুলোতে অ্যাস্প্রামন্টির কউন্টের খোঁজ করলাম। তৃতীয় বার যেখানে খোঁজ করলাম সেখানে শুনলাম তিনি হোটেলের সেরা স্যুইটটি অধিকার করে আছেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, অননুমোদিত সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করবার তাঁর সময় নেই বললেই চলে। হোটেলের ভৃত্যদের আচরণ থেকে বুঝে নিলাম তিনি এদের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। হোটেলের মালিকের সঙ্গে দেখা করে আমি তাঁর হাতে জেনারেল পিশ্-এর লেখা পরিচয়পত্রটি দিয়ে অনুরোধ করলাম অ্যাস্প্রামন্টির কাউন্ট এ সময়ে এ শহরে কাজে ব্যাপৃত আছেন বলে শুনেছি, তাঁর হাতে এই চিঠিখানা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে দেওয়া হয়।

দেখলাম হোটেলটি ভরে রেখেছে একদল সাধারণ শ্রেণীর বাচাল পর্যটক; তাঁরা সবাই নগণ্য এবং অস্থায়ী। সদ্য জেনারেল পিশ-এর স্বপ্ন থেকে এসে

এখানকার আবহাওয়া আমার একটু অদ্ভুত মনে হল ; ঠিক আমার পছন্দ মতো নয়। পোল্যাণ্ডের সেই অভিজাতবংশীয় ভদ্রলোকের স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ যে পরিবেশে সম্ভব বলে আমি কল্পনা করেছিলাম, তা এ পরিবেশ নয়। যাই হোক, এ ছাড়া আমার আর অন্য কোনো সূত্র ছিল না, সুতরাং আমি এরই যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করতে বাধ্য হলাম।

রাত্রে বেশ প্রচুর খানা খেলাম, সে খানার সঙ্গে লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, কলকাতা আর জোহানেসবুর্গ শহরের সেরা-সেরা হোটেলের খানার কোন তফাত বোঝা যাচ্ছিল না। খেয়ে কিঞ্চিৎ বিমর্ষভাবে লাউঞ্জে বসে ছিলাম, এমন সময় দেখলাম আমার দিকেই এগিয়ে আসছেন বেশ চটপটে এক ভদ্রলোক, যিনি যৌবনের সীমা ছাড়িয়ে সবেমাত্র প্রৌঢ়ত্বের দিকে পা বাড়িয়েছেন। তাঁকে দেখে আমি প্রথমে একজন সফল মার্কিন কার্যপরিচালক বলেই মনে করেছিলাম। সমাজের সেই শক্তিশালী অংশের মানুষদের যে চৌকো ধরনের মুখ, দৃঢ় পদক্ষেপ এবং ওজন-করা কথাবার্তা তাঁদের বিশেষ লক্ষণ-রূপে আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল, দেখলাম এ ভদ্রলোকের সেগুলো সবই রয়েছে। কিন্তু বিস্মিত হলাম যখন তিনি আমাকে সম্বোধন করলেন আমরা ইংল্যাণ্ডে যে ইংরাজি বলি ঠিক সেইরকম ইংরাজিতে, শুধু তাতে একটু 'কন্টিনেন্টাল' বা বিদেশী টান ছিল। আরো বিস্মিত হলাম তিনি যখন বললেন তিনিই অ্যাস্‌প্রামণ্টির কাউণ্ট।

তিনি বললেন, 'আমার স্যুইটের বসবার ঘরে আসুন। এখানকার এই গোলমালের চাইতে সেখানে বেশ নিরিবিলিতে কথা কওয়া যাবে।'

গিয়ে দেখলাম তাঁর স্যুইটটি বেশ সু-অলংকৃত এবং জমকালো ধরনের আড়ম্বরপূর্ণ। তিনি আমাকে কড়া হুইস্কি আর সোডার সঙ্গে একটি বড় চুরুট দিলেন। তারপর বললেন :

'আপনি তো দেখছি আমার সেই প্রিয় বৃদ্ধ ভদ্রলোক জেনারেল পিশ্‌-এর বন্ধু। আশা করি তাঁকে ঠাট্টা করবার লোভ আপনার কখনো হয় নি। আমরা আধুনিক জগতে বাস করি, ঐ লোভটি মনে-মনে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ওঁর বুড়ো বয়সের প্রতি শ্রদ্ধার দরুন আমি ঐ লোভটা সংবরণ করি।

'আপনি আর আমি মশাই আধুনিক জগতের মানুষ। পুরোনো দিনের যেসব স্মৃতি আর আশা আকাঙ্ক্ষা এই ডলার-তন্ত্রের যুগে অচল, সে সবে আমাদের কোনো দরকার বা উৎসাহ নেই। আমার কথাই বলি, যদিও আমি

পৃথিবীর এক দুর্গম অঞ্চলেই থাকি, আর নিজেকে প্রাচীন ঐতিহ্যের হাতে ছেড়ে দিলে আমিও সেই জেনারেল মহোদয়ের মতোই ঝাপসা স্বপ্নে মশগুল হয়ে যেতে পারি, আমি ঠিক করেছি বর্তমানের সঙ্গেই আমি নিজেকে মানিয়ে নেব। আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ডলার অর্জন করা, শুধু আমার নিজের জন্য নয়, আমার দ্বীপের জন্যেও। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, "আপনার জীবনযাত্রা-প্রণালী আপনাকে ডলার অর্জনে কিভাবে সাহায্য করবে?" জেনারেলের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব, সেইজন্যেই আপনার এই স্বাভাবিক কৌতূহল তৃপ্ত করা আমার কর্তব্য বলে মনে করছি।

'যে পাহাড়ে আমার বাড়ি, সেই অঞ্চলটা দৌড়ের ঘোড়া উৎপাদন এবং তাদের শিক্ষা দিয়ে তৈরি করার পক্ষে চমৎকার উপযুক্ত জায়গা। আমার পিতৃদেব নানা দেশে ভ্রমণকালে যেসব আরবী ঘোড়া এবং ঘুড়ী সংগ্রহ করেছিলেন তাদের বাচ্চাগুলো অসামান্য বলবান এবং দ্রুতগামী হয়েছিল। আর আপনি তো জানেনই, অ্যাশবি-দ্য-লা-জুচের ডিউকের একটি বিরাট উচ্চাশা আছে। সেটি হচ্ছে পর-পর তিনটি ডারবির দৌড়ে বিজয়ী ঘোড়ার মালিক হওয়া, এবং আমার মাধ্যমেই তিনি তাঁর এই উচ্চাশা সফল করে তুলবেন বলে আশা করেন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য প্রধানত নিয়োজিত। ডারবির ঘোরদৌড় মার্কিন পর্যটকদের আকর্ষণ করবার একটি উপায়, এই কারণে তাঁর আয়করের হিসাব থেকে তাঁকে তাঁর ঘোড়া এবং ঘুড়ীদের খরচ বাদ দিতে দেওয়া হয়। এইভাবেই তিনি বিপুল ঐশ্বর্য বজায় রাখতে পেরেছেন, যা তাঁর সমকক্ষ কুলীনদের অনেকেই পারেন নি। এই ডিউকই আমার একমাত্র খরিদ্দার নন। আমার সেরা ঘোড়াগুলির কতক গেছে ভার্জিনিয়ায়, কতক গেছে অস্ট্রেলিয়ায়। পৃথিবীর যেখানেই ঘোড়দৌড় পরিচিত, সেখানেই আমার ঘোড়াদের খ্যাতি আছি। এদেরই দৌলতে আমি আমার প্রাসাদটিকে ভালোভাবে রাখতে পেরেছি, কর্সিকার পার্বত্য অঞ্চলের শক্ত মানুষগুলোর জীবনধারাও অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছি।

'আমার জীবন, আপনি দেখবেন, জেনারেল পিশ-এর জীবনের মতো নয়; আমি বাস করি বাস্তবের স্তরে। গিবেলাইন বংশানুক্রমের চাইতে আমি ডলার-বিনিময়ের কথাই বেশি ভাবি, প্রাচীন আভিজাত্যের নয়নাভিরাম স্মরণ-চিহ্নের চাইতে ঘোড়াবিক্রেতাদের দিকেই আমার মনোযোগ বেশি। যাই হোক, বাড়িতে যখন থাকি তখন চারধারের মানুষদের কাছে নিজের সম্ভ্রম বজায়

রাখবার জন্য আমাকে ঐতিহ্য মেনে চলতে হয়। আপনি যে রহস্য সমাধানের ইঙ্গিত পাবার জন্য আমার কাছে এসেছেন, জেনারেলের চিঠি দেখে মনে হচ্ছে, আমার প্রাসাদে গিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে সম্ভবত আপনি তা পেয়ে যাবেন। পরশু আমি ঘোড়ায় চড়ে আমার প্রাসাদে ফিরে যাব। সে এক লম্বা পাড়ি, খুব সকাল-সকাল রওনা হতে হবে, কিন্তু আপনি যদি একটু কষ্ট করে সকাল ছ'টায় এসে হাজির হন আমি সানন্দে আপনাকে একটি ঘোড়া যোগাব। সেই ঘোড়ায় চড়ে আপনি আমার সঙ্গে আমার বাড়ি যেতে পারবেন।'

ইতিমধ্যে আমার হুইস্কি আর চুরুট নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি একটু উচ্ছ্বসিতভাবেই তাঁকে ভদ্রতার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

পাঁচ

পরদিনের পরের দিন যখন কাউণ্টের হোটেলের দরজায় হাজির হলাম তখনও অন্ধকার ছিল। কনকনে ঠাণ্ডা ভোরের হাওয়া বইছিল জোরে, আবহাওয়ায় ছিল তুষারের মৃদু আভাস। কিন্তু কাউণ্ট যখন তাঁর চমৎকার ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসে হাজির হলেন তখন তাঁকে আবহাওয়ার প্রভাবমুক্ত বলেই মনে হল। তাঁর ভৃত্য প্রায় তেমনি চমৎকার আরেকটি ঘোড়া নিয়ে এল দরজা পর্যন্ত; আমাকে সেই ঘোড়ার পিঠে চড়তে বলা হল। আমরা রওনা হয়ে পড়লাম, শীগগীরই শহরের রাস্তা ছাড়িয়ে গেলাম। তারপর ছোট-ছোট পথ বেয়ে—অনেক দিনের অভিজ্ঞতা না থাকলে যে রাস্তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়—আমরা ঘুরে-ঘুরে উঁচুতে উঠতে লাগলাম প্রথমে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, তারপর মুক্ত প্রান্তর, ঘাস আর পাথরের ওপর দিয়ে।

কাউণ্টকে অবসাদ, ক্ষুধা আর তৃষ্ণার অতীত বলে মনে হল। সারাদিন ধরে—মাঝখানে শুধু কয়েক মুহূর্তের বিরাম, যে অবসরে আমরা শুকনো রুটি আর খেজুর খেয়ে এবং পাহাড়ী স্রোতস্বিনী থেকে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল পান করে নিলাম—এ বিষয়ে সে বিষয়ে এমন বিচক্ষণ এবং তথ্যপূর্ণভাবে তিনি কথাবার্তা বললেন যা থেকে বোঝা গেল দুনিয়াদারি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান বেশ ব্যাপক এবং ঘোড়া সম্পর্কে উৎসাহ পোষণ করবার মতো অবসর আছে

এ ধরনের বহু ধনীর সঙ্গে তিনি পরিচিত। কিন্তু যে জন্য আমি কর্সিকায় এসেছি সে ব্যাপারের সম্বন্ধে একটি শব্দও তিনি সারাদিনের ভেতর উচ্চারণ করলেন না। প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য এবং নানা ভাষায় তিনি যেসব উপাখ্যান শোনালেন সেগুলোর মনোহারিতা সত্ত্বেও আমি ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠলাম।

বললাম, 'প্রিয় কাউন্ট, আপনার পূর্বপুরুষদের বাসভূমিতে যে আমাকে আসবার এই সুযোগ দিয়েছেন, সেজন্য আপনার প্রতি আমি কত কৃতজ্ঞ তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। কিন্তু আপনাকে আবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমি এসেছি একটি পরোপকারের কাজে, আমার এমন একটি গুণী বন্ধুর জীবন না হোক অন্তত মানসিক প্রকৃতিস্থতা রক্ষা করবার জন্য, যাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখি। আপনার সঙ্গে অশ্বারোহণে এই লম্বা পাড়ি দিয়ে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিকে আমি অগ্রসর হচ্ছি কি-না সে সম্পর্কে আপনি আমাকে সন্দেহের মধ্যে রেখে দিচ্ছেন।'

তিনি বললেন, 'আপনার অস্থিরতা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু এইটে আপনাকে বুঝতে হবে যে আধুনিক জগতের সঙ্গে আমি নিজেকে যতই খাপ খাইয়ে নিই না কেন, এই উচ্চভূমিতে আমি আমাদের আবহমান কাল ধরে প্রচলিত গতিবেগকে ত্বরান্বিত করতে পারি না। আপনি নিশ্চিত থাকুন, এই সন্ধ্যা শেষ হবার আগেই আপনি আপনার লক্ষ্যের আরো কাছে পৌঁছে যাবেন। এর বেশি আর-কিছু আমি বলতে পারবো না, কারণ ব্যাপারটা আমার ওপর নির্ভর করছে না।'

এই হেঁয়ালি-ভরা জবাবেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকলে হল।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এমনি সময়ে আমরা তাঁর প্রাসাদে এসে পৌঁছলাম। প্রাসাদটি একটি খাড়া উঁচু জায়গার ওপর তৈরি, এবং স্থাপত্যশিল্পের প্রতি যাঁদের আকর্ষণ আছে তাঁদের সবাই বুঝতে পারতেন এর প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ছাপ রয়েছে। ওঠানো এবং নামানো যায় এই ধরনের সেতু পার হয়ে একটি গথিক ধরনের তোরণ পেরিয়ে আমরা একটি বড় উঠোনে প্রবেশ করলাম। একজন সহিস এসে আমাদের ঘোড়াদুটিকে নিয়ে গেল ; তারপর কাউন্ট আমাকে নিয়ে গেলেন একটি বিরাট হলের ভেতর। সেখান থেকে একটি সরু প্রবেশপথ বেয়ে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন যে ঘরে আমি রাত্রিবাস করব সেই ঘরে। ঘরের অনেকটা জায়গা জুড়েছিল একটি মস্ত চাঁদোয়া-

যুক্ত বিছানা এবং প্রাচীন নক্‌শার ভারী ক্ষোদাই-করা আসবাব। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দৃষ্টিপথে পড়ল আঁকাবাঁকা বহু উপত্যকা বহু দূর পর্যন্ত প্রসারিত, তারপর বহু দূরে সমুদ্র।

তিনি বললেন, 'আশা করি এই একটু সেকেলে ধরনের আস্তানায় আপনি নিজেকে এমনভাবে মানিয়ে নিতে পারবেন যে আপনার খুব খারাপ লাগবে না।'

বিরাট অগ্নিকুণ্ডে জলছিল বড়-বড় কাঠের টুকরো, তাই থেকে ঠিকরে পড়ছিল আলো। সেদিকে তাকিয়ে আমি বললাম:

'সেটা খুব শক্ত হবে বলে মনে হয় না।'

তিনি আমাকে জানালেন একঘণ্টার মধ্যেই রাতের খানা তৈরি হয়ে যাবে, এবং যদি অঘটন কিছু না ঘটে তাহলে রাতের আহারের পরেই আমার অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য কিছু করা যাবে।

উপাদেয় আহারের পর তিনি আমাকে আমার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন:

'আমি এখন আপনাকে এ বাড়ির একটি পুরাতন কর্মচারীর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেব। এখানে বহু দিন চাকরি করে-করে সে এখানকার সমস্ত গুপ্তরহস্যের ভাণ্ডারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনে হয় সে নিশ্চয় আপনার সমস্যা-সমাধানে সাহায্য করতে পারবে।'

এই বলে তিনি ঘণ্টা বাজালেন। ভৃত্য এল। তিনি ভৃত্যকে বললেন আমাদের কথাবার্তায় যোগ দেবার জন্য তাঁর কর্মচারীটিকে আসতে বলতে। একটু পরেই কর্মচারীটি এলেন। আমি আমার সামনে দেখলাম একজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন; বার্ধক্যের ভারে তিনি নুয়ে পড়েছেন, তাঁর চুলগুলো শাদা, মুখের গম্ভীর ভাব দেখে মনে হয় অনেক ঝড় ঝাপটা তাঁকে সইতে হয়েছে।

আমার গৃহস্বামী বললেন, 'আপনার সমস্যার ওপর আলোকপাত করবার জন্য এখানে যত তথ্য পাওয়া সম্ভব, সবই আপনি এর কাছ থেকেই পাবেন।' বলে তিনি চলে গেলেন।

আমি বললাম, 'ওহে বৃদ্ধ, জানি না এত বেশি বয়সে তোমার মাথার ঠিক আছে কি-না। কাউন্ট যে আমাকে তোমার ওপর নির্ভর করতে বললেন এতে সত্যি বলছি, আমি বিস্মিত হয়েছি। আমি তো নিজেকে এতদিন

আমার সমকক্ষদের সঙ্গেই কারবার করার যোগ্য বলে মনে করতাম। বার্ধক্যে অথর্বপ্রায় চাকুরেদের সঙ্গে কারবার করতে হবে ভাবি নি।'

একথা বলবার সঙ্গে-সঙ্গেই এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। যাকে আমি বৃদ্ধ বলে ভেবেছিলাম সহসা তাঁর বার্ধক্যে নুয়ে-পড়া চেহারা দূর হয়ে গেল ; তিনি সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন, পুরো ছ ফুট তিন ইঞ্চি ; মাথার ওপর থেকে খসিয়ে ফেললেন শাদা পরচুলা, যার তলায় লুকিয়ে ছিল তাঁর কয়লার মতো কালো প্রচুর চুল। এতক্ষণ যে প্রাচীন আলখাল্লাটি পরে ছিলেন সেটি ছুঁড়ে ফেলতেই দেখা গেল তার তলায় তিনি পরে রয়েছেন প্রাসাদটি যে যুগে তৈরি হয়েছিল সে যুগে ফ্লোরেন্স্-এর অভিজাত বংশীয়দের পুরো পোষাক। তলোয়ারে হাত রেখে আমার দিকে আগুন-ঝরানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন :

'যুবক, তোমাকে যদি কাউন্ট নিয়ে না আসতেন, যাঁর বিচক্ষণতায় আমার আস্থা আছে, তাহলে এইখানে এই মুহূর্তে তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবার আদেশ দিতাম। তুমি একটি উদ্ধত নির্লজ্জ ভূঁইফোঁড়, জীর্ণ আলখাল্লার ছদ্মবেশের তলায় অভিজাত রক্ত টের পাবার ক্ষমতা তোমার নেই।'

আমি যথোচিত বিনয় করে বললাম, 'মহাশয় আমার এই ভুলের জন্য আমি সবিনয়ে ক্ষমা চাইছি ; আপনি এবং কাউন্ট দু জনে মিলেই কায়দা করে আমার এই ভুলটি ঘটিয়েছেন বলেই আমার বিশ্বাস। আপনি যদি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করেন, তাহলে কার সামনে দাঁড়াবার গৌরব লাভ করেছি জানতে পারলে আমি সুখী হব।'

তিনি বললেন, 'মহাশয়, আমি আপনার এ কথা মেনে নেব, কারণ আপনার আগেকার ধৃষ্টতার অপরাধ এতে কিছুটা কেটে গেছে ; এবং আপনি জানবেন আমি কে, আমার আদর্শ কি। আমি আর্মোকলি-র ডিউক। কাউন্ট আমার ডান হাত ; সব ব্যাপারেই তিনি আমাকে মেনে চলেন। কিন্তু বর্তমান দুঃসময়ে সাপের মতো জ্ঞান দরকার। আপনি তাঁকে দেখেছেন ব্যবসাদার-রূপে এ যুগের রীতিনীতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে, এবং যে মহান নীতিদ্বারা তিনি এবং আমি সমান অনুপ্রাণিত, কোনো একটি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তারই বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক উক্তি করতে। আমি আপনার চরিত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ পাবার জন্যই আপনার সামনে

ছদ্মবেশে হাজির হবার সিদ্ধান্ত করেছিলাম। আপনি আমার পরীক্ষায় পাশ করেছেন। আপনার অযোগ্য প্রফেসর বন্ধুটির জীবনে যে উপদ্রব উপস্থিত হয়েছে সে সম্পর্কে যেটুকু তথ্য প্রকাশ করবার আমার অধিকার আছে সেটুকু আমি এখন আপনাকে বলে দেব।'

এ কথার জবাবে আমি অনেকক্ষণ ধরে বেশ বাগ্মিতার সঙ্গে প্রফেসরের এবং তাঁর প্রচুর পরিশ্রমের কথা বললাম, কুমারী এক্স্ এবং তাঁর যৌবনসুলভ সারল্যের কথা বললাম, বললাম এই বন্ধুত্বের ফলে আমার অশক্ত ঘাড়ে যে দায়িত্বের ভার চেপেছে বলে আমি মনে করছি, তার কথা। তিনি নীরবে গম্ভীরভাবে আমার কথা শুনলেন। তারপর বললেন ঃ

'আমি আপনার জন্য একটিমাত্র জিনিষ করতে পারি ; আমি তাই করব।' বলে তিনি ময়ূরের পাখার একটি মস্ত কলম হাতে নিয়ে মস্ত একখণ্ড পার্চমেণ্ট কাগজে লিখলেন ঃ 'কুমারী এক্স্-এর প্রতি। আপনি যে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহা হইতে আপনাকে আংশিক মুক্তি দেওয়া হইল। এই পত্রবাহককে এবং প্রফেসর এন-কে সব কথা বলুন। তারপর কাজ করুন।' এই লেখার তলায় তিনি পুরোপুরি জাঁকালো ভঙ্গিতে তাঁর নাম সই করলেন।

বললেন, 'এই পর্যন্তই আমি আপনার জন্য করতে পারি।'

আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁকে সাড়ম্বরে রাতের মতো বিদায় জানালাম।

সে রাতে আমার ঘুম হল না বললেই চলে। হাওয়া হু-হু করতে লাগল, তুষার পড়তে লাগল ঝরে-ঝরে, আগুনও ধীরে-ধীরে নিবে গেল। আমি বালিশের ওপর এ ধারে ও ধারে ছটফট করতে লাগলাম। অবশেষে যখন কয়েক মুহূর্তের অস্বস্তিময় ঘুম এল, তখন জাগ্রতাবস্থার চাইতেও অদ্ভুত-অদ্ভুত স্বপ্ন আমাকে বেশি বিরক্ত করতে লাগল। ভোরবেলায় একটা অস্বস্তির নিদারুণ বোঝা আমার ওপর চেপে রইল। আমি কাউণ্টের কাছে গেলাম, এবং কি ব্যাপার হয়েছে তাঁকে খুলে বললাম।

তাঁকে বললাম, 'আপনি বুঝবেন যে আমার হাতে এখন যে বাণীটি রয়েছে, তাতে আমার কর্তব্য হচ্ছে যথাসম্ভব দ্রুত ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়া।'

তাঁকে আরেকবার তাঁর আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে যে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসেছিলাম তারই পিঠে চড়লাম। তারপর, রাস্তা চিনিয়ে দেবার জন্য যে সহিসকে তিনি সঙ্গে দিয়েছিলেন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আমি

তুষার, শিলাবৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্য দিয়ে আমার পথ খুঁজে নিয়ে এগিয়ে চললাম। শেষকালে গিয়ে অ্যাজাক্‌শিও পৌছলাম। সেখান থেকে পরদিন আমি ইংলণ্ডে ফিরলাম।

ছয়

ফিরেই পরদিন ভোরে গেলাম প্রফেসর এন-এর বাড়িতে। গিয়ে দেখি গভীর হতাশায় তিনি ডুবে আছেন, ভুলে গেছেন অলংকরণ-শিল্প, কুমারী এক্‌স্ অনুপস্থিত।

আমি বললাম, 'বন্ধু, আপনাকে এই অবস্থায় দেখা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আপনার পক্ষ হয়ে কিছু-কিছু কাজ আমি করেছি, এবং গত রাত্রিতে কর্সিকা থেকে ফিরেছি। আমি সম্পূর্ণ সফল হই নি বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিফলও হই নি। আমি একটি বাণী বহন করে এনেছি, আপনার কাছে নয়, কুমারী এক্‌স্-এর কাছে। এটি তাকে স্বস্তি দেবে, না অস্বস্তি দেবে, বলতে পারি না। কিন্তু তাঁর হাতে এটি পৌছে দেওয়া আমার কর্তব্য। আপনি কি এমন ব্যবস্থা করতে পারেন যেন আপনার সামনেই এখানে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, কারণ চিঠিখানা আপনার সামনেই তাঁর হাতে দিতে হবে।'

তিনি বললেন 'তাই হবে।'

যে বৃদ্ধা 'হাউস-কীপার' তাঁর বাড়ির গৃহস্থালির সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করত, তাকে তিনি ডাকলেন। বৃদ্ধা এসে মনিবের অভিপ্রায় জানবার জন্য কাছে এসে দাঁড়াল।

তিনি বললেন, 'দেখ কুমারী এক্‌স্ কোথায় আছে, তারপর তাকে অবিলম্বে একটা জরুরি কাজের জন্য এখানে পাঠিয়ে দাও, বল যত অসুবিধাই থাকুক সে যেন অবশ্যই আসে।'

বৃদ্ধা চলে গেল। তিনি আর আমি বিমর্ষভাবে চুপচাপ বসে রইলাম। ঘণ্টাদুই বাদে ফিরে এসে সে বলল কুমারী এক্‌স্ কেমন একটা অস্বাভাবিক তন্দ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, বিছানা ছেড়ে উঠছিলেন না; কিন্তু প্রফেসর এন-এর বার্তা শুনে একটু বিষাদময় চেতনার ভাব তাঁর ফিরে এসেছে এবং তিনি বলেছেন অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি প্রফেসরের কাছে এসে পড়বেন।

বৃদ্ধা এ খবর জানাবার সঙ্গে-সঙ্গেই এসে উপস্থিত হলেন কুমারী এক্স্—মলিন মুখ, হতবুদ্ধি, ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টি, চলাফেরায় যেন প্রাণ নেই।'

আমি বললাম, 'মিস এক্স্, আপনার পরিচিত বলেই আমার বিশ্বাস, এ হেন এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি বার্তা আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া আমার কর্তব্য ; সেটি প্রিয় কি অপ্রিয় তা এখনো আমার জানা নেই।

বলে আমি তাঁর হাতে পার্চমেণ্ট-কাগজে-লেখা চিঠিটি দিলাম। সহসা যেন তিনি জীবন ফিরে পেয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেটা ধরে ফেললেন। মুহূর্তেকের ভেতর তিনি চিঠির লাইন ক'টির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন।

বললেন, 'হায় রে! আমি যে মুক্তি আশা করেছিলাম এ তা নয়। আমার দুঃখের কারণ এতে দূর হবে না, কিন্তু এর ফলে আমি রহস্যের আবরণ তুলে নিতে পারব। সে এক লম্বা কাহিনী, কিন্তু বলা শেষ হয়ে গেলেই আপনার মনে হবে কাহিনীটি আরেকটু লম্বা হলেই ভাল হত। কারণ কাহিনীটি বলা শেষ হয়ে গেলে তারপর বিভীষিকা আসবেই।'

কুমারী এক্স্ আরেকটু হলেই একেবারে ভেঙে পড়বেন দেখে প্রফেসর তাঁকে একমাত্রা ব্র্যাণ্ডি দিয়ে চাঙ্গা করে তুললেন। তারপর আমাদের একটা টেবিল ঘিরে বসিয়ে ধীর কণ্ঠে বললেন :

'তোমার কাহিনী শুরু কর, মিস এক্স্।'

সাত

কুমারী এক্স্ শুরু করলেন, 'আমি যখন কর্সিকা গেলাম—সে যাওয়া এত আগে বলে মনে হয়, যেন সে আরেক জীবন—আমি তখন ছিলাম সুখী এবং নিশ্চিন্ত। তখন আমি ভাবতাম শুধু আমার বয়সের উপযোগী আমোদ-আহ্লাদের কথা, নতুন-নতুন দৃশ্য আর সূর্যালোক দেখার আনন্দের কথা। প্রথম দর্শনেই কর্সিকা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পাহাড়ে-পাহাড়ে বহুক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ানো আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল, এবং আমার এই বেড়ানো প্রতিদিনই একটু-একটু করে বাড়াতাম। অকটোবর মাসের সোনালী সূর্যালোকে বনের পাতাগুলো নানান রঙে ঝলমল করত। অবশেষে আমি এমন একটা রাস্তায় এসে পড়লাম যা আমাকে নিয়ে গেল বন ছাড়িয়ে ফাঁকা পাহাড়ের ওপর।

'সারাদিন বেড়াতে-বেড়াতে আমি মহা বিস্ময়ে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম

পাহাড়ের চূড়ায় একটি বিরাট দুর্গ। দেখেই আমার কৌতূহল জাগল। হায় রে, এমনটি না হলেই ভালো হত। সে দিন এত দেরি হয়ে গিয়েছিল যে তখন আর ঐ বিস্ময়কর দালানটির দিকে অগ্রসর হবার মতো সময় ছিল না। কিন্তু পরদিন কিছু সাধারণ খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে নিয়ে আমি বেশ সকাল-সকাল রওনা হয়ে গেলাম এই সংকল্প করে, যে সম্ভব হলে এই জমকালো দালানটির রহস্য জেনে আসব। শরতের উজ্জ্বল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে আমি পাহাড় বেয়ে ক্রমেই উঁচু দিকে উঠতে লাগলাম। একটি মানুষের সঙ্গেও আমার দেখা হল না। আমি যখন সেই দুর্গটির কাছাকাছি গেলাম, তখন আমার মনে হল প্রাণের চিহ্নহীন এ পুরী যেন কোনো ঘুমন্ত সুন্দরীর।

'আমাকে ঠেলে নিয়ে চলল কৌতূহল, আমাদের আদি-জননী ইভের সেই মারাত্মক দোষটি। আমি দুর্গের দেয়ালের বাইরে ঘোরাঘুরি করে খুঁজতে লাগলাম কোনও পথ দিয়ে ভেতরে যাওয়া যায় কি-না। বহুক্ষণ ধরে আমার সন্ধান ব্যর্থ হল। আহা, যদি ব্যর্থ হয়েই থাকতো! কিন্তু দুষ্ট বিধাতার ইচ্ছা ছিল আলাদা রকম। তাই অবশেষে পেছন দিকের একটা ছোট্ট দরজা পেয়ে গেলাম, সেটা আমার হাতের একটু ঠেলা খেয়েই খুলে গেল। আমি একটি পরিত্যক্ত, অন্ধকার বহির্বাটিতে এসে পড়লাম। সেখানকার অন্ধকারে আমার চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেলে পর আমি দেখলাম ঘরের ও পাশের দরজা ভেজানো অবস্থায় হাঁ করে রয়েছে। আমি পা টিপে-টিপে দরজার কাছে গিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি দিলাম। যা দেখলাম তাতে আমি চমকে উঠলাম; আরেকটু হলেই বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠতাম।

'আমার চোখের সামনে দেখলাম এক বিরাট হল, যার একেবারে মাঝখানে একটি লম্বা কাঠের টেবিল ঘিরে বসে আছেন একদল গম্ভীর লোক; কতক বৃদ্ধ, কতক তরুণ, কতক মধ্যবয়সী, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের চেহারায় দৃঢ় সংকল্পের ছাপ, প্রত্যেকেরই চেহারা দেখে মনে হয় বিরাট-বিরাট কাজ করবার জন্যই এঁদের জন্ম। বিস্মিত হয়ে ভাবলাম, "এঁরা কারা?" আপনি শুনে বিস্মিত হবেন না যে আমি কিছুতেই সেখান থেকে সরে আসতে না পেরে সেই ছোট্ট দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথাগুলো শুনতে লাগলাম। সে দিন ছিল সেই আমার প্রথম পাপ, তাই থেকে পরে আমি যে পাপের কত গভীরে ডুবে গেলাম তা ভাবাও যায় না।

'প্রথমে আমি তাঁদের কথা বুঝতে পারছিলাম না, যদিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলছে এটা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে যখন আমার কান তাঁদের বাগভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠল, তাঁদের কথাগুলো আমি বুঝতে লাগলাম, আর প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে-সঙ্গে আমার বিস্ময় বেড়েই চলল।

'"তারিখটি সম্বন্ধে আমরা সবাই কি একমত?" সভাপতি প্রশ্ন করলেন।

'"সবাই আমরা একমত।" বহু কণ্ঠের জবাব শোনা গেল।

'"তাহলে তাই হোক।" বললেন সভাপতি। "আমি এই নির্দেশ দিচ্ছি যে বৃহস্পতিবার, ১৫ই নভেম্বরই দিন ধার্য হল। কার কি করণীয় এ বিষয়েও কি আমরা সবাই একমত?"

'"সবাই একমত।" আগেকার মতোই সমবেত কণ্ঠের জবাব।

'সভাপতি বললেন, "তাহলে আমরা যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি সেগুলোর আমি পুনরাবৃত্তি করব, তারপর সেগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করব, আপনারা তার ওপর ভোট দেবেন। এখানে উপস্থিত আমরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে মানবজাতি একটা ভয়ংকর ব্যাধিতে ভুগছে, সেই ব্যাধিটি হচ্ছে সরকারী শাসন। আমরা বিশ্বাস করি যে হোমারের যুগে মানুষ যে সুখ উপভোগ করত, এবং যে সুখ এই সৌভাগ্যবান দ্বীপে আমরা কিছু পরিমাণে বজায় রাখতে পেরেছি, মানুষ যদি সে সুখ ফিরে পেতে চায় তাহলে সর্বপ্রথমে দরকার সরকারী শাসনের বিলোপসাধন। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে শাসনের অবসান ঘটাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে শাসকদের বিলোপসাধন। আমরা এখানে একুশ জন উপস্থিত রয়েছি। পৃথিবীতে রাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্র আছে একুশটি, এ বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। বৃহস্পতিবার ১৫ই নভেম্বর আমরা প্রত্যেকে এই একুশটি রাষ্ট্রের একটির প্রধান শাসককে হত্যা করব। আপনাদের সভাপতিরূপে আমি বিশেষ অধিকারে নিজের জন্য বেছে নিচ্ছি এই একুশটির ভেতর সবচেয়ে কঠিন এবং বিপজ্জনক কাজের দায়িত্ব। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি······কিন্তু নামটা উচ্চারণ করবার কোনো প্রয়োজন নেই। এই একুশজন তাঁদের যথোচিত চরম ফল পেয়ে গেলেই যে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে, তা নয়। আরেকটি লোক আছে, সে এমন জঘন্য, এমন ভ্রান্ত, মিথ্যার প্রচারে এমন উৎসাহী যে তাকেও মরতেই হবে। কিন্তু আমাদের অন্য একুশ জন শিকারের মতো উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন লোক সে নয় বলে তার মৃত্যু ঘটাবার জন্য আমি নিযুক্ত করছি আমার অনুচরকে। আপনারা

বুঝতেই পারছেন আমি বলছি প্রফেসর এন-এর কথা। লোকটার এমন স্পর্ধা যে পণ্ডিতী পত্রপত্রিকায় তো বটেই, তাছাড়া এক বিরাট গ্রন্থে—আমাদের গুপ্তচর বিভাগের খবর, গ্রন্থটির রচনার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে—সে এই মত প্রকাশ করছে যে প্রাক-কেল্টিক অলংকরণ-শিল্প ইউরোপে বিস্তার লাভ করেছে লিথুয়ানিয়া থেকে, আমরা সবাই যে জানি কর্সিকা থেকে, তা নয়। এ লোকটিকেও মরতেই হবে।"

'ঠিক এই সময়ে' কুমারী এক্স্ কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগলেন, 'আমি আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারলাম না। আমার মহানুভব মনিবকে এত শীগগিরই মরতে হবে এ চিন্তা আমার গভীর মানসিক যন্ত্রণার কারণ হল, আমি নিজের অজ্ঞাতসারেই আর্তনাদ করে উঠলাম। ওঁরা সবাই দরজার দিকে তাকালেন। প্রফেসর এন-এর মৃত্যু ঘটাবার ভার যাকে দেওয়া হয়েছিল, তাকে বলা হল অনুসন্ধান করতে। আমি পালাতে পারলাম না, তার আগেই লোকটি আমায় ধরে ফেলে সেই একুশ জনের কাছে নিয়ে গেল। সভাপতি তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ভীষণভাবে ভ্রূকুটি করলেন।

'তিনি বললেন "কে তুমি এমন বেপরোয়া অন্যায়ভাবে আমাদের গোপন পরামর্শ সভায় অনধিকার প্রবেশ করেছো? মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার সময়ে কি উদ্দেশ্যে তুমি আড়ি পেতেছিলে? তোমার এই দুঃসাহসের উপযুক্ত শাস্তি মৃত্যু, সেই মৃত্যু এখনই এবং এখানেই তোমাকে কেন দেওয়া হবে না তার কোনো কারণ দেখাতে পারো?" '

এইখানটায় কুমারী এক্স্ ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, মনে হল তিনি দুর্গের সেই মহা গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের কাহিনী আর শোনাতে পারছেন না। কিছুক্ষণ বাদে তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে আবার কাহিনী শোনাতে লাগলেন। বললেন:

'এইবারে আমি আসছি আমার কাহিনীর সবচেয়ে বেদনাদায়ক অংশে। পরমেশ্বরের এ এক পরম করুণা যে ভবিষ্যৎ আমাদের দৃষ্টির আড়ালে লুকানো। শয্যায় অবসন্ন আমার মা যখন আমার প্রথম কান্না শুনেছিলেন তখন তিনি ভাবতেই পারেন নি তাঁর নবজাত কন্যার বরাতে এই ভবিষ্যৎ লেখা আছে। সেক্রেটারিয়াল কলেজে যখন ভর্তি হলাম, তখন ভাবতে পারি নি তার ফল এই হবে। স্বপ্নেও ভাবি নি পিটম্যানের শর্টহ্যাণ্ড আমাকে ফাঁসীর মঞ্চে পৌঁছে দেবে। কিন্তু বৃথা দুঃখ করে সময় নষ্ট করলে চলবে না। যা করা হয়ে গেছে

তা করা হয়ে গেছে, এখন আমার কর্তব্য হচ্ছে সোজাসুজি গল্পটি বলে যাওয়া, অকারণ অনুশোচনা বাদ দিয়ে।

'সভাপতি যখন আমাকে দ্রুত মৃত্যুর কথা বললেন, তখন আমি তাকালাম বাইরের মনোরম সূর্যালোকের দিকে। মনে পড়ে গেল যৌবনের নিরুদ্বেগ বছরগুলোর কথা। মনে পড়ল সেই ভবিষ্যৎ সুখের সম্ভাবনার কথা, যা সেদিনই ভোরবেলায় নির্জন পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে-উঠতে আমি ভাবছিলাম। আমার কল্পনায় ভেসে উঠল গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টি, শীতকালের আগুনের ধার, বসন্তের মাঠ আর বীচ গাছের বনে শরতের ছবি। ভাবলাম সরল শৈশবের সোনালী বছরগুলোর কথা, যারা চলে গেছে, আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। থেকে-থেকে মনে জাগতে লাগল তার সরম-রাঙা স্মৃতি, যার চোখে প্রেমের আলো দেখেছিলাম বলে মনে হয়েছিল। এক মুহূর্তের ভেতর আমার মনে এত কথা খেলে গেল। আমি ভাবলাম "জীবন বড় মধুর। আমার এখন সবেমাত্র যৌবন, জীবনের সেরা দিনগুলি রয়ে গেছে সামনে। নানা সুখ আর নানা দুঃখের টানাপোড়েনে জীবন গড়া, সেই সুখদুঃখের পরিচয় না পেয়ে এভাবে অকালে জীবন থেকে ছিন্ন হতে হবে আমাকে ? না, এ অসহ্য। এখনো যদি আমার জীবনকাল প্রলম্বিত করবার কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকে, আমি সে উপায়টিকেই আঁকড়ে ধরব, তাতে যদি নিজের সম্মান বিসর্জন দিতে হয় তাও দেব।" শয়তান যখন আমার মনে এই জঘন্য সংকল্প জাগাল, আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে সংযত করে শান্তকণ্ঠে বললাম "মাননীয় মহাশয়, আমি না জেনে অন্যায় করে ফেলেছি, এ আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। ঐ মারাত্মক দরজার ফাঁক দিয়ে আমি যখন ভেতরে উঁকি দিয়েছিলাম তখন আমার মনে কোনো রকম দুষ্টবুদ্ধি ছিল না। আপনি যদি আমাকে প্রাণে বাঁচতে দেন, আমি আপনার যে-কোনো আদেশ পালন করব। আমি আপনার করুণা ভিক্ষা চাইছি। আমার মতো এক রূপসী যুবতী অকালে মৃত্যুর গহ্বরে বিলুপ্ত হবে এ আপনার কাম্য হতে পারে না। আমাকে শুধু বলুন আপনার কি ইচ্ছা, আমি তা পালন করব।" তিনি আমার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকালেন তা ঠিক বন্ধুত্বপূর্ণ নয়, তবু আমার মনে হল তার মন যেন একটু নরম হয়েছে। তিনি বাকি কুড়ি জনের দিকে তাকিয়ে বললেন,—"তোমাদের কি ইচ্ছা ? আমরা কি এখনই ন্যায়বিচারের দণ্ড কার্যকরী করব, না একে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন করব ? এ বিষয়টি আমি ভোটের জন্য উপস্থাপিত করছি।" দশ জন অগ্নিপরীক্ষার পক্ষে।

সভাপতি বললেন, "শেষ মীমাংসার ভোটটি আমার। আমি ভোট দিচ্ছি অগ্নিপরীক্ষার পক্ষে।"

'তারপর আবার আমার দিকে ফিরে তিনি বলতে লাগলেন, "তুমি বাঁচতে পার, কিন্তু কয়েকটি সর্তে। এই সর্তগুলি কি, তাই আমি এখন তোমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেব। সর্বপ্রথমে তোমাকে একটি মহান শপথ গ্রহণ করতে হবে—এই ঘরে তুমি যা জানতে পেরেছ তা কথায়, কাজে, আকারে-ইঙ্গিতে কোনো ভাবেই প্রকাশ করবে না। শপথবাণীটি আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি, তোমাকেও তা আমার সঙ্গে-সঙ্গে উচ্চারণ করে যেতে হবে। বলো ঃ

"জোরোয়াস্তার এবং ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষের দাড়ির নামে ; উরিয়েন্‌স্‌, পেমন, এগিন এবং আমেমনের নামে ; মার্বুয়েল, আসিয়েল, বার্বিয়েল, মেফিস্টোফিয়েল এবং আপাডিয়েলের নামে ; ডিরাকিয়েল, অ্যামনোডিয়েল, অ্যামুডিয়েল, টাগ্রিয়েল, গেলিয়েল এবং রেকুইয়েলের নামে ; এবং নরকের চার অপদেবতার নামে আমি শপথ করিতেছি যে আমি এই ঘরে যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহার আভাসমাত্রও কোনো রকমেই প্রকাশ করিব না।"

আমি গম্ভীরভাবে এই শপথবাণী উচ্চারণ করবার পর তিনি আমাকে বললেন এ হল আমার অগ্নিপরীক্ষার প্রথম অংশমাত্র, এবং আমি হয়তো তখনো এর বিশালত্ব পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারি নি। যে নারকীয় নামগুলোকে আমি আহ্বান করেছি তাদের প্রত্যেকেরই নির্যাতন করবার একটি আলাদা নিজস্ব শক্তি আছে। তাঁর নিজের ভেতরে যে যাদুশক্তি রয়েছে, তার সাহায্যে তিনি এই অপদেবতাগুলোর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। আমি আমার শপথ ভঙ্গ করলে এরা প্রত্যেকেই তার নিজের বিভিন্ন শক্তি প্রয়োগ করে অনন্তকাল ধরে আমাকে দুঃসহ যন্ত্রণা দিতে থাকবে। কিন্তু, তিনি বললেন, এ নাকি আমার শাস্তির অতি সামান্য অংশ মাত্র।

'তিনি বললেন, "এবার আমি আসছি আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে।"

'অনুচরের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "পেয়ালাটা দাও তো।"

'এ অনুষ্ঠানটি অনুচরের জানা ছিল। সে পেয়ালাটা এগিয়ে দিল সভাপতির হাতে।

'সভাপতি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ হল এক পেয়ালা ষাঁড়ের রক্ত। তোমাকে এর শেষ বিন্দুটুকু নিঃশেষে পান করতে হবে, এবং পান করবার সময় নিঃশ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ করে থাকতে হবে। এ যদি না পার তাহলে তুমি সঙ্গে-সঙ্গে একটি গরুতে পরিণত হবে, এবং যে ষাঁড়ের রক্ত তুমি বিধিমতো

পান করতে অকৃতকার্য হয়েছ তার ভূত চিরকাল তোমাকে তাড়া করে বেড়াবে।” আমি তাঁর হাত থেকে পেয়ালাটি নিয়ে একটি গভীর শ্বাস গ্রহণ করলাম, তারপর চোখ বন্ধ করে এক চুমুকে সেই জঘন্য পানীয় গিলে ফেললাম।

‘তিনি বললেন, “অগ্নিপরীক্ষার তিন ভাগের দু ভাগ পূর্ণ হল। শেষ অংশটা আরেকটু বেশি অসুবিধাজনক। আমরা স্থির করেছি, আর তুমি দুর্ভাগ্যক্রমে তা জেনে ফেলেছ, যে আগামী মাসের পনেরো তারিখে একুশটি রাষ্ট্র-শাসকের মৃত্যু হবে। আমরা এও ঠিক করেছিলাম যে আমাদের জাতির গৌরব দাবী করছে প্রফেসর এন-এর মৃত্যু। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছিল আমাদের একুশ জনের ভেতর একজন এই অতি সঙ্গত কাজটির ভার নিলে সামঞ্জস্যের একটু হানি ঘটবে। তোমার উপস্থিতি টের পাবার আগে এ কাজের ভার আমি চাপিয়েছিলাম আমার অনুচরের ওপর। কিন্তু তোমার আবির্ভাব নানা দিক দিয়ে অবাঞ্ছনীয় হলেও আমাদের কাজটি পরিচ্ছন্নভাবে সম্পন্ন করবার একটি চমৎকার সুযোগ দিয়েছে; সে সুযোগ অবহেলা করা বুদ্ধির কাজ হবে না, কলাসম্মতও হবে না। এ কাজটা করবে আমার অনুচর নয়, তুমি। এবং গোপনতা রক্ষা করবার জন্য তুমি যেভাবে শপথ গ্রহণ করেছিলে, এ কাজটি সম্পন্ন করবার জন্যও তোমাকে সেই ভাবেই শপথ গ্রহণ করতে হবে।”

‘আমি বললাম, “মহাশয়, আমার ওপর এই ভয়ংকর দায়িত্ব চাপাবেন না। আপনি অনেক জানেন, কিন্তু সন্দেহ হয় আপনি জানেন কিনা যে প্রফেসর এন-এর গবেষণায় তার সহায়তা করাই ছিল আমার কর্তব্য এবং আনন্দ। তাঁর কাছ থেকে আমি বরাবর সদয় ব্যবহারই পেয়েছি। হতে পারে অলংকরণ-শিল্প সম্বন্ধে তাঁর মতামত আপনার ইচ্ছানুরূপ নয়। আপনি যদি আমাকে আগেকার মতোই তাঁর সেবা করে যেতে দেন, তাহলে আমি ধীরে-ধীরে তাঁকে তাঁর ভুল ধারণাগুলো থেকে মুক্ত করতে পারি। তাঁর চিন্তাধারার গতির ওপর আমার যে কিছুটা প্রভাব নেই তা নয়। তাঁর সঙ্গে কয়েক বছরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ফলে আমি বুঝতে পেরেছি তাঁর ঝোঁক কি করে ইচ্ছামতো এ দিকে বা ও দিকে ঘোরানো যায়, এবং আমার বিশ্বাস আছে আপনি আমাকে সময় দিলেই আমি প্রাক-কেল্টিক অলংকরণ-শিল্পে কসিকার অবদানসম্পর্কে আপনার যে মত তাঁকেও সেই মতেই টেনে আনতে পারি। এই বুড়ো ভালো মানুষটিকে আমি বন্ধু বলেই ভেবে এসেছি, তিনিও আমার প্রতি অনুরূপ ভাবই পোষণ করে এসেছেন, এবং সেটা বিনা কারণেও নয়। আপনি আমাকে দিয়ে যেসব

অপদেবতার আবাহন করিয়েছেন, এই বৃদ্ধকে হত্যা করার কাজটা আমার কাছে প্রায় তাদের তাড়ার মতোই ভয়ংকর হবে। সত্যি বলতে কি, আমার সন্দেহ হচ্ছে প্রাণ বাঁচাবার জন্য এই মূল্য দেওয়া উচিত হবে কিনা।"

'তিনি বললেন, "না গো মেয়ে, তা নয়। আমার ভয় হচ্ছে তুমি এখনো ভ্রান্ত কল্পনায় মশগুল রয়েছ। যে শপথ তুমি গ্রহণ করেছ তা পাপপূর্ণ এবং ঈশ্বরবিরোধী, তার ফলে তুমি এখন নিজেকে চিরদিনের জন্য সেই অপদেবতাদের শক্তির অধীন করে ফেলেছ, যদি না আমি আমার যাদুশক্তি দিয়ে তাদের বাধা দিয়ে সংযত করি। এখন তোমার আর পালাবার পথ নেই। তোমাকে হয় আমার হুকুম তামিল করতে হবে, না-হয় দুর্ভোগ ভুগতে হবে।" আমি কাঁদলাম, দয়া ভিক্ষা করলাম, নতজানু হয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, "দয়া করুন আমাকে।" কিন্তু তিনি অবিচলিত রইলেন, বললেন, "আমার যা বলবার আমি বলে দিয়েছি। যে পনেরোটি অপদেবতাকে তুমি ডাক দিয়েছ, তাদের প্রত্যেকের পনেরো রকম অত্যাচারের যন্ত্রণা যদি ভোগ করতে না চাও, তাহলে তাদেরই সেই ভয়ংকর নামগুলো আবার উচ্চারণ করে আমার কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে তোমাকে শপথ নিতে হবে যে আগামী মাসের পনেরো তারিখে তুমি প্রফেসর এন-এর মৃত্যু ঘটাবে।"

'হায় প্রফেসর, আমার এ অপরাধ ক্ষমা করা আপনার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু দুর্বলমনা আমি এই দ্বিতীয় শপথটি গ্রহণ করলাম। সেই পনেরো তারিখ,—এখন আর আগামী মাসের নয়, এ মাসের—দ্রুত এগিয়ে আসছে। সেই দিনটি যখন আসবে, তখন আমার সেই ভয়ংকর শপথের ভীষণ পরিণাম থেকে কি করে রক্ষা পাব তা আমি বুঝতে পারছি না। সেই ভয়ংকর দুর্গ থেকে বেরিয়েই আমি অনুতাপানলে দগ্ধ হতে লাগলাম, এবং সেই থেকে তার নিদারুণ জ্বালায় আমার ভেতরটা জলে যাচ্ছে। যদি নিশ্চিত হতে পারতাম যে পনেরোটি অপদেবতার পনেরো রকমের অত্যাচার ভোগ করলেই আমার কর্তব্য পালন করা হবে, আমি সানন্দে সে যন্ত্রণা ভোগ করতাম। কিন্তু আমি শপথ গ্রহণ করেছি, সম্মান এবং ধর্মের দাবি মেনে সে শপথ আমার পালন করা উচিত। কোনটি বৃহত্তর পাপ—যে ভালো মানুষটিকে আমি শ্রদ্ধা করি তাঁকে হত্যা করা, না সম্মানবুদ্ধির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে শপথ ভঙ্গ করা? আমি তা জানি না। কিন্তু প্রফেসর, আপনি জ্ঞানী পুরুষ, আমি নিশ্চয় জানি আপনি আমার সংশয় নিরসন করে আমার কর্তব্যের পথটি পরিষ্কাররূপে দেখিয়ে দেবেন।'

আট

কুমারী এক্স্-এর কাহিনী যখন চরম সীমায় উঠল, তখন প্রফেসর একটু বিস্ময়করভাবেই প্রফুল্লতা এবং প্রশান্তি ফিরে পেলেন। বুকের ওপর দুটি হাত ভাঁজ করে সম্পূর্ণ প্রশান্ত ভঙ্গিতে সদয় হাসি হেসে তিনি কুমারী এক্স্-এর প্রশ্নের জবাব দিলেন। বললেন:

'বৎসে, পৃথিবীর কোন কিছুর জন্যই সম্মানবুদ্ধির নির্দেশকে অমান্য করা চলে না। তোমার ক্ষমতার ভেতর থাকলে তুমি নিশ্চয় তোমার শপথ পালন করবে। আমার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে; আমার জীবনে বাকি বছরগুলো থাকলেও তারা বিশেষ কিছু কাজে লাগত না। আমি তাই তোমাকে বেশ জোর দিয়েই বলব, যদি কোন উপায়ে সম্ভব হয় তোমার শপথ রক্ষা করাই তোমার কর্তব্য। কিন্তু তোমার সম্মানবোধের ফলে তোমাকে ফাঁসীকাঠে প্রাণ দিতে হলে আমার পক্ষে সেটা অত্যন্ত দুঃখের কারণ হবে। একটি জিনিষ আছে, শুধু একটি জিনিষ, যা তোমাকে তোমার শপথ থেকে মুক্তি দিতে পারে, সেটি হচ্ছে বাস্তব অসম্ভবতা। মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করা অসম্ভব।'

এই বলে তিনি দুটি আঙুল প্রথমে তাঁর ওয়েস্টকোটের পকেটের ভেতরে একবার ঢুকিয়েই তারপর বিদ্যুদ্বেগে ঢুকিয়ে দিলেন মুখের ভেতর। মুহূর্তের ভেতর তিনি মারা গেলেন।

কুমারী এক্স্ তাঁর মৃতদেহের ওপর পড়ে আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, 'আপনি আমার জীবনের জন্য নিজের জীবন বলি দিলেন। এখন কি করে আমি দিনের আলো সহ্য করব? কেমন করে সইব সেই লজ্জা, সূর্যালোকের প্রতিটি ঘণ্টা এবং আনন্দ অনুভূতির প্রতিটি মুহূর্ত যা আমার মনের গহনে বয়ে আনবে? না, এ যন্ত্রণা আর এক মুহূর্ত আমি সইতে পারছি না।'

এই বলে কুমারী এক্স্ প্রফেসরের সেই পকেটেই হাত ঢুকিয়ে দিয়ে প্রফেসর যা করেছিলেন তাই করলেন, এবং মারা গেলেন।

আমি বললাম, 'আমার জীবন ধারণ বৃথা হয় নি, কারণ চোখের সামনে আমি দুটি মহৎ মৃত্যু দেখলাম।' কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল আমার কাজ এখনো শেষ হয় নি, কারণ, আমার মনে হল, পৃথিবীর অপদার্থ শাসক-গুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতেই হবে। অনিচ্ছুক পদক্ষেপে এগিয়ে চললাম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দিকে।

ইনফ্রা-রেডিও স্কোপ
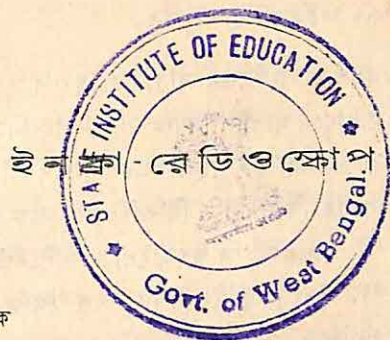
এক

লেডি মিলিসেন্ট পিণ্টার্ক, বন্ধুমহলে যিনি সুন্দরী মিলিসেন্ট নামেই পরিচিত তাঁর শৌখিন নিভৃত কক্ষে একা আরাম-কেদারায় বসে ছিলেন। সে কক্ষের সবগুলো চেয়ার আর সোফাই নরম ; বিজলী বাতিও আবরণ দিয়ে মৃদু করা ; তাঁর পাশে একটি ছোট টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে ছিল একটি ঘাগরা-পরা বড় পুতুল। দেয়ালগুলো ঢাকা ছিল জল-রঙের ছবি দিয়ে, প্রত্যেকটি ছবিতে নাম স্বাক্ষর করা 'মিলিসেন্ট'। ছবিগুলি আলপস্ পাহাড়, ভূমধ্যসাগরের ইতালীয় উপকূল, গ্রীসের দ্বীপপুঞ্জ এবং টেনেরিফ দ্বীপের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের। আরেকটি জল-রঙের ছবি ছিল তাঁর হাতে, তিনি সেটিকে খুব যত্ন করে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। অবশেষে তিনি পুতুলটির দিকে হাত বাড়িয়ে একটি বোতাম টিপলেন। পুতুলটির মাঝখানে ফাঁক হয়ে গেল, দেখা গেল ভেতরে রয়েছে একটি টেলিফোন। তিনি রিসিভারটি তুলে নিলেন। সেই তোলার ভঙ্গিতে তাঁর স্বভাবসুলভ মাধুর্য ফুটে উঠলেও তাতে একটু যেন উত্তেজনার ভাব দেখা যাচ্ছিল, যা থেকে মনে হচ্ছিল তিনি এইমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি একটি নম্বর চাইলেন, এবং সেটি পেয়েই বললেন, 'আমি স্যার বালবাসের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

স্যার বালবাস ফ্রুটিগার সারা পৃথিবীতে খ্যাত ছিলেন 'ডেলি লাইটনিং' নামক দৈনিক কাগজটির সম্পাদকরূপে। শাসনভার যে রাজনৈতিক দলের হাতেই থাকুক না কেন, তিনি সর্বদাই আমাদের দেশের ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম বলে পরিগণিত হতেন। জনসাধারণ থেকে তাঁকে আড়াল করে রাখতেন একজন সেক্রেটারি এবং ছয় জন সেক্রেটারির সেক্রেটারি। খুব অল্প লোকই তাঁকে ফোনে ডাকতে সাহস পেতেন, এবং এই খুব অল্পদের ভেতরও একটি অতি ক্ষুদ্র অংশই ফোনে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারতেন। নিশাযোগে তিনি যে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন, তা এত মূল্যবান যে তিনি কোনো রকমের

ব্যাঘাত চাইতেন না। পাঠকদের শান্তিভঙ্গ করবার নানা রকম পরিকল্পনা উদ্ভাবনে মাথা খাটাবার সময় তিনি নিজের শান্তির কোনো রকম ব্যাঘাত ঘটতে দেবেন না, এই ছিল তাঁর নীতি। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে গড়া এই বেষ্টনী সত্ত্বেও তিনি লেডি মিলিসেণ্টের ডাকে সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া দিলেন।

বললেন, 'কি খবর, লেডি মিলিসেণ্ট ?'

'সব কিছু তৈরি।' বলে লেডি মিলিসেণ্ট যথাস্থানে রিসিভার রেখে দিলেন।

দুই

এই ছোট্ট কয়েকটি কথার আগে রয়েছে অনেক প্রস্তুতির ইতিহাস। সুন্দরী মিলিসেণ্টের স্বামী স্যার থিওফিলাস পিণ্টার্ক ছিলেন অর্থনৈতিক জগতের নেতৃস্থানীয়দের একজন, অসামান্য ধনী, কিন্তু তাঁর দুঃখ ছিল পৃথিবীতে এখনো তাঁর সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী রয়ে গেছে, যাঁদের ওপর আধিপত্য করতে পারলে তিনি খুশি হতেন। তখনো এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা তাঁর সঙ্গে সমানে-সমানে দাঁড়াতে পারতেন, এবং টাকার লড়াইতে তাঁদের কেউ-কেউ হয়তো জিতেও যেতে পারতেন। তাঁর চরিত্রটি ছিল নেপোলিয়নের মতো; তিনি খুঁজতেন এমন উপায় যার দ্বারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত এবং প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তিনি বুঝেছিলেন যে অর্থের শক্তিই বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র বড় শক্তি নয়, এবং ভেবে দেখেছিলেন আরো তিনটি মহাশক্তি রয়েছে, যথা: সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন,এবং—যদিও তাঁর সমপেশাধারীরা এর শক্তিকে প্রায়ই ছোট করে দেখেন—বিজ্ঞান। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে বিজয়ী হতে হলে ঘটাতে হবে এই চারটি শক্তির সমবায়; এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি চারজনের একটি গুপ্ত গোষ্ঠী গঠন করলেন।

এই গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান হলেন তিনি নিজে। ক্ষমতায় এবং মর্যাদায় তাঁর পরই হলেন স্যার বালবাস ফুটিগার, যাঁর নীতি ছিল: 'জনসাধারণ যা চায় তাদের তাই দাও।' তাঁর খবরের কাগজগুলো সবই এই নীতি অনুসারে পরিচালিত হত। এই গোষ্ঠীর তিন নম্বর সদস্য হলেন বিজ্ঞাপন-জগতের একচ্ছত্র অধিপতি স্যার পাবলিয়াস হার্পার। যারা সাময়িক হলেও বাধ্যতামূলক আলস্যে লিফ্‌টে ওঠানামা করত, তারা ভাবত আর কিছু করবার থাকে না

বলে তারা যাদের বিজ্ঞাপন পড়ে সেই বিজ্ঞাপনদাতারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু তাদের এ ধারণা ছিল ভুল। সমস্ত বিজ্ঞাপন এসে জমা হত একটি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে, এবং সেখান থেকে কোন বিজ্ঞাপন কোথায় যাবে তা ঠিক করে দিতেন স্যার পাবলিয়াস হার্পার। তাঁর যদি ইচ্ছা হত, আপনার তৈরি দাঁতের মাজন বিজ্ঞাপিত হবে, তাহলে তা বিজ্ঞাপিত হত; যদি তাঁর ইচ্ছা না হত তাহলে তা যতই ভালো হোক না কেন, অজানাই থেকে যেত। ব্যবহারের বিভিন্ন জিনিষ সুপারিশ করার বদলে যাঁরা তৈরি করার মতো বোকামি করতেন, তাঁদের সৌভাগ্যবান করা বা পথে বসাবার ক্ষমতা ছিল তাঁর হাতের মুঠোয়। স্যার বালবাসের প্রতি স্যার পাবলিয়াসের এক ধরনের করুণামিশ্রিত ঘৃণা ছিল। তাঁর ধারণা ছিল স্যার বালবাসের নীতিটি অত্যন্ত বেশী রকম বিনীত, যো হুকুম ধরনের। স্যার পাবলিয়াসের নীতি ছিল: 'তুমি যা দিতে পার, জনসাধারণকে দিয়ে তাই চাওয়াও।' এই ব্যাপারে তিনি বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছিলেন। অনেক অতি বাজে শ্রেণীর মদ অতি প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হত কারণ তিনি যখন সাধারণকে বলতেন যে এই মদগুলো উপাদেয়, তাঁর কথা অবিশ্বাস করবার মত সাহস হত না সাধারণ মানুষের। যেখানে হোটেলগুলো নোংরা, যাত্রিনিবাসগুলো মলিন এবং সমুদ্রও পূর্ণ জোয়ারের সময় ছাড়া সর্বদাই কর্দমাক্ত, সমুদ্র উপকূলের এ হেন জায়গাগুলিও স্যার পাবলিয়াসের কার্যকলাপের ফলে ওজোন, উত্তাল সমুদ্র এবং অতলান্তিকের স্বাস্থ্যপদ বাতাসের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠল। সাধারণ নির্বাচনের সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো এঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মিদের উদ্ভাবনী প্রতিভার শরণ নিতেন; কমিউনিস্ট ছাড়া অন্য যে-কোনো দল তাঁর দাবীমতো দাম দিতে পারলেই এই প্রতিভার সহায়তা পেতেন। দুনিয়ার হালচালসম্পর্কে ওয়াকিবহাল কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্যার পাবলিয়াসের সহায়তা ছাড়া কোনো প্রচার-অভিযান শুরু করবার কথা স্বপ্নেও ভাবতেন না।

সাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচার-অভিযানে স্যার বালবাস এবং স্যার পাবলিয়াস পরস্পরের সঙ্গে প্রায়ই যুক্ত থাকলেও চেহারায় ছিলেন দু জনে দু জনের বিপরীত। দুজনেই নিজেদের বেশ তোয়াজে রাখতেন, দু জনেই ছিলেন শৌখিন জীবনবিলাসী। কিন্তু স্যার বালবাসের প্রফুল্ল, স্নিগ্ধ, চেহারাতেই তা ফুটে উঠত আর স্যার পাবলিয়াস ছিলেন একটু রোগা এবং রুক্ষ চেহারার। স্যার পাবলিয়াসের পরিচয় জানা না থাকলে তাঁকে দেখে মনে হতে পারত তিনি অতীন্দ্রিয় দিব্যদৃষ্টির জন্য একাগ্র সাধনা করছেন। কোনো আহার্য বা পানীয় জিনিষের বিজ্ঞাপনে

তাঁর চেহারার ছবি ব্যবহার করা যেত না। যাই হোক, প্রায়ই যখন এঁরা দু জন এক সঙ্গে খানা খেতেন কোন নতুন বিজয়ের পরিকল্পনা বা নীতি পরিবর্তনের জন্য পরামর্শ করবার উদ্দেশ্যে, তাঁরা আশ্চর্য রকমে একমত হয়ে যেতেন। একে অন্যের মনের গতিবিধি বেশ ভালোই বুঝতেন; দু জনেই বুঝতেন এঁদের একের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করতে অপরের সহায়তার প্রয়োজন। স্যার পাবলিয়াস বুঝিয়ে দিতেন স্যার বালবাস একটি ছবির কাছে কতটা ঋণী। ছবিটিতে সুন্দর চেহারায় সুসজ্জিত একদল যুবক-যুবতী, প্রত্যেকের হাতে একখণ্ড 'ডেলি লাইটনিং' পত্রিকা, অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে একজন অপরিণতমস্তিষ্ক লোকের দিকে, যে 'ডেলি লাইটনিং' পড়ে না। ছবিটি দেখা যেত রাস্তার ধারে সবগুলো বড়-বড় বিজ্ঞাপনের জায়গায়। স্যার পাবলিয়াসের কথার পালটা জবাবে স্যার বালবাস বলতেন, 'তা বটে। কিন্তু কানাডার জঙ্গলগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব দখল করবার জন্য আমার কাগজ-গুলোতে যে বিরাট আন্দোলন চালিয়েছিলাম, তা না চালালে আজ আপনি কোথায় থাকতেন? কাগজ না মিললে আপনি কোথায় থাকতেন, আর আমি যদি আমাদের অতলান্তিকের ওপরের সেই মহা উপনিবেশটিতে সেই মোক্ষম নীতিটি চালিয়ে না যেতাম, তাহলে কাগজ আপনার মিলতই বা কি করে?' আহারের শেষ পর্ব পর্যন্ত তাঁদের দু জনের ভেতর এই ধরনের প্রীতিপূর্ণ কথার লড়াই চলত; তারপর তাঁরা দু জনেই গুরুগম্ভীর হয়ে যেতেন, তাঁদের পারস্পরিক সহযোগিতাও আরো জোরালো এবং সৃজনশীল হয়ে উঠত।

তাঁদের গুপ্ত গোষ্ঠীর চার নম্বর সদস্য পেনড্রেক মার্ক্‌ল্ ছিলেন অন্য তিন জন থেকে একটু আলাদা ধরনের। তাঁকে গোষ্ঠীতে নেওয়া উচিত হবে কি-না সে বিষয়ে স্যার বালবাস এবং স্যার পাবলিয়াসের মনে কিছুটা সন্দেহ ছিল, কিন্তু তাঁদের সেই সন্দেহের আপত্তি বাতিল করে দিয়েছিলেন স্যার থিওফিলাস। এঁদের সন্দেহ কিন্তু অযৌক্তিক ছিল না। প্রথমতঃ, অন্যান্য তিন জনের মতো পেনড্রেক মার্কল নাইট হবার সম্মান লাভ করেন নি, অর্থাৎ 'স্যার' হন নি। এ ছাড়াও তাঁর সম্পর্কে আরো গুরুতর আপত্তি ছিল। তাঁর ঔজ্জ্বল্য আছে এ কথা কেউই অস্বীকার করতেন না, কিন্তু কিছু-কিছু বিচক্ষণ ব্যক্তি সন্দেহ করতেন, তিনি অপ্রকৃতিস্থ, তাঁর মাথার ঠিক নেই। তাঁর নাম কোনো কোম্পানীর প্রস্‌পেকটাসে ছাপা হলে সে কোম্পানীর শেয়ার বিক্রির পক্ষে সহায়ক হত না। স্যার থিওফিলাস কিন্তু তাঁকে জোর করেই গোষ্ঠীতে নেওয়ালেন দুটি কারণে: অদ্ভুত ধরনের আবিষ্কারে

তাঁর মস্তিষ্কের উর্বরতা ছিল অসামান্য, এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতো তাঁর মনে কোনো রকম নৈতিক খুঁতখুঁতে বাতিকের বালাই ছিল না।

মানুষ জাতটার ওপর তাঁর একটা আক্রোশের ভাব ছিল। যারা তাঁর ইতিহাস জানতেন তাঁরা এর কারণ বুঝতেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন নন-কনফর্মিস্ট অর্থাৎ প্রচলিত ধর্মপ্রণালী থেকে ভিন্ন প্রণালীতে বিশ্বাসী ধর্মযাজক ; তাঁর ধর্মনিষ্ঠা ছিল অসাধারণ! তিনি বালক পেনড্রেককে শোনাতেন এলিশার শাপের ফলে ভালুকদের হাতে পড়ে কতকগুলো শিশু টুকরো-টুকরো হয়ে মরল সেই কাহিনী, তাকে বোঝাতেন এলিশা ঠিকই করেছিল। সব রকমেই তিনি ছিলেন অতীত যুগের এক জীবন্ত স্মরণচিহ্ন। বিশ্রামদিবসের প্রতি সম্ভ্রম এবং বাইবেলের প্রতিটি শব্দের আক্ষরিক ব্যাখ্যায় দ্বিধাহীন বিশ্বাস তার গৃহের সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে ফুটে উঠত। বালক বয়সেই পেনড্রেক বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছিলেন। একদিন হঠাৎ সম্ভাব্য ফলাফল চিন্তা না করে তিনি তাঁর বাবাকে প্রশ্ন করে ফেলেছিলেন খরগোশ রোমন্থন করে এ কথা বিশ্বাস না করলে খাঁটি খৃষ্টান হওয়া অসম্ভব কি-না। ফলে বাবার হাতে তিনি এমন বেদম মার খেয়েছিলেন যে এক সপ্তাহ তিনি বসতে পারেন নি। এই ধরনের সতর্ক শাসনের আওতায় বেড়ে উঠেও তিনি রাজি হলেন না তাঁর বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী নন-কনফর্মিস্ট ধর্মযাজক হতে। স্কলারশিপ পেয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করলেন উচ্চতম সম্মানসহ। তাঁর প্রথম গবেষণার ফলটি চুরি করে তাঁর অধ্যাপক তাঁরই দৌলতে রয়েল সোসাইটির একটি পদক পেলেন। তিনি যখন নালিশ জানাতে গেলেন, কেউ তাঁকে বিশ্বাস করলেন না, সবাই ভেবে নিলেন তিনি একটি অসভ্য চাষা। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে তিনি হলেন সন্দেহ-ভাজন। এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি হয়ে উঠলেন তিক্তহৃদয় মানববিদ্বেষী। এর পর থেকে তিনি হুঁসিয়ার হলেন কেউ যেন আর তাঁর কোন আবিষ্কার চুরি করে নিতে না পারে। পেটেন্ট সম্পর্কে গোপন লেনদেনের অনেক কদর্য কাহিনী শোনা গেল কিন্তু প্রমাণিত হল না। কাহিনীতে-কাহিনীতে অমিলও ছিল, এবং কাহিনীগুলোর মূলে কতটা সত্য ছিল তা কেউ জানতেন না। যাই হোক, অবশেষে তিনি যথেষ্ট টাকার মালিক হয়ে একটি নিজস্ব ল্যাবরেটরি করলেন, তাতে কোন সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি ঢুকতে দিতেন না। ক্রমে তাঁর কৃতিত্ব অনেকের অনিচ্ছাকে ব্যর্থ করে স্বীকৃতি আদায় করে নিল। শেষকালে সরকারের তরফ থেকে তাঁকে অনুরোধ করা হল তিনি যেন রোগবীজাণুর

সাহায্যে যুদ্ধের উন্নততর পদ্ধতির আবিষ্কারে তাঁর প্রতিভা নিয়োগ করেন। তাঁর জবাব হল—সবারই কাছে সে জবাব অত্যন্ত অদ্ভুত বলে মনে হল—তিনি রোগবীজাণুতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। অনেকেই সন্দেহ করলেন তাঁর অমন জবাবের আসল কারণ হচ্ছে তিনি ঘৃণা করেন শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজের প্রতিটি শক্তিকে,—প্রধানমন্ত্রী থেকে অতি সাধারণ পাহারাওয়ালা পর্যন্ত।

বিজ্ঞান জগতে প্রত্যেকেই তাঁকে অপছন্দ করতেন কিন্তু তাঁকে আক্রমণ করতে কেউ সাহস পেতেন না, কারণ তর্কের দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ এবং নির্মম, যার দ্বারা প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিপক্ষকে বোকা বানাতে সক্ষম হতেন। সারা পৃথিবীতে তিনি মাত্র একটি জিনিষ ভালোবাসতেন, সেটি হল তাঁর নিজস্ব ল্যাবরেটরি। দুর্ভাগ্যবশতঃ এর যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জামে তাঁর খরচ গেল মাত্রা ছাড়িয়ে। ফলে ঋণ শুধতে তাঁর ল্যাবরেটরি বিক্রি করতে হবে, এমনি আশংকা দেখা দিল। তাঁর মাথার ওপর এই বিপদের খাঁড়া ঝুলছে, এমনি পরিস্থিতিতে স্যার থিওফিলাস এসে প্রস্তাব করলেন ঐ বিপদ থেকে তিনি পেনড্রেককে রক্ষা করবেন, তার বদলে পেনড্রেক চতুর্থ সদস্য হয়ে গুপ্ত গোষ্ঠীকে সাহায্য করবেন।

গোষ্ঠীর প্রথম বৈঠকে স্যার থিওফিলাস বুঝিয়ে বললেন তিনি মনে-মনে কি ভেবে রেখেছেন, এবং তাঁর আশাগুলোকে কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে সে বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন, মিলিতভাবে কাজ করলে সারা পৃথিবীর ওপর আধিপত্য স্থাপন করা তাঁদের চার জনের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব হবে—শুধু পৃথিবীর এ অংশ বা সে অংশ নয়, শুধু পশ্চিম ইউরোপ অথবা পশ্চিম ইউরোপ আর আমেরিকাও নয়, সেই সঙ্গে লৌহ-যবনিকার ও ধারের পৃথিবীর ওপরও। বিজ্ঞভাবে তাঁদের দক্ষতা এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে কোন কিছুই তাঁদের প্রতিরোধ করতে পারবে না।

তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বললেন, 'আমাদের দরকার শুধু একটি সত্যিকারের লাভজনক পরিকল্পনা। এটি জোগানো হবে মার্ক্‌ল্‌-এর কাজ। ভালো একটি পরিকল্পনা পেলে তাকে কার্যকরী করবার জন্য টাকা জোগাব আমি, তার বিজ্ঞাপন করবেন হার্পার, এবং এ পরিকল্পনার যারা বিরোধিতা করবে তাদের বিরুদ্ধে জনমতকে ক্ষেপিয়ে তুলবেন ফ্রুটিগার। আমাদের তিন জনের কার্যকরী করে তুলবার উপযোগী পরিকল্পনা-উদ্ভাবনে মার্ক্‌ল্‌-এর সম্ভবতঃ কিছুটা সময় লাগবে। সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি আমাদের এ

বৈঠক এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখা হোক। আমি নিশ্চিত জানি এই সময়ের শেষে আমাদের সমাজনিয়ন্তা, চারটি শক্তির অন্যতম রূপে বিজ্ঞান তার নিজের দাবী প্রমাণ করবে।'

এই বলে মার্ক্‌ল্‌কে অভিবাদন জানিয়ে তিনি সভা ভেঙে দিলেন। এক সপ্তাহ বাদে তাঁরা যখন আবার মিলিত হলেন তখন মার্ক্‌ল্‌-এর দিকে তাকিয়ে স্যার থিওফিলাস হেসে বললেন, 'কিহে মার্ক্‌ল্‌? বিজ্ঞান কি বলে?' মার্ক্‌ল্‌ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে শুরু করলেন:

'স্যার থিওফিলাস, স্যার বালবাস, স্যার পাবলিয়াস! সারা গত সপ্তাহ ধরে আমি আমার সেরা চিন্তা—আমার সেরা চিন্তা যে খুবই ভালো, সে আশ্বাস আপনাদের দিতে পারি—গত সপ্তাহের বৈঠকে যে ধরনের পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল তাতেই আমি নিয়োগ করেছিলাম। নানা ধরনের ভাবনা আমার মনে ভিড় করে আসছিল আর বাতিল হয়ে যাচ্ছিল। নিউক্লিয়ার শক্তির নানা বিভীষিকার কথা শুনতে-শুনতে জনগণ হদ্দ হয়ে গেছে; আমি ভেবে দেখলাম এ বিষয়টাই হয়ে গেছে ভয়ানক সেকেলে, একঘেয়ে। তাছাড়া এ হচ্ছে এমন একটা বিষয় যাতে বিভিন্ন দেশের সরকাররাও হুঁশিয়ার হয়ে গেছেন, এবং এ বিষয়ে আমরা এখন কিছু করতে গেলেই খুব সম্ভব সরকারী বাধার সম্মুখীন হব। এর পরই আমি চিন্তা করলাম বীজাণুতত্ত্বের সাহায্যে কি করা যেতে পারে। আমি ভাবলাম সমস্ত রাষ্ট্রের প্রধানদের জলাতঙ্ক রোগ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে আমাদের কি লাভ হবে সেটা খুব স্পষ্ট নয়, তাছাড়া তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর রোগ নির্নীত হবার আগেই আমাদের একজনকে কামড়ে বসতে পারে। তারপর অবশ্য একটা পরিকল্পনা ছিল যে পৃথিবীর এমন একটি উপগ্রহ তৈরি করা হবে, যেটা তিন দিনে একবার করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে। তাতে একটি ঘড়িযন্ত্রে এমনভাবে সময় ঠিক করে দম দেওয়া থাকবে যে উপগ্রহটি যখন রাশিয়ার ক্রেমলিন প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাবে তখনই তার ওপর গুলি চালাবে। কিন্তু এ হল বিভিন্ন দেশের সরকারের ব্যাপার। আমাদের থাকতে হবে এসব লড়াই ঝগড়ার ঊর্ধ্বে। পুব আর পশ্চিমের ঝগড়ায় আমরা কোনো দিকেই যোগ দেব না। এটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে যাই ঘটুক না কেন আমরাই যেন থাকি সবার ওপর। সেজন্যই এমন সব পরিকল্পনাই বাতিল করে দিলাম যাতে আমাদের নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না।

'একটি পরিকল্পনা আমি আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই যাতে, আমার মনে হয়, অন্যান্য পরিকল্পনার দোষত্রুটিগুলো অনুপস্থিত। সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে জনসাধারণ ইন্‌ফ্রা-রেড ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে শুনেছে। জনসাধারণ অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে যেমন অজ্ঞ, এ বিষয়েও তেমনি। তাদের এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আমরা লাভবান হব না কেন, তার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ আমি দেখছি না। আমার প্রস্তাব হচ্ছে আমরা একটি যন্ত্র আবিষ্কার করব, তার নাম হবে "ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ" ; আমরা জনসাধারণকে বোঝাব যে এই যন্ত্রটিতে ইনফ্রা-রেড রশ্মির সাহায্যে এমন সব জিনিষের ফোটোগ্রাফ উঠবে যা অন্য কোনো উপায়েই দৃশ্য নয়। যন্ত্রটি হবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং খুব সতর্কভাবে ব্যবহৃত না হলে সহজেই বিকল হয়ে যাবার মতো। যাদের ওপর আমাদের কর্তৃত্ব চলে না তাদের হাতে পড়লেই যন্ত্রটি বিকল হয়ে যাবে, এ বিষয়ে আমরা যত্নবান হব। ঐ যন্ত্রটি দিয়ে কি দেখা যাবে তা আমরাই ঠিক করে দেব, এবং আমার মনে হয় আমাদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে এই যন্ত্রের চোখে যা ধরা পড়ছে বলে আমরা প্রচার করব, সারা পৃথিবীর লোক তাই বিশ্বাস করবে। আপনারা যদি আমার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহলে আমি যন্ত্রটি তৈরি করবার ভার নেব, কিন্তু কিভাবে এটিকে কাজে লাগাবেন সেটা ঠিক করবেন স্যার বালবাস এবং স্যার পাবলিয়াস।'

এঁরা দু জনেই পেনড্রেক মার্ক্‌ল্-এর কথাটা বেশ মন দিয়ে শুনেছিলেন। দু জনেই এঁর মতলবগুলি বেশ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, দু জনেই দেখেছিলেন এ পরিকল্পনায় রয়েছে তাঁদের দক্ষতা কাজে লাগাবার অসামান্য সম্ভাবনা।

স্যার বালবাস বললেন, 'এ যন্ত্রটি কি প্রকাশ করবে তা আমি জানি। যন্ত্রটি প্রকাশ করবে মঙ্গলগ্রহ থেকে এমন ভয়ঙ্কর প্রাণীদের এই পৃথিবীর ওপর গুপ্ত আক্রমণ অভিযান, আমাদের যন্ত্র না থাকলে যাদের অদৃশ্য সেনাবাহিনীর জয়লাভ নিশ্চিত। আমি আমার সবগুলো খবরের কাগজে এই ভীষণ বিপদ-সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলব। তাদের ভেতর লক্ষ-লক্ষ লোক এই যন্ত্র কিনবে। স্যার থিওফিলাস এর ফলে যে অর্থসম্পদের মালিক হবেন অত অর্থ কোনো একজনের হাতে কখনো সঞ্চিত হয় নি। আমার খবরের কাগজ অন্য সব কাগজের চাইতে বেশি বিক্রি হবে, এবং এমন দিন শীগগিরই আসবে যখন আমার কাগজ ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোনো কাগজই থাকবে না। এ

অভিযানে বন্ধুবর পাবলিয়াসও কিছু কম যাবেন না। তিনি প্রত্যেকটি বড় বিজ্ঞাপনের জায়গা ঢেকে দেবেন সেই ভয়ঙ্কর জীবগুলোর ছবি দিয়ে ; ছবির তলায় লেখা থাকবে : "আপনি কি এদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে সবকিছু হারাতে চান ?" এ ছাড়াও সবগুলো বড় রাস্তার ধারে-ধারে, স্টেশনে এবং আরো যেসব জায়গায় লোকেরা এ ধরনের জিনিষের দিকে তাকিয়ে দেখবার অবসর পাবে সেখানে তিনি ব্যবস্থা করবেন বিরাট বিরাট হরফে বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দিতে, যাতে বলা হবে : "পৃথিবীর অধিবাসিবৃন্দ ! তোমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এসেছে। জেগে ওঠ তোমরা লক্ষ লক্ষ মানুষ। এই মহাজাগতিক বিপদে ভীত হয়ো না। সাহসেরই জয় হবে, যেমন হয়ে এসেছে আদিমানব আদমের সময় থেকে। একটি ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ কিনে প্রস্তুত হও।"'

এইখানে স্যার থিওফিলাস একটু বাধা দিলেন।

তিনি বললেন, 'পরিকল্পনাটি ভালো। এতে এখন একটি জিনিষ বাকি রইল, সেটি হচ্ছে মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দার এমন একটি ভয়ঙ্কর ছবি, যা দেখে সত্যি-সত্যি আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আপনারা সবাই লেডি মিলিসেন্টকে জানেন, কিন্তু শুধু তাঁর কমনীয় গুণাবলীর সঙ্গেই আপনারা পরিচিত। তাঁর স্বামী-রূপে আমি তাঁর কল্পনার এমন কতকগুলো বৈচিত্র্যের কথা জানতে পেরেছি যা অধিকাংশ লোকেরই অজ্ঞাত। আপনারা জানেন জলরঙের ছবি আঁকতে তিনি সুপটু। তিনি মঙ্গলগ্রহবাসীর একটি জলরঙা ছবি আঁকুন, এবং তাঁর ছবির ফোটোগ্রাফ ভিত্তি করেই আমাদের অভিযান চালু হোক।'

অন্য সবাইকে প্রথমে একটু সন্দিহান দেখা গেল। লেডি মিলিসেন্টকে তাঁরা দেখেছিলেন একজন কোমল স্বভাবের, হয়তো বা স্বল্পবুদ্ধি মহিলা-রূপে, এমন একটি ভয়ঙ্কর অভিযানে অংশগ্রহণ করবার মতো মানুষ বলে তাঁকে ভাবতে পারেন নি। কিছুক্ষণ বিতর্কের পর ঠিক হল তাঁকে চেষ্টা করে দেখতে দেওয়া হবে, এবং তাঁর আঁকা ছবি মিঃ মার্ক্‌ল্ যথেষ্ট ভয়ঙ্কর বলে মনে করলে পর স্যার বালবাসকে জানানো হবে যে অভিযান শুরু করবার জন্য সব কিছু তৈরি।

এই মহা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক থেকে বাড়ি ফিরে স্যার থিওফিলাস সুন্দরী মিলিসেন্টকে বোঝাতে বসলেন তিনি কি চান। তিনি এই অভিযানের বিশদ বিবরণ তাঁর কাছে তুলে ধরলেন না, কারণ স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করে কোনো গোপন কথা বলতে নেই এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শুধু

বললেন কতকগুলো ভয়ঙ্কর চেহারার কাল্পনিক জীবের ছবি তিনি চান; ছবিগুলো তিনি ব্যবসায়ে যেভাবে কাজে লাগাবেন তা মিলিসেণ্টের পক্ষে বুঝতে পারা শক্ত হবে।

লেডি মিলিসেণ্ট ছিলেন বয়সে স্যার থিওফিলাসের চাইতে অনেক ছোট। পড়তি অবস্থার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে তিনি। তাঁর বাবা, একজন দরিদ্র দশায় পতিত আর্ল, ছিলেন রানী এলিজাবেথের যুগের একটি পল্লীভবনের মালিক। এই ভবনটির প্রতি গভীর আকর্ষণ তিনি পুরুষানুক্রমে পেয়েছিলেন। পূর্বপুরুষদের এই ভিটা তিনি কোনো ধনী আর্জেন্টিনাবাসীর কাছে বেচে ফেলতে বাধ্য হবেন, অবস্থা অনেকটা এই রকম দাঁড়িয়েছিল, এবং এই সম্ভাবনা ভেবে-ভেবে ধীরে-ধীরে তাঁর মন ভেঙে যাচ্ছিল। মিলিসেণ্ট তাঁর বাবাকে অত্যন্ত গভীরভাবে ভালবাসতেন; তিনি স্থির করলেন তাঁর বাবার জীবনের বাকি দিনগুলো যাতে বেশ শান্তিতে কাটে, সেই উদ্দেশ্যে নিজের চোখ-ধাঁধানো রূপ কাজে লাগাবেন। পুরুষমাত্রেই রূপে মুগ্ধ হত। এই মুগ্ধ ভক্তদের ভেতর স্যার থিওফিলাস ছিলেন সেরা ধনী, মিলিসেণ্ট তাই তাঁকেই বেছে নিলেন। এই বেছে নেওয়ার সর্ত হল স্যার থিওফিলাস এমন ব্যবস্থা করে দেবেন যাতে মিলিসেণ্টের বাবা সবরকম আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। মিলিসেণ্ট স্যার থিওফিলাসকে অপছন্দ করতেন না, কারণ স্যার থিওফিলাস তাঁকে দেখতেন সশ্রদ্ধ ভালোবাসার দৃষ্টিতে এবং তাঁর যে-কোন খেয়াল মেটাতেন; কিন্তু স্যার থিওফিলাসকে ভালবাসেন নি মিলিসেণ্ট। সত্যি কথা বলতে কি, তখন পর্যন্ত কোনো পুরুষই তাঁর হৃদয়ে দোলা দেয় নি। স্যার থিওফিলাসের কাছ থেকে তিনি যা পেয়েছিলেন বা পেতেন, তার বিনিময়ে তিনি যখনই সম্ভব তাঁর আদেশ মানা কর্তব্য বলে মনে করতেন।

একটি ভয়ঙ্কর জীবের জলরঙা ছবি এঁকে দেবার অনুরোধটা তাঁর একটু যেন কেমন-কেমন মনে হল, কিন্তু তিনি স্যার থিওফিলাসের এমন অনেক কাণ্ডকারখানা দেখে-দেখে অভ্যস্ত, যার মানে তিনি কিছুই বুঝতে পারেন নি, এবং তাঁর ব্যবসা-সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলি বুঝবার জন্যেও তাঁর মাথাব্যথা ছিল না। মিলিসেণ্ট সুতরাং কাজে লেগে গেলেন। স্যার থিওফিলাস তাঁকে এই পর্যন্ত বলেছিলেন যে "ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ" নামক যন্ত্রের সাহায্যে কি দেখতে পাওয়া যাবে তাই দেখবার জন্য ঐ ছবিটি দরকার। কয়েক বার চেষ্টা করেও যখন কোনো ছবি নিজেরই পছন্দ হল না, মিলিসেণ্ট তখন একটি

জীবের ছবি আঁকলেন, যার দেহ অনেকটা গোবরে পোকার মতো, কিন্তু উচ্চতা ছ ফুট, সাতটি পা লোমে ভরা, মুখ মানুষের মতো, মাথাভরা টাক, দৃষ্টি কটমটে, আর দাঁতগুলো বিশ্রী হাসির ভঙ্গিতে বার করা। দুটি ছবি আঁকলেন তিনি। প্রথমটিতে আঁকলেন একটি লোক ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এই জীবটিকে দেখছে; দ্বিতীয়টিতে আঁকলেন ঐ লোকটি ভীষণ ভয় পেয়ে যন্ত্রটিকে হাত থেকে ফেলে দিয়েছে, এবং লোকটি তাকে দেখে ফেলেছে বুঝতে পেরে সেই ভয়ঙ্কর জীবটি তার সাত নম্বর পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাকি ছটি লোমশ পা দিয়ে জড়িয়ে ধরে লোকটির শ্বাসরোধ করে ফেলেছে। স্যার থিওফিলাসের আদেশে এই ছবিদুটি তিনি মিঃ মার্ক্‌ল্‌কে দেখালেন। মিঃ মার্ক্‌ল্‌ ছবিদুটিকে প্রয়োজনের উপযোগী বলে গ্রহণ করলেন, এবং তিনি বিদায় নেবার সঙ্গে-সঙ্গেই লেডি মিলিসেণ্ট টেলিফোনে স্যার বালবাসকে সেই গুরুত্বপূর্ণ খবরটি জানিয়ে দিলেন।

তিন

স্যার বালবাসের কাছে এই খবরটি যেইমাত্র পৌঁছল, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের গুপ্ত গোষ্ঠীর পরিচালনাধীন বিরাট ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে গেল। স্যার থিওফিলাস পৃথিবীর সর্বত্র অসংখ্য কারখানায় ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ যন্ত্রটির উৎপাদন শুরু করিয়ে দিলেন। যন্ত্রটি ছোট, তাতে অনেকগুলো চাকা ঘর্ঘর আওয়াজ করত, কিন্তু ঐ যন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছুই দেখার সাহায্য হত না। স্যার বালবাস বিজ্ঞানের বিস্ময় সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ দিয়ে তাঁর খবরের কাগজগুলো ভরে ফেললেন, প্রত্যেকটি প্রবন্ধে ইঙ্গিত রইল ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ সম্পর্কে। এদের ভেতর কতকগুলো প্রবন্ধে বিজ্ঞানজগতের কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি বিজ্ঞানের কিছু-কিছু খাঁটি তথ্য পরিবেশন করলেন; অন্য প্রবন্ধগুলোতে ছিল কল্পনার বিস্তার। স্যার পাবলিয়াস প্রাচীরপত্রে প্রাচীরপত্রে সর্বত্র বাণী ছড়ালেন: 'ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ আসিতেছে! পৃথিবীর অদৃশ্য বিস্ময় প্রত্যক্ষ করুন!' এবং 'ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ কি? ফ্রুটিগারের সংবাদপত্রগুলি আপনাকে বলিয়া দিবে। বিচিত্র জ্ঞানলাভের এই সুযোগ হারাইবেন না!'

যথেষ্ট সংখ্যক ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ তৈরি হয়ে যাবার পর লেডি মিলিসেণ্ট এ খবর প্রচার করে দিলেন যে একটি ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি

তাঁর শোবার ঘরের মেঝের ওপর এই বিভীষিকার চলাফেরা দেখতে পেয়েছেন। স্যার বালবাসের পরিচালনাধীন সবগুলি কাগজের প্রতিনিধি এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ব্যাপারটা এমনই নাটকীয় উত্তেজনাপূর্ণ যে. অন্যান্য কাগজের প্রতিনিধিরাও না এসে পারলেন না। স্বামীর পরামর্শমত তিনি ঠেকে-ঠেকে, মহা আতঙ্কগ্রস্ততার ভান করে ঠিক সেই ভাবের কথাই বললেন যা গোষ্ঠীর পরিকল্পনার পক্ষে সহায়ক। জনগণের ওপর প্রভাবশালী কয়েকজন চিন্তা-নায়কদের কাছে একটি করে ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ দেওয়া হল ; স্যার থিওফিলাস তাঁর গুপ্তচরদের কাছে খবর পেয়েছিলেন এঁরা অত্যন্ত আর্থিক অসুবিধায় আছেন। এঁদের প্রত্যেককে এক হাজার পাউণ্ড দেবার প্রস্তাব জানানো হল এই সর্তে যে, তিনি বলবেন তিনি এই ভয়ঙ্কর জীবদের একটিকে এই যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পেয়েছেন। স্যার পাবলিয়াসের বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লেডি মিলিসেণ্টের আঁকা ছবিদুইটি সর্বত্র প্রকাশিত হল, সেই সঙ্গে এই বাণী : 'আপনার ইনফ্রা-রেডিওস্কোপটি হাত হইতে ফেলিয়া দিবেন না। এই যন্ত্র প্রকাশ করে, রক্ষাও করে।'

ফলে অচিরেই বহু হাজার ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ বিক্রি হল এবং সারা পৃথিবী-ময় আতঙ্কের সৃষ্টি হল। পেনড্রেক মার্ক্‌ল্ একটি নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন ; যন্ত্রটি শুধু তাঁর নিজস্ব ল্যাবরেটরিতেই পাওয়া যেত। এই নতুন যন্ত্রটি প্রমাণ করে দিল এই অদ্ভুত জীবগুলি এসেছে মঙ্গলগ্রহ থেকে। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মার্ক্‌ল্-এর বিপুল খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন, এবং তাঁর এই ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে অতি সাহসী একজন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যাতে এই জীবদের মনের কথা ধরা পড়ে। তিনি প্রচার করলেন এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন যে মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দারা মানবজাতিকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত করে দেবার যে পরিকল্পনা করেছে, এরা হচ্ছে তারই অগ্রণী বাহিনী।

প্রথম দিকে যাঁরা যন্ত্রটি কিনেছিলেন তাঁরা প্রথম-প্রথম নালিশ করেছিলেন যে এই যন্ত্রের মধ্য দিয়ে তাঁরা কিছুই দেখতে পান নি, কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের মন্তব্যগুলো স্যার বালবাসের পরিচালিত কোনো কাগজেই ছাপা হয় নি। খুব শীগগিরই সারা পৃথিবীময় এই আতঙ্ক এমন গভীর হয়ে উঠল যে, কোনো ব্যক্তি মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দাদের উপস্থিতি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয় নি বললেই ধরে নেওয়া হতে লাগল তিনি বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী, এবং মঙ্গল-

গ্রহের বাসিন্দাদের দলে। এই ধরনের কয়েক হাজার দেশদ্রোহী উত্তেজিত জনগণের হাতে নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত এবং অত্যাচারিত হবার পর বাকি সবাই ভাবলেন মুখ বুজে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এর ব্যতিক্রম ছিলেন মাত্র কয়েকজন, তাঁদের সবাইকে গৃহে অন্তরীণ হতে হল। আতঙ্ক তখন চারিদিকে এমনভাবে ছেয়ে গেল যে, আগে যাঁদের নিরীহ বলে মনে করা হত তাঁদের অনেকেই গভীর সন্দেহভাজন হয়ে উঠলেন। অসতর্ক মুহূর্তে কেউ রাতের আকাশে মঙ্গলগ্রহের সৌন্দর্যের প্রশংসা করলেই সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে সন্দেহ করা হত। যেসব জ্যোতির্বিদ মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষভাবে চর্চা করেছিলেন তাঁদের সবাইকে অন্তরীণ করা হল। তাঁদের ভেতর যাঁরা মঙ্গলগ্রহে জীবন নেই বলে মত প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের দীর্ঘ-মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

যাই হোক, কিছু-কিছু লোক ছিলেন যাঁরা আতঙ্কের এই হিড়িকের প্রথম দিকে মঙ্গলগ্রহের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। আবিসিনিয়ার সম্রাট ঘোষণা করলেন যে, ছবিটি যত্ন করে পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে মঙ্গলগ্রহবাসী চেহারার দিক দিয়ে জুডা'র সিংহের খুবই কাছাকাছি, সুতরাং নিশ্চয়ই ভাল, খারাপ নয়। তিব্বতীয়রা বললেন, প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠ করে দেখা যাচ্ছে মঙ্গলগ্রহ থেকে আবির্ভূত আগন্তুক একজন বোধিসত্ত্ব, অবতীর্ণ হয়েছেন বিধর্মী চীনাদের কবল থেকে তাঁদের মুক্ত করতে। পেরুদেশের ইণ্ডিয়ানরা আবার নতুন করে সূর্যের উপাসনার প্রবর্তন করলেন এবং বুঝিয়ে দিলেন মঙ্গলগ্রহ যখন সূর্যেরই আলোকে উজ্জ্বল, তখন মঙ্গলগ্রহকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। যখন মন্তব্য করা হল মঙ্গলগ্রহবাসীরা হত্যাকাণ্ড চালাতে পারে, তাঁরা বললেন সূর্য-উপাসনায় তো সর্বদাই নরবলি চালু ছিল, সুতরাং খাঁটি সূর্যভক্তদের এতে অসন্তুষ্টির কারণ ঘটবে না। নৈরাজ্যবাদীরা যুক্তি দেখিয়ে বললেন মঙ্গলগ্রহীরা সমস্ত শাসন-ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করবে, সুতরাং স্বর্ণযুগ এরাই আনবে। শান্তিবাদীরা বললেন এদের সম্মুখীন হতে হবে হৃদয়ে প্রেম নিয়ে ; প্রেম যদি যথেষ্ট জোরালো হয় তাহলে সেই প্রেমের জোরেই ওদের মুখের ঐ বিশ্রী ভঙ্গিটা দূর হয়ে যাবে।

এই কয়টি বিভিন্ন দলের লোকেরা যে-যে জায়গায় সংখ্যায় ভারি ছিলেন সেখানে অল্প কিছুদিনের জন্য নিরাপদ রইলেন। কিন্তু তাঁদের দুরবস্থা শুরু হল যখন কমিউনিস্ট জগৎকেও মঙ্গলগ্রহ-বিরোধী অভিযানের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

গুপ্ত গোষ্ঠী বেশ দক্ষতার সঙ্গে এটি সম্ভব করলেন। এঁরা প্রথমে ধরলেন পাশ্চাত্য জগতের কয়েকজন বিজ্ঞানীকে, যাঁরা সেভিয়েট সরকারের প্রতি বন্ধুভাব পোষণ করেন বলে জানা ছিল। তাঁদের কাছে এঁরা খোলাখুলি বললেন এই অভিযানটি কিভাবে পরিচালিত হয়েছে ; বুঝিয়ে বললেন মঙ্গল-গ্রহবাসীদের ভয়ের ভিত্তিতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ঐক্য স্থাপিত হতে পারে। এঁরা এই কমিউনিজমে-বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকদের এও বিশ্বাস করাতে সক্ষম হলেন যে প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে লড়াই লাগলে প্রাচ্যের পরাজিত হবার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, সুতরাং তৃতীয় মহাযুদ্ধ নিবারণের যে-কোনো উপায়কেই কমিউনিস্টদের সাহায্য করা উচিত। এঁরা এও বুঝিয়ে দিলেন যে, মঙ্গলগ্রহবাসীদের সম্পর্কে ভীতি তাহলেই প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে মিলন ঘটাতে পারবে যদি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য প্রত্যেক দেশের শাসন-কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন যে মঙ্গলগ্রহবাসিরা পৃথিবী আক্রমণ করবে। কমিউনিজমে-বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকবৃন্দ এঁদের এই যুক্তিগুলো শুনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হতে বাধ্য হলেন। কারণ এঁরা ছিলেন বাস্তববাদী, এবং এর চাইতে জীবন্ত বাস্তব আর কি হতে পারে? তাছাড়া দ্বান্দ্বিক জড়বাদ যা দাবি করে, এ হয়তো ঠিক সেই সমন্বয়। সুতরাং তাঁরা রাজি হয়ে কথা দিলেন পুরো ব্যাপারটাই যে ধাপ্পা এ সত্যটা তাঁরা সোভিয়েট সরকারের কাছে প্রকাশ করবেন না। সোভিয়েট সরকারকে তার আপন স্বার্থেই তাঁরা ঘৃণ্য পুঁজিপতিদের দ্বারা তাদের পুঁজিবাদী স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করে সাজানো এই মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে দেবেন, যেহেতু এতে শেষ পর্যন্ত প্রকারান্তরে মানবজাতির মঙ্গলই হবে, কারণ যথাকালে যখন এই ধাপ্পার রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে তখন তার ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার ফলে সারা পৃথিবী ঝুঁকে পড়বে মস্কোর দিকে। এই যুক্তিতে পূর্ণবিশ্বাসী হয়ে তাঁরা মস্কোকে জানিয়ে দিলেন মানবজাতির আসন্ন ধ্বংসের সম্ভাবনা, এবং মনে করিয়ে দিলেন যে আক্রমণকারী মঙ্গলগ্রহবাসীরা যে কমিউনিস্ট, এমন কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। তাঁদের এই বিবৃতির ওপর নির্ভর করে কিছুকাল ইতস্ততঃ করে মস্কো সরকার মঙ্গলগ্রহ-বিরোধী অভিযানে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

তখন থেকে আবিসিনিয়া, তিব্বত এবং পেরু নিবাসীরা, নৈরাজ্যবাদীরা, এবং শান্তিবাদীরা আর স্বস্তির অবকাশ পেলেন না। এঁদের কতক নিহত হলেন, কতকের ওপর চাপানো হল বাধ্যতামূলক শ্রমের বোঝা, কতক তাঁদের

পূর্বমত পরিত্যাগ করলেন, এবং অল্প দিনের ভেতরই পৃথিবীর কোথাও মঙ্গলগ্রহ-বিরোধী অভিযানের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করবার কেউ রইল না।

কিন্তু সাধারণের মনে ভয় শুধু মঙ্গলগ্রহবাসীদের সম্পর্কেই সীমিত রইল না। ভয় জেগে রইল তাদের নিজেদের ভেতর বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কেও। প্রচার এবং প্রোপাগাণ্ডা সংগঠনের জন্যে যুক্ত জাতিসংঘের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হল। অন্যান্য গ্রহের বাসিন্দা থেকে পৃথিবীর বাসিন্দাদের আলাদা করে বোঝাবার জন্য একটি বিশেষ শব্দের প্রয়োজন অনুভূত হল। 'পার্থিব' শব্দটি জুৎসই মনে হল না। 'মর্তীয়' শব্দটিও যথেষ্ট বলে মনে হল না, কারণ শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে 'স্বর্গীয়'। 'জাগতিক' ও সুবিধাজনক বিবেচিত হল না। অবশেষে বহু আলোচনার পর—এ আলোচনায় সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখালেন দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দারা—'টেলুরীয়', শব্দটি অধিকাংশের সম্মতিক্রমে গৃহীত হল। যুক্ত জাতিসংঘ তখন একটি কমিটি নিযুক্ত করলেন অ-টেলুরীয় কার্যাবলী দমনের জন্য ; এই কমিটি সারা পৃথিবী জুড়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করল। এও স্থির হল যে যুক্ত জাতিসংঘের বৈঠক বারো মাসই চালু থাকবে, একজন স্থায়ী প্রধানের নেতৃত্বাধীনে, যতদিন এই সংকট বজায় থাকে। প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের ভেতর থেকে বেছে একজন সভাপতি নিযুক্ত করা হল। তিনি বিপুল মর্যাদা এবং বিরাট অভিজ্ঞতার অধিকারী, দলাদলির লড়াই থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, এবং গত দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার দৌলতে তিনি আরো ভয়ঙ্কর আসন্ন যুদ্ধের জন্যে বেশ ভালো ভাবেই তৈরি ছিলেন। তিনি কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বললেন ঃ

'বন্ধুগণ, পৃথিবীবাসিগণ, টেলুরীয়গণ, যাঁরা আজ আগেকার যে-কোনো সময়ের চাইতে অনেক বেশি একতাবদ্ধ, আজ আমি এই মহা গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে আপনাদের সম্বোধন করে কিছু বলতে চাইছি, আগেকার মতো বিশ্বশান্তির বিষয়ে নয়, তার চাইতে অনেক বেশি জরুরী, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে—বিষয়টি হচ্ছে এই পৃথিবীর বুকে আমাদের মানবজাতির অস্তিত্ব, মানবিক মূল্যবোধ, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা বজায় রাখা। আমি বলতে চাই আমাদের মানবজীবন রক্ষা করতে হবে মহাশূন্য পথে ভেসে আসা এক জানি-না-কিসের এবং কি-ধরনের ভীষণ আক্রমণ থেকে, যে সম্বন্ধে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে আমাদের সেই বিজ্ঞানীদের বিস্ময়কর দক্ষতা, যাঁরা আমাদের

দেখিয়ে দিয়েছেন ইনফ্রা-রেডিয়েশনের সাহায্যে কি দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা আমাদের দৃষ্টিগোচর করে দিয়েছেন সেই অদ্ভুত, ঘৃণ্য এবং ভয়ঙ্কর জীবগুলিকে যারা আমাদেরই বাড়ীর মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া এদের একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না ; এরা শুধু আমাদের বাড়ির ভেতর ঘুরেই বেড়ায় না, আমাদের ভেতর অনেক দূষিত জিনিষ সংক্রামিত করে দেয়, আমাদের চিন্তা পর্যন্ত দূষিত করে, যার ফলে আমাদের নৈতিক জীবনের ভিত্তিই যাবে ধ্বংস হয়ে, এবং আমরা নেমে যাব পশুর স্তরে নয়—কারণ আমাদের পশুরাও, আর যাই হোক, টেলুরীয়—আমরা নেমে যাব মঙ্গলগ্রহবাসীদের স্তরে—এবং এর চাইতে খারাপ আর কি হতে পারে ? এই যে পৃথিবীকে আমরা সবাই ভালোবাসি, এর কোনো ভাষাতেই 'মঙ্গলগ্রহী'-র চাইতে নীচ, জঘন্য শব্দ নেই। আমি আজ আপনাদের সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়ান এই মহাসংগ্রামে। এ সংগ্রামই আমাদের পৃথিবীর যাকিছু মূল্যবান তাকে রক্ষা করবে সেই বিদেশী বিকট জীবগুলোর গুপ্তকৌশলপূর্ণ অপমানজনক আক্রমণ থেকে, যাদের সম্পর্কে আমরা শুধু বলতে পারি যে তারা যেখান থেকে এসেছে সেখানেই তাদের ফিরে যাওয়া উচিত।'

এই বলে তিনি বসে পড়লেন। তারপর পুরো পাঁচ মিনিট হাততালির আওয়াজে আর কিছুই শুনতে পাওয়া গেল না। এর পর বক্তৃতা দিলেন যুক্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। তিনি বললেন ঃ

'পৃথিবীর সহ-নাগরিকগণ, সাধারণের প্রতি কর্তব্যের খাতিরে যাঁরা বাধ্য হয়েছেন সেই জঘন্য গ্রহটি সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে, যার কুবুদ্ধি-প্রণোদিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য আমরা সমবেত হয়েছি, তাঁরাই জানেন ঐ গ্রহটির উপরিভাগে অদ্ভুত কতকগুলো সোজা দাগ আছে, যেগুলোকে জ্যোতির্বিদরা খাল বলে জানেন। যে-কোনো অর্থনীতির ছাত্রের কাছে এটা নিশ্চয় জলের মতো পরিষ্কার যে, এই খালগুলো সামগ্রিক শাসনের ফল। সর্বগ্রাসী সামগ্রিক শাসন চালু না থাকলে মঙ্গলগ্রহে অতগুলো খাল তৈরি হতে পারত না। সুতরাং আমাদের অধিকার আছে, উচ্চতম বিজ্ঞানের প্রমাণ অনুসারে আমরা বিশ্বাস করতে পারি এই আক্রমণকারীরা শুধু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকেই গ্রাস করবে না, আরো ধ্বংস করে ফেলবে সেই জীবনধারা যা আমাদের পূর্বপুরুষেরা চালু করে গেছেন প্রায় দুশো বছর আগে। সেই

জীবনধারাই এতদিন আমাদের বেঁধে রেখেছে ঐক্যবন্ধনে। মনে হচ্ছে সেই ঐক্য ধ্বংস করে দিতেই এগিয়ে আসছে একটি শক্তি, যে শক্তির নাম উল্লেখ করা এ সময়ে সুবুদ্ধির কাজ হবে না। হতে পারে মহাবিশ্বের জীবনের বিবর্তনে মানুষ একটা অস্থায়ী স্তর মাত্র, কিন্তু একটি নিয়ম আছে যা মহাবিশ্ব সর্বদাই মানবে, একটি ঐশ্বরিক নিয়ম, সে নিয়মটি হচ্ছে চিরন্তন অগ্রগতি। পৃথিবীর সহ-নাগরিকগণ, এই নিয়মটির রক্ষাকবচ হচ্ছে কর্মপ্রচেষ্টার স্বাধীনতা, যে অমর ঐতিহ্য পাশ্চাত্যই দিয়েছে মানুষকে। যে লাল গ্রহটি এখন আমাদের মহা অকল্যাণ করতে উদ্যত তাতে এই কর্মপ্রচেষ্টার স্বাধীনতা বহু আগেই লোপ পেয়েছে নিশ্চয়, কারণ সেখানে যে খালগুলো আমরা দেখতে পাই সেগুলো কালকের জিনিষ নয়। শুধু মানুষের নামে নয়, কর্মপ্রচেষ্টার স্বাধীনতার নামেও আমি এই সভাকে আহ্বান জানাচ্ছি তার শ্রেষ্ঠ দান দিতে, সকল দুঃখ স্বীকার করে, এতটুকু কার্পণ্য না করে, স্বার্থের কথা মোটেই চিন্তা না করে। নিশ্চিত আশা বুকে নিয়েই আমি এই আবেদন জানাচ্ছি এখানে সম্মিলিত অন্য যে-যে জাতির প্রতিনিধি রয়েছেন তাদের সকলের কাছে।'

ঐক্যের বাণী যে শুধু পাশ্চাত্যের তরফ থেকেই ধ্বনিত হল তা নয়। যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বসে পড়বার পরেই ভাষণ দিতে উঠলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধি মিঃ গ্রোলোভস্কি। তিনি বললেন ঃ

'সময় এসেছে সংগ্রাম করবার, বক্তৃতা দেবার নয়। আমি যদি বক্তৃতা দিই, তাহলে এইমাত্র যে ভাষণ আমরা শুনলাম তার অনেক জিনিষই উড়িয়ে দিতে পারি। জ্যোতির্বিদ্যা হচ্ছে রাশিয়ার বিদ্যা। অন্যান্য দেশের অল্প কিছু লোক এ বিষয়ে একটু-আধটু চর্চা করেছে বটে, কিন্তু সোভিয়েট পণ্ডিতেরা দেখিয়ে দিয়েছেন তাদের জ্ঞান কত ফাঁপা, পরের থেকে ধার করা। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে যার নাম মুখে আনতেও আমার ঘৃণা হয় সেই জঘন্য গ্রহের খালগুলো সম্বন্ধে যে কথা বলা হল। মহান জ্যোতির্বিদ লুকুপ্স্কি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছেন যে ঐ খালগুলো তৈরি হয়েছে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, এবং তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে প্রতিযোগিতার ফলে। কিন্তু এসব আলোচনার সময় এখন নয়। এখন হচ্ছে কাজের সময়। তারপর যখন বাইরের এই আক্রমণ প্রতিহত হয়ে ফিরে যাবে, তখন দেখা যাবে সমস্ত পৃথিবী এক হয়ে গেছে, এবং এই যুদ্ধের প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্য দিয়া আমাদের ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অনিবার্যভাবে সামগ্রিক শাসন হয়েছে বিশ্বব্যাপী।'

এ সময়ে অনেকের মনে ভয় হল বৃহৎ শক্তিগুলোর ভেতর এই নব-লব্ধ ঐক্য এই ধরনের বিতর্কের ধাক্কায় টিঁকবে কিনা। ভারত, প্যারাগুয়ে এবং আইসল্যাণ্ড এই অশান্ত পরিস্থিতিকে শান্ত করলেন ; অবশেষে অ্যানডোরার গণতন্ত্রের প্রতিনিধির মিষ্টি কথায় সভার সদস্যেরা মুখের চেহারায় যে ঐক্য এবং সম্প্রীতির ঔজ্জ্বল্য নিয়ে বিদায় নিলেন, তার মূলে ছিল পরস্পরের ভাবাবেগ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। সভা ভাঙবার আগে সমবেতভাবে ঘোষিত হল বিশ্বশান্তি এবং এই গ্রহের সমস্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সেনাদলের একীকরণ। এই আশা পোষণ করা হল যে এই একীকরণের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হয়তো মঙ্গল-গ্রহীদের প্রধান আক্রমণ শুরু হবে না। কিন্তু তার আগে সমস্ত প্রস্তুতি এবং সম্প্রীতি সত্বেও, বাইরে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের ভাব দেখালেও, ভেতরে-ভেতরে ভয় জেগে রইল সবার মনেই—এ ভয় থেকে মুক্ত রইলেন শুধু সেই গোষ্ঠীর কয়েকজন, এবং তাঁদের সহযোগীরা।

চার

এই ব্যাপক উত্তেজনা এবং আতঙ্কের পরিস্থিতিতেও কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে কারও-কারও মনে সন্দেহ ছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে মুখ খোলা নিরাপদ হবে না বুঝে তাঁরা মুখ বুজে থাকতেন। রাষ্ট্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষের সদস্যরা জানতেন তাঁরা নিজেরা কখনো এই মঙ্গলগ্রহের ভীষণ জীব দেখেন নি, তাঁদের প্রাইভেট সেক্রেটারিরাও জানতেন তাঁরাও কখনো দেখেন নি, কিন্তু চারিদিকে আতঙ্ক যখন চরমে উঠেছে তখন এঁরা কেউ তা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে সাহস পেলেন না, কারণ অবিশ্বাসের মনোভাব প্রকাশ করলেই গদি হারাবার ভয় তো ছিলই, তার ওপর ক্ষিপ্ত জনতার হাতে প্রাণ হারাবারও ভয় ছিল। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে স্যার থিওফিলাস, স্যার বালবাস এবং স্যার পাবলিয়াসের প্রতিদ্বন্দ্বীরা স্বাভাবিক কারণেই এঁদের অসামান্য সাফল্যে ঈর্ষা বোধ করলেন, এবং মনে-মনে এই ইচ্ছা পোষণ করতে লাগলেন যে কোনো উপায়ে সম্ভব হলেই এঁদের টেনে নামাবেন। আগে সংবাদপত্র-জগতে 'ডেলি থাণ্ডার'ও প্রায় 'ডেলি লাইটনিং'-এর মতোই প্রভাবশালী ছিল, কিন্তু এই আতঙ্ক প্রচার অভিযানের উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে 'ডেলি থাণ্ডার'-এর আওয়াজ চাপা পড়ে গেল। সম্পাদক রাগে দাঁত কড়মড় করলেন, কিন্তু বুদ্ধিমান লোক তিনি,

সুযোগের অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে রইলেন। তিনি জানতেন জনতার হুজুগ যতক্ষণ জোরালো থাকে ততক্ষণ তার বিরোধিতা করে লাভ হয় না। যে বৈজ্ঞানিকরা পেনড্রেক মার্ক্‌লকে অপছন্দ এবং অবিশ্বাস করতেন, তাঁরা যখন দেখলেন তাঁকে নিয়ে এমন করা হচ্ছে যেন তিনি সর্বকালের সেরা বৈজ্ঞানিক, তখন স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের মাথা গরম হয়ে উঠল। তাঁদের অনেকেই ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ যন্ত্রটি খুলে দেখেছিলেন এ একটি লোকঠকানো ধাপ্পাবাজি, কিন্তু নিজেদের চামড়া বাঁচাবার খাতিরেই তাঁরা ভাবলেন এ বিষয়ে নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তাঁদের ভেতর শুধু একজন যুবক সুবুদ্ধির ধার ধারলেন না। এঁর নাম টমাস শভেলপেনি। অনেক ইংরেজ পাড়ায় লোকে তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখত, তার কারণ তাঁর পিতামহ ছিলেন শিমেলফেনিগ নামে একজন জার্মান, যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নাম বদল করে নিয়েছিলেন। টমাস শভেলপেনি ছিলেন একজন শান্তস্বভাব ছাত্র, বড়-বড় ব্যাপারে অনভ্যস্ত, রাজনীতি এবং অর্থনীতি দুই বিষয়েই সমান অজ্ঞ, এবং কেবলমাত্র পদার্থবিজ্ঞানে সুদক্ষ। ইনফ্রা-রেডিও-স্কোপ কেনবার পয়সা তাঁর ছিল না, কাজেই যন্ত্রটি যে ভুয়ো তা তিনি নিজে দেখে জানবার সুযোগ পেলেন না। যাঁরা জেনেছিলেন তাঁরাও ব্যাপারটা গোপন রাখতেন, এমনকি একসঙ্গে মদ্যপানের অন্তরঙ্গ পরিবেশেও এ ব্যাপারে মুখ খুলতেন না। কিন্তু বিভিন্ন লোকের মুখে তিনি তাঁদের দেখার যে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা শুনলেন সেগুলোর ভেতর তিনি কতকগুলো অদ্ভুত অসঙ্গতি লক্ষ্য করলেন। এই অসঙ্গতি থেকেই তাঁর বৈজ্ঞানিক মনে কতকগুলো সন্দেহের উদয় হল, কিন্তু তাঁর সরল বুদ্ধিতে তিনি ভেবে পেলেন না এ ধরনের রূপকথার সৃষ্টি করে কার কি লাভ হবে।

নিজে তিনি আদর্শ এবং সংযত চরিত্রের লোক হলেও এমন একটি বন্ধুকে তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অন্তর্দৃষ্টির জন্য মূল্যবান মনে করতেন যে, স্বভাবচরিত্রের দিক দিয়ে তাঁর মতো সৎ-স্বভাব ছাত্রের বন্ধুরূপে মনোনীত হবার যোগ্য ছিল না। এই বন্ধুটির নাম ছিল ভেরিটি হগ-পকাস। ভেরিটি প্রায় সর্বদাই নেশাগ্রস্ত থাকত, এবং সাধারণ পানশালার বাইরে তাকে বড় একটা দেখা যেত না। লণ্ডন শহরের একটা অত্যন্ত বাজে বস্তিতে তার একটিমাত্র শোবার ঘর ছিল, সেই ঘরে সে রাত্রে ঘুমুত, কিন্তু এ কথাটা সে কাউকে জানতে দিত না। সাংবাদিকতায় আশ্চর্য প্রতিভা ছিল তার, এবং যখনই টাকার টানাটানির দরুন মদ্যপান বন্ধ রেখে প্রকৃতিস্থ থাকতে হত, তখনই সে বাধ্য হয়ে এমন দুর্দান্ত

কৌতুকরসে-ভরা প্রবন্ধাদি লিখে ঐ ধরনের লেখা যেসব কাগজে ছাপা হত তাতে পাঠিয়ে দিত যে, তারা ঐ লেখাগুলো না ছেপে পারত না। একটু উঁচু শ্রেণীর কাগজগুলোতে অবশ্য তার লেখা জায়গা পেত না, কারণ ধাপ্পাবাজি বা ভণ্ডামিকে সে ছেড়ে কথা কইত না। রাজনীতি-জগতের নিচুতলার সব খবরই তার জানা ছিল, কিন্তু তার এই জানাকে কি করে নিজের পক্ষে লাভজনক করা যায়, সেটা তার জানা ছিল না। পর-পর অনেক চাকরিই সে পেয়েছিল, কিন্তু একটিও রাখতে পারে নি। প্রতি বারই তার মনিবরা টের পেয়েছিলেন তাঁরা গোপন রাখতে চান এমন অনেক অসুবিধাজনক গুপ্তকথা সে জানতে পেরেছে, এবং টের পেয়েই তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বুদ্ধির অভাবেই হোক, বা কিছুটা নীতিজ্ঞান অবশিষ্ট থাকার জন্যই হোক, গোপন কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে এঁদের বা অপর কারও কাছ থেকে একটি কানাকড়িও আদায় করবার চেষ্টা সে কখনো করে নি। তার জানা গুপ্তকথা নিজের লাভের জন্য ব্যবহার না করে সে শস্তা মদের আড্ডায় যে-কোনো সদ্য পরিচিত লোকের সঙ্গে পান করতে করতে সেগুলো একটু একটু করে ছাড়ত।

ধাঁধাঁয় পড়ে শভেলপেনি এরই সঙ্গে পরামর্শ করলেন। বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটাই ধাপ্পাবাজি, কিন্তু বুঝতে পারছি না এই ধাপ্পার পদ্ধতিটা কি, আর উদ্দেশ্যই বা কি। লোকে কি-কি জিনিষ গোপন রাখতে চায় এবিষয়ে তো তোমার জ্ঞান প্রচুর। কি ব্যাপার চলেছে, তুমি হয়তো আমাকে তা বুঝতে সাহায্য করতে পারবে।'

হগ-পকাস ব্যঙ্গমিশ্রিত তাচ্ছিল্যের চোখে লক্ষ্য করে আসছিল কি করে জনসাধারণের আতঙ্কের হিড়িক বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে স্যার থিওফিলাসের ঐশ্বর্যও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শভেলপেনির কথা শুনে সে খুশি হয়ে উঠল। বলল, 'ঠিক তোমাকেই আমার দরকার। ব্যাপারটা আগাগোড়া ধাপ্পা, এতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু মনে রেখো ও কথা বলা নিরাপদ নয়। তুমি বিজ্ঞান যতটা জানো আর আমি রাজনীতির যতটুকু জানি, তাই মিলিয়ে আমরা হয়তো এ রহস্য ভেদ করতে পারব। কিন্তু যেহেতু কথা বলা বিপজ্জনক, এবং পেয়ালায় চুমুক দিলেই আমার মুখে খই ফোটা শুরু হয়ে যায়, তোমার দরকার হবে আমাকে তোমার ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা। তা, তুমি যদি ঘরে আমার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মদ রেখে দাও তাহলে আমার এই অস্থায়ী কারাবাস আমি সহজেই সয়ে নিতে পারব।'

প্রস্তাবটা শভেলপেনির মনঃপূত হল, কিন্তু তাঁর পকেটের অবস্থা ভালো ছিল না। হগ-পকাসকে হয়তো বেশ কিছুদিন রাখতে হবে, তার এতদিনের মদ তিনি জোগাবেন কি করে? যাই হোক, হগ-পকাস বরাবরই যে সমাজের নিচু তলায় ছিল তা নয়; এককালে লেডি মিলিসেন্টের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, দু জনেরই যখন বাল্যকাল। দশ বছর বয়সে লেডি মিলিসেন্টের কি কি গুণ ছিল, সে সম্বন্ধে একটি বেশ জাঁকালো প্রবন্ধ লিখে সে একটি ফ্যাশন-সম্পর্কিত সাময়িক পত্রে ভালো দামে বিক্রি করল। ভেবে দেখা গেল এই টাকার সঙ্গে স্কুলের শিক্ষকরূপে শভেলপেনির বেতন যোগ করে যে টাকা হবে, তা থেকেই এই কিছুদিনের মদের খরচ চলে যাবে।

তখন থেকেই হগ-পকাস বেশ বিধিবদ্ধভাবে অনুসন্ধান কার্যে লেগে গেল। অভিযানটা যে 'ডেলি লাইটনিং' থেকেই শুরু হয়েছিল সেটা তো পরিষ্কার বোঝাই গেল। নানা জনের নানা খবর হগ-পকাসের নখদর্পণে; সে জানত 'ডেলি লাইটনিং'-এর সঙ্গে স্যার থিওফিলাসের নিবিড় সম্পর্কের কথা। এও সবারই জানা ছিল যে লেডি মিলিসেন্টই সর্বপ্রথম একজন মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দাকে দেখেছিলেন, এবং এই ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক অংশটুকু প্রধানতঃ মার্ক্‌ল্‌-এরই অবদান। ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছে তার একটা মোটামুটি কাঠামো অস্পষ্টভাবে গড়ে উঠল হগ-পকাসের উর্বর মস্তিষ্কে, কিন্তু তার মনে হল এবিষয়ে যাঁরা জানেন তাঁদের কোনো একজনের মুখ থেকে কথা বার করতে না পারলে আরো স্পষ্টভাবে কিছু জানা যাবে না। হগ-পকাস শভেলপেনিকে পরামর্শ দিল লেডি মিলিসেন্টের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করতে, কারণ প্রথম ফোটোগ্রাফটি তাঁরই তোলা, সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যায় সমস্ত ব্যাপারটির সঙ্গে প্রথম থেকেই তিনি জড়িত। হগ-পকাস এই ব্যাপারটির যেরূপ নানারকম অদ্ভুত সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিল, তা শভেলপেনি পুরোপুরি বিশ্বাস করলেন না, কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক মন বলে দিল অনুসন্ধান শুরু করবার সেরা উপায় হবে, হগ-পকাসের কথামতো, একবার লেডি মিলিসেন্টের সঙ্গে দেখা করা। তিনি তাঁকে খুব যত্ন করে একটি চিঠি লিখলেন, তাতে বললেন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তিনি তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। তাঁকে বিস্মিত করে লেডি মিলিসেন্ট রাজি হয়ে একটা তারিখ এবং সময়ের নির্দেশ দিয়ে দিলেন। শভেলপেনি চুল এবং পোষাক ব্রাশ করলেন এবং নিজেকে অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন করে নিলেন। এভাবে তৈরি হয়ে তিনি রওনা হয়ে গেলেন সেই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারে।

পাঁচ

পরিচারিকা তাঁকে নিয়ে গেল লেডি মিলিসেণ্টের নিভৃত কক্ষে, যেখানে আগেকার মতোই তিনি রয়েছেন তাঁর আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে, তাঁর পাশের ছোট্ট টেবিলটার ওপর রয়েছে তাঁর সেই পুতুল টেলিফোন।

লেডি মিলিসেণ্ট বললেন, 'মিঃ শভেলপেনি, আপনার চিঠি পেয়ে আমি বিস্মিত হয়ে ভেবেছিলাম এমন কি বিষয় থাকতে পারে যা নিয়ে আপনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান? আমি বরাবর জেনে এসেছি আপনি একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী; আমি একজন অস্থিরচিত্ত মহিলা, ধনী স্বামী ছাড়া আমার উল্লেখযোগ্য আর-কিছু নেই। কিন্তু আপনার চিঠি পাওয়ার পর আমি আপনার অবস্থা এবং কর্মজীবন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্য কিছুটা শ্রম স্বীকার করেছি। আমার মনে হয় না আপনি টাকার জন্য আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

এই বলে তিনি মনোমুগ্ধকর হাসি হাসলেন। শভেলপেনি এর আগে কখনো এমন কোনো নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি যিনি একাধারে ধনী এবং সুন্দরী। এঁকে দেখে তাঁর মনে যে অপ্রত্যাশিত ভাবাবেগের উদয় হল তার ফলে তিনি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলেন। নিজেকে মনে-মনে বললেন, 'বাপু হে, তুমি এখানে ভাবাবেগে মত্ত হতে আসো নি, এসেছ একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের ব্যাপারে।' প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি জবাব দিলেন:

'লেডি মিলিসেণ্ট, অন্যান্য মানুষদের মতো আপনিও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন মঙ্গলগ্রহীদের আক্রমণের আশঙ্কায় সমগ্র মানবজাতির চিত্তে কি এক অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। আমি যা জানতে পেরেছি তা যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে এই মঙ্গলগ্রহীদের একজনকে আপনিই সর্বপ্রথম দেখেছিলেন। আমার যা বলবার আছে তা বলতে আমার খুব কঠিন লাগছে, তবু তা বলা কর্তব্য মনে করছি। সযত্ন অনুসন্ধানের ফলে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে আপনি অথবা অপর কেউ এই ভয়ঙ্কর জীবদের একটিকেও দেখেছেন কিনা, এবং ইনফ্রা-রেডিওস্কোপের সাহায্যে সত্যিই কিছু দেখতে পাওয়া যায় কিনা। আমার অনুসন্ধান যদি ভ্রান্ত হয়ে না থাকে, তাহলে আমি এই মীমাংসায় উপনীত হতে

বাধ্য হচ্ছি যে এক বিরাট ধাপ্পাবাজির আপনি একজন প্রথম উদ্যোক্তা। আমি বিস্মিত হব না যদি আমার এ কথা শোনবার পর আপনি আপনার সম্মুখ থেকে আমাকে বলপ্রয়োগে অপসারিত করান এবং আপনার ভৃত্যদের আদেশ দেন যেন আমাকে আর কখনো আপনার বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া না হয়। এই ধরনের প্রতিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক হত, যদি আপনি নির্দোষ হতেন, এবং আরো বেশি স্বাভাবিক হত যদি আপনি দোষী হতেন। কিন্তু যদি এমন কিছু সম্ভব থেকে থাকে যা আমার চিন্তায় আসে নি, আপনার মতো একজন সুন্দরীকে যাতে দোষী করতে না হয়, এমন যদি কোনো উপায় থাকে,—আপনার হাসি দেখে আপনাকে খুবই ভদ্র বলে মনে হচ্ছে—যদি বিজ্ঞানকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে আমার যে সংস্কার আপনার সপক্ষে রায় দিচ্ছে তাকেই আমি বিশ্বাস করে নিতে পারি, তাহলে আপনাকে আমি মিনতি জানাচ্ছি, আমার প্রাণের শান্তির জন্য আপনি সম্পূর্ণ সত্য আমাকে জানতে দিন।'

সন্দেহাতীত সরলতা, এবং লেডি মিলিসেণ্টের দিকে হৃদয় ঝুঁকলেও তাঁকে তোষামোদ করতে অনিচ্ছা—শভেলপেনির এই দুটি গুণ লেডি মিলিসেণ্টকে যেমন অভিভূত করল, তেমন অভিভূত তাঁকে তাঁর পরিচিতদের মধ্যে কেউ কখনো করে নি। স্যার থিওফিলাসকে বিয়ে করবার জন্য পিতাকে ছেড়ে আসবার পর এই তিনি সর্বপ্রথম সত্যিকারের সহজ সরল অকপট মানুষের সংস্পর্শে এলেন। স্যার থিওফিলাসের বিরাট ভবনে প্রবেশ করার পর থেকেই তিনি যে কৃত্রিম জীবন যাপনের চেষ্টা করে আসছিলেন, তা তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছিল। মিথ্যা, ষড়যন্ত্র এবং হৃদয়হীন ক্ষমতার জগৎ তিনি আর সইতে পারছেন না বলে তাঁর মনে হচ্ছিল।

তিনি বললেন, 'মিঃ শভেলপেনি, কিভাবে আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দেব? আমার স্বামীর প্রতি আমার একটি কর্তব্য আছে, মানবজাতির প্রতি কর্তব্য আছে, সত্যের প্রতি কর্তব্য আছে। এই তিনটির অন্ততঃ একটির প্রতি আমাকে মিথ্যাচরণ করতেই হবে। কোনটির প্রতি আমার কর্তব্য সবচেয়ে বেশি, কি করে আমি তা ঠিক করব?'

শভেলপেনি বললেন, 'লেডি মিলিসেণ্ট, আপনি আমার মনে আশা এবং কৌতূহল দুই সমানভাবে জাগিয়ে তুলেছেন। আপনার পরিবেশ দেখে বুঝতে পারছি আপনি কৃত্রিম জীবন যাপন করেন, কিন্তু তবু, যদি আমি ভুল করে না থাকি, তাহলে আপনার ভেতর এমন একটি জিনিষ আছে যা কৃত্রিম নয়, যা

অকপট এবং সরল, যার সাহায্যে পারিপার্শ্বিক নোংরামি থেকে আপনি এখনো মুক্তি পেতে পারেন। আপনাকে কাতর অনুরোধ জানাচ্ছি, সব কথা আপনি খুলে বলুন। সত্যের পবিত্র-করা আগুনে পুড়ে আপনার আত্মা দোষমুক্ত হোক।'

লেডি মিলিসেন্ট এক মুহূর্ত নীরব রইলেন। তারপর তিনি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন :

'হ্যাঁ, আমি কথা বলব। বড় বেশি দিন আমি নীরব রয়েছি। অচিন্তনীয় অকল্যাণে আমি গা ঢেলে দিয়েছিলাম, কি করছি তা না বুঝে। তারপর একদিন বুঝলাম, তখন মনে হল বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে, আর কোনো আশা নেই। কিন্তু আপনি আমাকে নতুন আশা দিয়েছেন ; হয়তো এখনো খুব বেশি দেরি হয়ে যায় নি, হয়তো এখনো কিছু বাঁচানো যেতে পারে—এবং আর-কিছু যদি বাঁচাতে না পারি তো অন্ততঃ আমার সেই সততা ফিরে পাব, যা বাবাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্য আমি বেচে দিয়েছিলাম।

'স্যার থিওফিলাস যখন মধু-ঝরা কণ্ঠে, দাম্পত্য জীবনে স্বভাবতঃ আমার মন রাখবার জন্য যেভাবে খোসামোদ করে কথা বলতেন তার চাইতেও বেশি খোসামুদে স্বরে কথা বলে আমাকে ঐকান্তিক অনুরোধ জানালেন আমার শিল্প প্রতিভা কাজে লাগিয়ে একটি অদ্ভুত জীব তৈরি করতে, তখন, ভবিষ্যৎ নাটকীয় ঘটনাবলীর সূত্রপাতের সেই মুহূর্তে, আমি জানতাম না কি ভীষণ উদ্দেশ্যে আমার আঁকা এই ছবিটির প্রয়োজন। আমি অনুরোধটি রক্ষা করলাম। আমি অদ্ভুত জীবটির ছবি আঁকলাম। আমি এই ভীষণ জীবটিকে দেখেছি বলে প্রচারিত হতে দিলাম, কিন্তু তখন জানতাম না কি নীচ উদ্দেশ্যে আমার স্বামী—হায়, এখনো তাঁকে ঐ নামেই ডাকতে হবে—আমাকে তাতে রাজি করালেন। ক্রমে-ক্রমে যতোই তাঁর অদ্ভুত অভিযানটির রূপ ফুটে উঠেছে, ততোই বিবেকের তাড়না আমি বেশি করে অনুভব করেছি। প্রতি রাত্রে আমি নতজানু হয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি, কিন্তু আমি জানি স্যার থিওফিলাস যে বিলাস বৈভবে আমায় ঘিরে রাখতে ভালোবাসেন আমি যতদিন তার ভেতর থাকব, ততদিন ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন না। এ সমস্ত ত্যাগ করে যেতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমার আত্মা মালিন্যমুক্ত হবে না। আপনার এই আগমন উটের পিঠে শেষ খড়ের কাজ করেছে। আপনি এসে সরল সহজভাবে সত্যের আবাহন করে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন আমার কি করা উচিত। আমি আপনাকে সব বলব। আপনি জানতে পারবেন আপনি যে স্ত্রীলোকের

সঙ্গে কথা কইছেন সে কত নীচ। আমার অপরাধের সামান্যতম অংশও আমি আপনার কাছে গোপন করব না। এবং সবকিছুই যখন আমার খুলে বলা হয়ে যাবে, তখন হয়তো যে নোংরা অপবিত্রতা আমাকে আক্রমণ করেছে তা থেকে মুক্ত হয়ে আবার আমি নিজেকে নির্মল বোধ করব।'

লেডি মিলিসেণ্ট এই বলে তারপর শভেলপেনিকে সব কথা খুলে বললেন। বলবার সময় তিনি শ্রোতার মুখে যে নিদারুণ আতঙ্কের অভিব্যক্তি দেখবেন বলে ভেবেছিলেন, তার বদলে দেখলেন তাঁর দু চোখে ফুটে উঠছে সপ্রশংস মুগ্ধতার ভাব। এর আগে শভেলপেনি হৃদয়ে কখনো প্রেমভাব অনুভব করেন নি, এইবার করলেন। শ্রীমতীর যখন সব কথা বলা হয়ে গেল, শভেলপেনি তাঁকে বুকে টেনে নিলেন, শ্রীমতীও ধরা দিলেন তাঁর বাহুবন্ধনে।

'আঃ, মিলিসেণ্ট!' বললেন শভেলপেনি, 'মানুষের জীবন কি জটিল, কি ভয়ঙ্কর! হগ-পকাস আমাকে যা-যা বলেছে সব সত্যি, কিন্তু তবু, এই হীন ব্যাপারের উৎসমূলেই আমি পেয়েছি তোমাকে, যে তুমি এখনো মনের গহনে অনুভব করতে পারছ সত্যের পবিত্র অগ্নিশিখা। এখন যখন তুমি নিজের সর্বনাশ করেও সব কথা স্বীকার করেছ, তোমার মধ্যে আমি পেয়েছি একজন কমরেড, একজন আত্মার আত্মীয়, যেমনটি এই পৃথিবীতে কোথাও আছে বলে আমি আশা করি নি। কিন্তু এই অদ্ভুত জট-পাকানো অবস্থায় কি করা উচিত, তা আমি এখনো ঠিক করতে পারছি না। এ বিষয়ে আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। তারপর ফিরে এসে আমি তোমাকে আমার সিদ্ধান্ত জানাব।'

আপন আবাসে যখন ফিরে গেলেন শভেলপেনি, যখন তাঁর মোহাচ্ছন্ন অবস্থা, কি অনুভব করছেন বা কি চিন্তা করছেন কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছেন না। হগ-পকাস তখন বিছানায় শুয়ে মদের নেশায় চুর হয়ে নাক ডাকাচ্ছে। এই লোকটার ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য শুনতে তাঁর ইচ্ছা হল না; মিলিসেণ্ট সম্পর্কে তাঁর মনে যে অনুভূতির উদয় হয়েছিল তার সঙ্গে এর দৃষ্টি-ভঙ্গির সামঞ্জস্য ছিল না। মিলিসেণ্টের রূপমুগ্ধ শভেলপেনি মিলিসেণ্টকে দোষী ভাবতে পারলেন না। তিনি হগ-পকাসের বিছানার ধারে এক বোতল হুইস্কি আর-একটা গ্লাস রেখে দিলেন; তিনি জানতেন আগামী চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরে এই ব্যক্তিটি যদি এক মুহূর্তের জন্যেও জেগে ওঠে, তাহলে সামনে মদ দেখে সে লোভ সামলাতে পারবে না, এবং তার ফলে আবার ডুবে যাবে আত্মবিস্মৃতির

তলায়। এভাবে বিনা ব্যাঘাতে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাবার পাকা ব্যবস্থা করে তিনি গ্যাসের আগুনের ধারে চেয়ারের ওপর বসে পড়লেন এবং মন স্থির করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য এবং ব্যক্তিগত কর্তব্য, দু রকম কর্তব্য নির্ধারণ করাই শক্ত হয়ে উঠল। যাঁরা এই ষড়যন্ত্রটি তৈরি করেছিলেন তাঁরা সবাই দুষ্ট লোক; তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত হীন, এবং তাঁদের কাজের ফলে মানবজাতির ভালো হবে না মন্দ হবে তা নিয়ে তাঁরা আদৌ মাথা ঘামান নি। ব্যক্তিগত লাভ এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতাই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। মিথ্যা, প্রতারণা এবং সন্ত্রাসসৃষ্টি ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়। তিনি কি নীরব থেকে নিজেকে এই জঘন্য ব্যাপারের অংশীদার করবেন? যদি তা না করেন, যদি মিলিসেণ্টকে রাজি করান প্রকাশ্যে সবকিছু স্বীকার করতে, যা তিনি পারবেন বলে জানতেন, তাহলে মিলিসেণ্টের অবস্থা কি হবে? তাঁর স্বামী তাঁকে কি করবেন? সারা পৃথিবীময় যাঁরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করে বোকা বনেছেন, তাঁরা তাঁকে কি করবেন? কল্পনার চোখে শভেলপেনি দেখলেন সুন্দরী মিলিসেণ্ট ধুলোয় লুটাচ্ছেন, পিষ্ট হচ্ছেন অনেক মানুষের পায়ের তলায়, বর্বর জনতা তাঁকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছে। এ দৃশ্য তাঁর অসহ্য মনে হল, তবু তিনি ভাবলেন তাঁদের কথাবার্তার সময় মহত্ত্বের যে স্ফুলিঙ্গ তাঁর ভেতর তিনি জেগে উঠতে দেখেছিলেন তাকে নতুন করে নেবানো চলবে না, লাভজনক মিথ্যার নরম বিছানায় শুয়ে জীবন কাটাবে না মহিয়সী মিলিসেণ্ট।

অতএব তাঁর মন ঘুরে গেল এর বিকল্প সম্ভাবনার দিকে। স্যার থিওফিলাস এবং তাঁর সহযোগীদের কি জয়গৌরব লাভ করতে দেওয়া হবে? এর স্বপক্ষে একাধিক জোরালো যুক্তি ছিল। এই ষড়যন্ত্রটির জন্ম হবার আগে পূবে পশ্চিমে লড়াই আসন্ন হয়ে উঠেছিল, অনেকের মনে হয়েছিল মানুষ জাতটা ব্যর্থ আক্রোশে নিজেই নিজের বিলুপ্তি ঘটাবে। কিন্তু এখন একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক বিপদের আশঙ্কায় প্রকৃত বিপদটা আর নেই।

রাশিয়ার ক্রেমলিন আর যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস, মঙ্গলগ্রহীদের প্রতি ঘৃণায় মিলিত হয়ে, প্রিয় বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর সৈন্যদলগুলিকে এখনো যুদ্ধের জন্য একত্রিত করা যায়, কিন্তু এখন তারা একত্রিত এমন শত্রুর বিরুদ্ধে যে শত্রুর অস্তিত্ব নেই, এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলোও যে ক্ষতি করবার জন্যে তৈরি তা করতে পারবে না। 'সম্ভবতঃ' তিনি ভাবতে লাগলেন, 'মিথ্যার

সাহায্যেই মানুষকে বাঁচার মতো বাঁচতে উদ্বুদ্ধ করা যায়। মানুষের প্রবৃত্তিগুলোই এইরকম যে সত্য চিরদিনই বিপজ্জনক থাকবে। সত্যের অনুগত হয়ে আমি বোধহয় ভুলই করেছি। আমার চাইতে বোধহয় স্যার থিওফিলাসই বেশি বুদ্ধিমান। আমার প্রিয়া মিলিসেন্টকে তার সর্বনাশের দিকে এগিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে বোধহয় বোকামি হবে।'

তারপর তাঁর চিন্তার গতি আবার অন্য দিকে ঘুরে গেল। 'আগে হোক পরে হোক,' তিনি ভাবলেন, 'এই প্রতারণা ধরা পড়বেই। যাঁরা আমার মতো সত্যানুসন্ধানী, তাঁদের দ্বারা না হলে পরে যাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থ স্যার থিওফিলাসের স্বার্থের মতোই কুটিল এবং ক্রূর, তাঁদের দ্বারা এই ধাপ্পাবাজি আবিষ্কৃত এবং প্রকাশিত হবেই। এই লোকেরা এই প্রতারণার রহস্য উন্মোচন করে ফেলতে পারলে সেটা কিভাবে কাজে লাগাবেন? স্যার থিওফিলাসের মিথ্যাগুলো যে টেলুরীয়দের মধ্যে সম্প্রীতির সৃষ্টি করেছে তার বিরুদ্ধে এঁরা তার সাহায্যে ঘৃণা বাড়িয়ে তুলবেন। গোটা ষড়যন্ত্রের মুখোস যখন আগে হোক পরে হোক খুলে পড়বেই, তখন ঈর্ষা এবং প্রতিযোগিতার তরফ থেকে না হয়ে সত্যের মহান আদর্শের নামেই সেটা হওয়া ভালো নয় কি? কিন্তু এসব বিষয়ে বিচার করবার আমি কে? আমি তো ভগবান নই। ভবিষ্যৎ আমি জানতে পারি না। ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢাকা। যে দিকে তাকাই, সে দিকেই দেখি আতঙ্ক। বুঝতে পারি না দুষ্ট লোকদের ভালো কাজ করতে, না ভালো লোকদের পৃথিবীর ধ্বংস সাধন করতে সহায়তা করা উচিত। এই বিষম দোটানায় পড়েছি আমি; এর সমাধান আমার পক্ষে অসম্ভব।'

চব্বিশ ঘণ্টা তিনি ঠায় বসে রইলেন তাঁর চেয়ারে, নাওয়া খাওয়া ভুলে, দুললেন নানা বিপরীত ভাবনার দোলায়। চব্বিশ ঘণ্টার পরে এল লেডি মিলিসেন্টের সঙ্গে আবার দেখা করবার পূর্ব-নির্ধারিত সময়। শ্রান্ত এবং আড়ষ্ট ভাবে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর গুরুগম্ভীর ভাবে পা ফেলে-ফেলে অগ্রসর হলেন শ্রীমতীর ভবনের দিকে।

গিয়ে দেখলেন লেডি মিলিসেন্টও তাঁরই মতো ভেঙে পড়েছেন। তিনিও মানসিক দ্বন্দ্বে ছিন্ন ভিন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর চাইতে তিনি বেশি ভাবছিলেন তাঁর স্বামীর, এবং তাঁর নতুন প্রেমপাত্র টমাসের কথা। রাজনৈতিক চিন্তা করার অভ্যাস তাঁর ছিল না। তাঁর জগৎ গড়ে উঠেছিল এমন ব্যক্তিদের নিয়ে যাদের কার্যকলাপের ফলাফল ছিল তাঁর চেতনার সীমার বাইরে; এই

ফলাফলগুলি তিনি বুঝবার আশা করতেন না। তিনি বুঝতেন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জগতের গণ্ডীর ভেতরকার নরনারীদের মানবিক সুখ-দুঃখের কথা। এই চব্বিশ ঘণ্টা ধরে তিনি ভেবেছেন শুধু টমাসের স্বার্থলেশহীন গুণাবলীর কথা, আর দুঃখবোধ করেছেন স্যার থিওফিলাসের ফাঁদে ধরা পড়বার আগে এহেন চরিত্রের কোন মানুষের সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য কেন তাঁর হয় নি। এতগুলো ঘণ্টার উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার দুঃসহতা ভোলবার জন্য তিনি স্মৃতির সাহায্যে টমাসের একটি ছোট ছবি এঁকে সেটিকে একটি লকেটের ভেতর পুরে রেখেছিলেন। এই লকেটে আগে, জীবনের আরো হালকা সময়ে, তিনি তাঁর স্বামীর ছবি পুরে রাখতেন। এই লকেট তিনি গলার হারের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলেন। উৎকণ্ঠা যখন অসহ্য হয়ে উঠল, তিনি তখন একটু শান্তি পাবার জন্য তাকিয়ে রইলেন টমাস শভেলপেনির ছবির দিকে, যে টমাসকে প্রেমাস্পদ বলবার জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল।

অবশেষে শভেলপেনি এলেন তাঁর কাছে, কিন্তু তখন তাঁর পদক্ষেপে নেই সজীবতা, চোখে নেই উজ্জ্বল দৃষ্টি, কণ্ঠস্বরে নেই উচ্ছল প্রাণশক্তির স্পন্দন। বিষণ্ণভাবে ধীরে-ধীরে তিনি নিজের একহাতে শ্রীমতীর একটি হাত তুলে নিলেন। অন্য হাতে পকেট থেকে একটি বড়ি তুলে নিয়েই তাড়াতাড়ি গিলে ফেললেন।

তিনি বললেন, 'মিলিসেন্ট, আমি এই যে বড়িটি গিলে ফেললাম এর ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার মৃত্যু হবে। আমি কোনটা বেছে নেব কিছুতেই বুঝতে পারছি না। বয়স যখন কম ছিল তখন আমার ছিল অনেক আশা, অনেক উচ্চ আশা। তখন ভাবতাম জীবন উৎসর্গ করতে পারব সত্য এবং মানবজাতির সেবায়। হায়, তখন জানতে পারি নি যে তা হবার নয়। আমি কি সত্যের সেবা করে মানবজাতিকে ধ্বংস হতে দেব, না মানবজাতির সেবা করে সত্যকে ধূলায় পদদলিত হতে দেব? সে কথা ভাবতেও ভয় হয়। এই দোটানার মাঝখানে পড়ে আমি বেঁচে থাকা কেমন করে সহ্য করব? সেই সূর্যের তলায় কি করে আমি নিঃশ্বাস গ্রহণ করব, যে সূর্য হয় দেখবে ভীষণ হত্যাকাণ্ড, না-হয় তো ঢেকে যাবে মিথ্যার মেঘে? না, এ অসম্ভব। তুমি, মিলিসেন্ট, তুমি আমার পরম প্রিয়, আমার ওপর তোমার আস্থা আছে, তুমি জানো আমার প্রেম কত সত্য……কিন্তু তবু……কিন্তু তবু……এই দোটানায়-পড়া অবস্থায় আমার নির্যাতিত আত্মার জন্য তুমি কিই বা করতে

পার? তোমার ঐ কোমল বাহু, ঐ অপরূপ সুন্দর চোখদুটি, অথবা তুমি আমাকে যা দিতে পার তার কোনো কিছুই আমাকে এই দুঃখে সান্ত্বনা দিতে পারে না। না, মরতে আমাকে হবেই। কিন্তু মরবার সময়ে আমার পরে যাঁরা থাকবেন তাঁদের জন্য আমি রেখে যাচ্ছি একটি ভীষণ দায়িত্ব—সত্য এবং জীবন এই দুটির ভেতর একটিকে বেছে নেবার দায়িত্ব। কোনটি বেছে নেওয়া উচিত, তা আমি জানি না। বিদায়, বিদায়, প্রিয় মিলিসেণ্ট! যেখানে অপরাধী আত্মাকে কোনো সমস্যায় জর্জরিত হতে হয় না, সেই দেশে আমি চললাম। বিদায়········'

অন্তিম আবেগে একবার মুহূর্তেকের জন্য তিনি মিলিসেণ্টকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর টমাসের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে অনুভব করেই মিলিসেণ্ট মূর্ছিতা হয়ে পড়ে গেলেন। মূর্ছাভঙ্গের পর তিনি তাঁর গলা থেকে লকেটটি ছিনিয়ে নিলেন। কমনীয় আঙুল দিয়ে লকেট খুলে তিনি টমাস শভেলপেনির ছোট্ট ছবিটি তার ভেতর থেকে বার করে নিলেন। ছবিটিকে চুম্বন করে তিনি বললেন:

'ওগো মহাপ্রাণ, যদিও তুমি মৃত, যদিও তোমার যে অধরে আমি এখন বৃথা চুম্বন এঁকে দিচ্ছি তারা আর কথা কইতে পারে না, তবু তোমার কিছুটা এখনো বেঁচে আছে, বেঁচে আছে আমার বুকের ভেতর। আমার মধ্য দিয়ে, এই তুচ্ছ আমার মধ্য দিয়েই, মানুষকে তুমি যে বাণী দিতে চেয়েছ, মানুষের কাছে সে বাণী পৌছবে।'

এই বলে তিনি টেলিফোন তুলে ডাকলেন 'ডেলি থাণ্ডার'-কে।

ছয়

কয়েক দিন বাদে,—এ সময়ে লেডি মিলিসেণ্টকে তাঁর স্বামীর এবং তাঁর অনুচর-বৃন্দের কোপ থেকে রক্ষা করলেন 'ডেলি থাণ্ডার' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ—লেডি মিলিসেণ্টের কাহিনী বিশ্বব্যাপী সবারই বিশ্বাস লাভ করল। প্রত্যেকেই হঠাৎ সাহস পেয়ে স্বীকার করলেন ইনফ্রা-রেডিওস্কোপের মধ্যে দিয়ে তিনি কিছুই দেখতে পান নি। মঙ্গলগ্রহীদের সম্পর্কে আতঙ্ক যেমন তাড়াতাড়ি চরমে উঠেছিল, তেমনি তাড়াতাড়ি থেমে গেল। থেমে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই পূবে

পশ্চিমে আবার মনান্তর শুরু হল, এবং মনান্তর অচিরেই পরিণত হল খোলাখুলি যুদ্ধে।

যুদ্ধসাজে সজ্জিত জাতিবৃন্দ বিস্তীর্ণ কেন্দ্রীয় সমতলভূমিতে সমবেত হল। আকাশ কালো হয়ে গেল এরোপ্লেনে-এরোপ্লেনে। ডাইনে বাঁয়ে আণবিক বিস্ফোরণ ধ্বংস ছড়াতে লাগল। বিরাট-বিরাট কামান থেকে গোলা বেরিয়ে মানুষের পরিচালনা ছাড়াই লক্ষ্য সন্ধানে ছুটতে লাগল। হঠাৎ সব আওয়াজ থেমে গেল। প্লেনগুলো মাটির বুকে নেমে এল। বন্ধ হয়ে গেল গোলাগুলি। রণভূমির অনেক দূরে সাংবাদিকরা একাগ্র উৎসাহে তাঁদের এই অদ্ভুত পেশা অনুযায়ী যা দেখবার দেখছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন এই হঠাৎ নিস্তব্ধতা। তাঁরা বুঝতে পারলেন না এই নিস্তব্ধতার কারণ। কিন্তু সাহস করে তাঁরা এগিয়ে গেলেন যেখানে লড়াই হচ্ছিল। গিয়ে দেখলেন যেখানে লড়াই করছিল সেখানে মরে পড়ে আছে সব সৈন্য—তারা মরেছে, কিন্তু শত্রুর আঘাতে নয়, কোনো অদ্ভুত, নতুন, অজ্ঞাত কারণে। সাংবাদিকরা ছুটে গেলেন টেলিফোনে, ফোনে খবর পাঠালেন তাঁদের নিজ-নিজ রাজধানীতে। রাজধানী-গুলো লড়াইয়ের ক্ষেত্র থেকে অনেক দূর। সেখানে সংবাদপত্রের অফিসের 'শেষ সংবাদ' বিভাগে খবর পৌছল : 'লড়াই থামিয়ে দিয়েছে·········খবর এর বেশি আর এগুলো না। এই পর্যন্ত শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কম্পোজিটররা পড়ে মরে গেল। ছাপার যন্ত্রগুলোও থেমে নীরব হয়ে গেল। মৃত্যু ছড়িয়ে গেলো সারা পৃথিবীময়। মঙ্গলগ্রহীরা সত্যিই এসে পড়েছিল।

উপসংহার

(মঙ্গলগ্রহের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিশিক্ষার অধ্যাপক লিখিত)

মানবজাতির শেষ কয়েক বছরের উপরিলিখিত ইতিহাস রচনা করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন সেই মহাবীর যাঁহাকে আমরা সবাই ভক্তি করি—দিগ্বিজয়ী মার্টিন। সেই মহান মঙ্গলগ্রহী তাঁহার প্রজাদের মধ্যে এখানে সেখানে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে মিথ্যাবাদী দ্বিপদীগুলিকে তাঁহার সৈন্যেরা বীরের মতো এবং যথাযোগ্যভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে তাহাদের প্রতি কেমন একটা দুর্বল হৃদয়াবেগ রহিয়াছে। তিনি তখন তাঁহার জ্ঞানের আলোকে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া স্থির করিয়া-ছিলেন যে তাঁহার বিজয় অভিযানের পূর্ববর্তী ঘটনা এবং পরিস্থিতিগুলি

নিখুঁতভাবে বর্ণনা করিবার জন্য সর্ব প্রকার পাণ্ডিত্য নিয়োজিত হইবে। কারণ তাঁর মত এই যে, এই ধরনের জানোয়ারগুলিকে আমাদের মহাবিশ্বকে আর দূষিত করিতে দেওয়া ঠিক হইবে না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলির প্রত্যেকটি পাঠক তাঁহার সহিত একমত হইবেন।

আমাদের সপ্তপদী বলিয়া দোষ দেওয়ার চেয়ে জঘন্য নিন্দাবাদ কেহ কল্পনা করিতে পারে কি? পরিবর্তনশীল ঘটনাগুলিকে আমরা যে মধুর হাসি দিয়া অভ্যর্থনা করি তাহাকে যে টেলুরীয়গণ অপরিবর্তনশীল কাষ্ঠহাসি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে তাহাদিগকে কিরূপে ক্ষমা করা যাইতে পারিত? স্যার থিওফিলাসের মতো জানোয়ারকে যেসব সরকার সহ্য করে তাহাদের সম্পর্কে কি ধারণা করিব? যে ক্ষমতার লোভ তাহাকে তাহার অভিযানে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, আমাদের ভিতর তাহা ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজা মার্টিনেরই বুকের মধ্যে আবদ্ধ। এবং যুক্তরাষ্ট্রসংঘের বিতর্কে আলোচনার যে স্বাধীনতা দেখা গিয়াছিল তাহার সমর্থনে কে কি বলিতে পারে? আমাদের এই গ্রহে জীবন কত মহত্তর! এখানে কি চিন্তা করিতে হইবে তাহা নির্ধারিত হয় বীরচরিত্র মার্টিনের আদেশ দ্বারা, এবং সাধারণ ব্যক্তিদের শুধু সে আদেশ মান্য করিতে হয়!

এখানে যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহা প্রামাণ্য। গত টেলুরীয় যুদ্ধ এবং আমাদের সাহসী তরুণদের আক্রমণের পর খবরের কাগজ এবং গ্রামোফোন রেকর্ডের যে টুকরাগুলি অবশিষ্ট ছিল তাহা হইতেই মালমশলা সংগ্রহ করিয়া এই বিবরণ একত্রিত করা হইয়াছে। এই বিবরণে প্রকাশিত কতকগুলি বিবরণের অন্তরঙ্গতায় কেহ-কেহ বিস্ময় বোধ করিতে পারেন, কিন্তু দেখা গিয়াছিল স্যার থিওফিলাস তাঁহার স্ত্রীর নিভৃত কক্ষে তাঁহাকে না জানাইয়া একটি ডিক্টাফোন যন্ত্র লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। এই যন্ত্র হইতেই শভেলপেনির শেষ কথাগুলি পাওয়া গিয়াছে।

এই জানোয়ারগুলি আর জীবিত নাই, ইহা জানিয়া প্রত্যেক মঙ্গলগ্রহীর হৃদয় স্বস্তিবোধ করিবে। এবং এই চিন্তার আনন্দে অধীর হইয়া আমরা কামনা করিব ভিনাস গ্রহেরও সমান জঘন্য অধিবাসিদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রিয় রাজা মার্টিন যে অভিযান করিবেন মনস্থ করিয়াছেন তাহাতেও তিনি তাঁহার প্রাপ্য জয় গৌরব লাভ করেন।

রাজা মার্টিন দীর্ঘজীবী হোন!

পার্সেসাস-এর রক্ষকবৃন্দ

এক

আমাদের এই যুদ্ধ-সম্পর্কিত গুজবের যুগে অনেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিছন ফিরে তাকান অতীতের সেই দিনগুলোর দিকে যখন সব কিছুকেই যেন স্থায়িত্বে অনড় বলে মনে হত, যখন তাঁদের পিতামহগণ এমন জীবন যাপন করতেন যাকে এখনকার দৃষ্টিতে নিরুদ্বেগ বলেই মনে হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনহীন, অনড় স্থায়িত্ব মূল্য না দিয়ে পাওয়া যায় না, এবং এই মূল্য দিয়ে যা মেলে তা ঠিক এই মূল্যের উপযুক্ত কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই। আমার যখন জন্ম হল তখনই আমার বাবার বেশ বয়স হয়েছিল। আমাদের কেউ-কেউ যে যুগটাকে স্বর্ণযুগ বলে কল্পনা করেন, বাবা সেই যুগের কাহিনী কিছু-কিছু শোনাতেন। তাদের ভেতর বিশেষ করে একটি কাহিনী আমাকে এই বর্তমানকেই খুশি মনে গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল। এবার কাহিনীটি বলি তাঁরই জবানিতে।

অনেক বছর আগে আমি যখন অক্‌স্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক-স্নাতক ছাত্র ছিলাম তখন আমার একটি অভ্যাস ছিল, সেই একদা-সুন্দর নগরীর চার ধারে পল্লী এলাকার অলিতে গলিতে আমি অনেকক্ষণ ধরে বেড়াতাম। বেড়াবার সময় প্রায়ই আমার পাশ দিয়ে যেতেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে একজন ধর্মযাজক এবং তাঁর কন্যা। কেন জানি না, আমি তাঁদের বিশেষভাবে লক্ষ্য না করে পারলাম না। মনে হল বৃদ্ধ লোকটির শীর্ণ মুখে বাসা বেঁধেছে যেন কি এক দুঃখ আর কি এক অদ্ভুত ধরনের আতঙ্ক। সে যেন কোনো নির্দিষ্ট কিছু সম্পর্কে আতঙ্ক নয়, এক অনির্দিষ্ট, অবর্ণনীয় রহস্যময় আতঙ্ক। তাঁদের ঘোড়ার পিঠে চড়া অবস্থায় দেখেও পরিষ্কার বুঝতে পারা যেত যে পিতা ও কন্যা দু জনেই দু জনের ভক্ত। মেয়েটিকে দেখে মনে হত তাঁর বয়স উনিশের কাছাকাছি, কিন্তু তাঁর মুখের ভাব সেই বয়সের মেয়ের যেমন আশা করা যায় তেমন ছিল না। তাঁর চেহারা মোটেই প্রীতি আকর্ষণ করবার মত ছিল

না, তাতে আরো বেশি লক্ষ্য করা যেত একটা ভীষণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব এবং এমন একটা উদ্ধত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি যা হতাশার খুবই কাছাকাছি। না ভেবে পারলাম না কখনো তিনি হেসেছেন কিনা, আনন্দ করেছেন কিনা, এবং তাঁর চেহারার ওপর যা অমন একটা অনমনীয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব এঁকে দিয়েছে সেই কারণটিকে তিনি কখনো এক মূহূর্তের জন্যেও ভুলতে পেরেছেন কিনা। এঁদের দু জনকে বেশ কয়েক বার দেখার পর অবশেষে আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম বৃদ্ধ ধর্মযাজকটি কে। তিনি হেসে বললেন, 'ওঃ, উনি ? উনি হচ্ছেন সার-মেয়দের অধ্যক্ষ।' (এই সারমেয়দের অধ্যক্ষ ছিলেন সেণ্ট মিলিকাসের প্রাচীন কলেজের অধ্যক্ষ ; এই কলেজটিকেই প্রাক-স্নাতক ছাত্রেরা অশ্রদ্ধাভরে বলত 'সারমেয়বৃন্দ'।)

ভদ্রলোক এ কথাটা বলতে গিয়ে অমন অদ্ভুতভাবে হাসলেন কেন, জিজ্ঞাসা করলাম তাঁকে। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি কি বলতে চান আপনি ঐ বুড়ো পাপীর কাহিনী জানেন না ?' আমি বললাম, 'না। ওঁর চেহারা দেখে তো ঠিক পাপী বলে মনে হয় না। উনি কি করেছেন বলে সন্দেহ করা হয় ?' ভদ্রলোক বললেন, 'ওঃ, সে এক পুরোনো কাহিনী। শুনতে চান তো আপনাকে শোনাতে পারি।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, শুনতে চাই। বুড়ো লোকটি আমার আগ্রহ জাগিয়েছেন, তাঁর মেয়েটিও তাই। বুড়োর সম্বন্ধে আরো জানতে চাই আমি।' ভদ্রলোকের মুখে যে কাহিনীটি শুনলাম, পরে জেনেছিলাম অক্স্-ব্রিজের বাসিন্দারা সবাই জানেন, অল্পবয়সের প্রাক্-স্নাতক ছাত্রেরা ছাড়া। কাহিনীটি এই রকম :

এই অধ্যক্ষের নাম মিঃ ব্রাউন। অনেক দিন আগে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো-দের ধর্মযাজক হতে হত, এবং তাঁরা বিয়ে করতে পারতেন না, মিঃ ব্রাউন তখন যুবক। তাঁর অবস্থা তখন এই যে বরাত ভালো হলে তিনি অধ্যক্ষ হবেন, কিন্তু অধ্যক্ষ হতে না পারলে তাঁর বিবাহিত জীবন উপভোগের একমাত্র উপায় ছিল ফেলো-গিরিতে ইস্তাফা দিয়ে কলেজে চাকুরি নেওয়া। কিন্তু পরিবার থাকলে কলেজের চাকুরির আয়ে সাধারণত সংসার চালানো খুবই কষ্টকর হত। মিঃ ব্রাউনের আগে যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি বেঁচেছিলেন অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত, এবং তাঁর উত্তরাধিকারী কে হবেন তাই নিয়ে বেশ আলোচনা চলেছিল। মিঃ ব্রাউন এবং মিঃ জোন্স্ নামে এক ভদ্রলোক, এই দু জনেরই বেশি সম্ভাবনা বলে মনে হয়েছিল। দু জনেই বিবাহের জন্য বাগদত্ত

ছিলেন ; দু জনের প্রত্যেকেই আশা করতেন বৃদ্ধ অধ্যক্ষের মৃত্যু হলে তিনিই অধ্যক্ষপদে নির্বাচিত হবেন এবং তাঁর বিবাহ সম্ভব হবে। অবশেষে বৃদ্ধের মৃত্যু হল। মিঃ ব্রাউন এবং মিঃ জোন্‌স্ পরস্পরের ভেতর ভদ্রলোকের চুক্তি করলেন যে অধ্যক্ষপদের নির্বাচনে এঁরা একে অন্যের পক্ষে ভোট দেবেন। মিঃ ব্রাউন একটি বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হলেন। কিন্তু মিঃ জোন্‌স্-এর পক্ষে যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে তাঁদের মনে এই ধারণা হল যে চুক্তি সত্ত্বেও মিঃ ব্রাউন নিজের পক্ষেই ভোট দিয়েছেন। আইনের সাহায্যে এর কোনো প্রতিবিধানের উপায় ছিল না, কিন্তু কলেজের ফেলো-রা—আগে যাঁরা মিঃ ব্রাউনের পক্ষে ছিলেন তাঁরাও ছিলেন এঁদের ভেতর—সিদ্ধান্ত করলেন তাঁকে কভেন্‌ট্রিতে পাঠাতে হবে। তাঁরা অনুসন্ধান করে যা জেনেছিলেন তা প্রচার করে দিলেন, তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া বন্ধ করলেন। তাঁর স্ত্রী এ ব্যাপারে জড়িত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তবু তিনিও সঙ্গে-সঙ্গে একঘরে হলেন। তাঁদের একটি মেয়ে হল, সে বিষণ্ন, নীরব এবং বিজন পরিবেশে বড় হয়ে উঠল। তাঁর মা ধীরে-ধীরে দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন এবং শেষে একটি অতি সামান্য ব্যামোতে মারা গেলেন। আমি যে সময়ে এই কাহিনী শুনলাম, নির্বাচনটি হয়ে গেছে তার বিশ বছর আগে।

আমার তখন বয়স কম, ধর্মনীতিতে এত ভক্তি ছিল না যে সহানুভূতি বিরহিত হয়ে কোনো মানুষকে নির্যাতন করব। কাহিনীটি শুনে আমি অত্যন্ত বিচলিত হলাম, বৃদ্ধের পাপের কথা ভেবে নয়, অক্‌স্‌ব্রিজের মানুষগুলির দলবদ্ধ নিষ্ঠুরতার কথা ভেবে। বৃদ্ধের অপরাধ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। বিশ বছরের ভেতর কেউ এবিষয়ে সন্দেহ করে নি, কাজেই এত জনের সম্মিলিত মতের বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াতে পারলাম না, কিন্তু আমার মনে হল পিতার প্রতি না হোক কন্যার প্রতি খানিকটা সহানুভূতি দেখানো যেতে পারত। খোঁজ করে জানলাম মেয়েটির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর বাবার সঙ্গে যে পরিচয় করবে না এমন কারো সঙ্গে পরিচয় করতে মেয়েটি রাজি হয় নি। এই অবস্থার কথা ভাবতে-ভাবতে আমার নীতি-সম্পর্কিত বিশ্বাস টলে উঠবার উপক্রম হল। পাপের শাস্তি-বিধানই ধার্মিক মানুষের প্রধান কর্তব্য কিনা, এ বিষয়ে আমি প্রায় সন্দিহান হয়ে উঠলাম। যাই হোক, দৈব ঘটনার ফলে আমার এইসব নৈতিক গবেষণায়

বাধা পড়ল, আমি অপ্রত্যাশিতভাবে সাধারণ থেকে একেবারে বিশেষে এসে পড়লাম।

দুই

একদিন যখন একা বেড়াচ্ছিলাম তখন দেখলাম একটি ঘোড়া ক্ষিপ্ত হয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলে যাচ্ছে। কয়েক পা এগিয়ে দেখলাম পথের কিনারায় পড়ে আছে একটি নারীমূর্তি। কাছে গিয়ে দেখলাম মহিলাটি সেই জাতিচ্যুত, একঘরে অধ্যক্ষের কন্যা। পরে জানলাম সামান্য অসুস্থতার দরুন অধ্যক্ষ গৃহে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কন্যা জেদ করেছিলেন একা হলেও তিনি যথারীতি অশ্বারোহণে বেড়াতে বেরোবেনই। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি পড়ে গিয়েছিলেন লর্ড কর্জ স্যাঙ্গারের ভ্রাম্যমাণ সার্কাসদলের সাম্‌না-সাম্‌নি, যে দলের বিরাট-বিরাট গাড়িগুলি টেনে নিচ্ছিল কয়েকটি হাতি। মহিলাটির ঘোড়া ঐ হাতি-গুলোকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই ছুট লাগিয়েছিল। আমি গিয়ে দেখলাম তাঁর জ্ঞান আছে, কিন্তু একটি পা ভেঙে যাওয়ায় ভীষণ ব্যাথায় নড়তে পারছেন না। প্রথমটা কি করব বুঝে উঠতে পারলাম না, কিন্তু একটু পরেই একটা দুচাকার গাড়ি এল; গাড়িটি যাচ্ছিল অক্‌স্‌ব্রিজে। আমি গাড়োয়ানকে বলে দিলাম সে যেন কোন হাসপাতালে গিয়ে সেখান থেকে একখানা অ্যামবুল্যান্‌স্‌ গাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। অ্যাম্‌বুল্যান্‌স্‌ এল ঘণ্টা-দেড়েক পরে; এই দেড় ঘণ্টা আমি তাকে যতটা সম্ভব আরাম দিতে এবং সহানুভূতি দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে লাগলাম। তাঁর পরিচয় যে আমি জানি, সেটাও তাঁকে বুঝতে দিলাম।

ভদ্রমহিলার বাবা যদিও 'একঘরে' হয়েছিলেন, তবু আমি পরদিন খোঁজ করতে গেলাম এবং পরিচারিকার কাছে জানতে পারলাম ভদ্রমহিলার পা সেরে উঠলে পর তিনি আবার আগেকার মতোই সহজ স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারবেন, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। এর পর থেকে তাঁর পা কিরকম সেরে উঠছে সে খোঁজ নিয়মিতভাবে নিতে লাগলাম, এবং যখন তিনি সোফায় এসে বসবার মতো সেরে উঠলেন তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। প্রথমে তিনি পরিচারিকা মারফত খবর পাঠালেন দেখা হবে না। কিন্তু পরে যখন একটা কাগজে লিখে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলাম আমি তাঁর বাবার

সঙ্গেও পরিচিত হতে রাজি আছি, তখন তিনি নরম হলেন। অধ্যক্ষের সঙ্গে আমার শুধু সাধারণ ভদ্রতাসম্মত আলাপই হল; তাঁর অসুবিধা বা দুরবস্থা সম্বন্ধে আমাকে তিনি কিছুই বললেন না। কিন্তু তাঁর কন্যা, যিনি প্রথমে বনের মুক্ত পাখির মতো সন্দেহাকুলভাবে আমা হতে দূরে সরে ছিলেন, ক্রমে আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন, বিশ্বাস করতে লাগলেন আমাকে। কাহিনী তিনি এবং তাঁর বাবা যতটা জানতেন, তাঁদের কাছ থেকে ততটাই আমারও জানা হয়ে গেল।

যৌবনে তাঁর বাবা–সেই ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন—ছিলেন বেশ আমোদপ্রিয় এবং সপ্রতিভ। তাঁর দুরন্ত আমুদেপনা সম্ভবতঃ মাঝে-মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে যেত, কিন্তু তাঁর সব রকম খামখেয়ালিতে সবাই এমন মজা পেতেন যে তাতে কেউ কিছু মনে করতেন না। তিনি গভীরভাবে প্রেমে পড়েছিলেন, এবং নির্বাচনে সাফল্যের ফলে যখন প্রিয়তমা মিল্‌ড্রেডের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব হল তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল গ্রীষ্মের একেবারে শেষের দিকে, তিনি বিবাহ করলেন তার কয়েক সপ্তাহ পরে। শরতের আগে তাঁর অক্‌স্‌ব্রিজে ফেরবার কোনো বাধ্য-বাধকতা ছিল না; নবদম্পতি গ্রীষ্মের মাসগুলো কাটালেন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে। মিলড্রেড কখনো অক্‌স্‌ব্রিজ দেখেন নি। অধ্যক্ষ তাঁর কাছে অক্‌স্‌ব্রিজের বর্ণনা দিলেন ওজস্বিনী ভাষায়, প্রশংসা করলেন শুধু সেখানকার স্থাপত্যশিল্পের নয়, সেখানকার আনন্দময় সমাজেরও। তাঁদের কল্পনার দৃষ্টির সামনে প্রসারিত ছিল আনন্দময় ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি। আর এরই ভেতরে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল তাঁদের আনন্দ সম্পূর্ণ করতে একটি সন্তানও শীঘ্রই এসে পৌছবে।

অক্‌স্‌ব্রিজে পৌছে প্রথম সন্ধ্যায় অধ্যক্ষ বেশ নিশ্চিন্তভাবেই হলে চলে গেলেন উঁচু টেবিলে তাঁর যথাস্থান অধিকার করতে। তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন কেউ তাঁকে সম্ভাষণ জানালেন না, কেউ এসে জিজ্ঞাসা করলেন না তাঁর ছুটির দিনগুলো কেমন কাটল, একজন 'ফেলো' বা সদস্যও তাঁর পত্নী সম্বন্ধে একটি কথাও বললেন না। তিনি তাঁর ডান দিকে উপবিষ্ট মিঃ এ-কে একটি কথা বললেন, কিন্তু মিঃ এ তাঁর নিজের ডান দিকের ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তায় এমন মশগুল ছিলেন যে অধ্যক্ষের কথা তাঁর যেন কানেই গেল না। বাঁ দিকের মিঃ বি-র সঙ্গেও অধ্যক্ষের ঠিক এইরকম অভিজ্ঞতাই হল। এর পর তিনি সেই ভোজসভায় সম্পূর্ণ নীরব হয়েই বসে রইলেন, কিন্তু সদস্যদের হাসি আর

আলাপ এমনভাবে চলতে লাগল যেন তাঁকে কেউ দেখতেই পাচ্ছেন না। এতে তিনি অস্বস্তি এবং বিস্ময় বোধ করলেও তাঁর মনে হল প্রথা অনুযায়ী কমন-রূমে পোর্ট মদ পানের বৈঠকে সভাপতি হতে তিনি বাধ্য। কিন্তু তিনি যখন মদের পাত্রটি তাঁর পাশের লোকের সামনে এগিয়ে দিলেন তখন সেই ভদ্রলোক সেটি এমনভাবে নিলেন যেন পাত্রটি শূন্য থেকে এসে পড়েছে তাঁর কাছে। তারপর পাত্রটি যখন এক পাক সম্পূর্ণ করে ফিরে এল তখন তাঁর এক পাশের লোক তাঁকে ডিঙিয়ে তাঁর অন্য পাশের লোককে প্রশ্ন করলেন পাত্রটি আরেক পাক ঘুরবে কিনা। এ ব্যাপার দেখে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেই তাঁর মনে সন্দেহ উপস্থিত হল। যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গিয়ে মিলড্রেডের স্পর্শ অনুভব করে তিনি নিশ্চিত হলেন তিনি রক্তমাংসের মানুষ, অদৃশ্য ভূত নন।

কিন্তু তিনি তাঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বর্ণনা শুরু করতে না করতেই বাড়ির পরিচারিকা একটি লেফাফা হাতে নিয়ে এসে বলল, কে একজন অচেনা লোক এসে চিঠির বাক্সের ভেতর এটিকে ফেলে দিয়ে গেছে। লেফাফাটি ছিঁড়ে খুলে ফেলে অধ্যক্ষ তার ভেতর একখানা বেনামী চিঠি পেলেন, সেটি দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল লেখা থেকে লেখককে পাছে চেনা যায় সেই ভয়ে ইচ্ছা করে হাতের লেখা বিকৃত করা হয়েছে। চিঠিখানার শুরু এইরকম :

'আপনার বিচার হয়েছে এবং আপনি দণ্ডিত হয়েছেন। আইন আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না, কিন্তু একটি কঠোর শপথ গ্রহণ করা হয়েছে যে তা সত্ত্বেও আপনার পাপের জন্য শাস্তিভোগ আপনাকে করতে হবেই, আইন-ভঙ্গকারীকে আইন যে শাস্তি দেয় আপনার শাস্তি তার চাইতে কম কঠোর হবে না।'

তাঁর দোষ প্রমাণের জন্য যত প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছিল চিঠিতে তার বর্ণনা ছিল। চিঠিতে বলা ছিল যে সদস্যেরা, বিশেষ করে নির্বাচনে পরাজিত মিঃ জোন্‌স্‌, প্রথমে বিশ্বাসই করতে চান নি তাঁদেরই একজন সতীর্থ এমন একটি জঘন্য কাজ করতে পারেন, কিন্তু খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করবার পর তাঁরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন। চিঠির সমাপ্তিটা প্রায় বাইবেলোক্ত অভিসম্পাতের মতো :

'আপনার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ জড় হয়েছে, কথার চাতুরিতে তা এড়িয়ে যেতে পারবেন, এমন কল্পনাও করবেন না। ভাবেন না কাঁদুনি গেয়ে মার্জনা লাভ

করবেন সহানুভূতির উদ্রেক করে। যতদিন এই কলেজের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন ততদিন শুধু কলেজের কাজের জন্য যেটুকু কথা না বললেই নয় সেটুকু ছাড়া একটি কথাও কেউ বলবে না আপনার সঙ্গে। হয়তো আপনি এমন ভান করতে পারেন যে আপনার অপরাধে আপনার স্ত্রীর শাস্তি পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু আপনি বিশ্বাসঘাতকতা না করলে যে মহিলা এখন মিঃ জোন্‌স্‌-এর পত্নী হতেন, আপনার স্ত্রী তাঁরই জায়গা জুড়ে বসেছেন। সুতরাং তিনি যতদিন আপনার পাপকার্যের সুফল ভোগ করবেন ততদিন তার শাস্তিও তাঁকে ভোগ করতে হবে। এই বলেই আপনাকে আপনার অপরাধী বিবেকের যন্ত্রণার হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা বিদায় নিচ্ছি। ইতি—

আপনার অনিচ্ছুক সহকর্মিবৃন্দ,
ন্যায়পরায়ণ বিচারক-মণ্ডলী।

চিঠিখানা পড়া শেষ করে অধ্যক্ষ এমন মর্মাহত হলেন যে চিঠিখানা তাঁর স্ত্রী যেন পড়তে না পারেন এমন কোন ব্যবস্থাই তিনি অবলম্বন করলেন না। অবশেষে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি চিন্তাভারাক্রান্ত দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। বললেন, 'মিলড্রেড, তুমি কি এসব কথা সত্যি বলে বিশ্বাস কর?' তাঁর স্ত্রী জোরের সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'এ কথা আমি বিশ্বাস করব? এমন কথা তুমি কি করে ভাবতে পারলে পিটার? নরকের সবগুলো অপদেবতা যদি ঐ দানবিক কলেজের সদস্যদের মূর্তি ধরে এসে শপথ করে বলত ওরা ঐ ব্যাপারের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, তাহলেও আমি ও কথা বিশ্বাস করতাম না।'

অধ্যক্ষ বললেন, 'তোমার এই কথার জন্য ধন্যবাদ। যতদিন এই কথায় তোমার সত্যিকারের মনোভাব প্রকাশ পাবে ততদিন আমার জীবন যত দুঃখময়ই হোক না কেন, আমি জানব মানবিক সহানুভূতি পাবার অন্ততঃ একটি আশ্রয় আমার আছে। আর আমার ওপর তোমার বিশ্বাস যতদিন অটুট থাকবে ততদিন এই জঘন্য কুৎসার বিরুদ্ধে লড়বার সাহস আমার থাকবে। আমি পদত্যাগ করব না, কারণ তা করলেই মনে হতে পারে আমি নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করছি। আমি সত্য আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করব; এবং একদিন কোনো-না-কোনো উপায়ে সত্য আবিষ্কৃত হবেই। কিন্তু প্রিয়ে, আমি আশা করেছিলাম তোমাকে সব রকমে সুখী করব; আমার সঙ্গে তোমাকে একঘরে হয়ে থাকার দুঃখ ভোগ করতে হবে, এ আমি কেমন করে সইব? তোমাকে বলতাম আমাকে ছেড়ে চলে যেতে, কিন্তু জানি তুমি তা কিছুতেই

যাবে না। ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, কিন্তু সাহস আর একাগ্রতা, আর সেই সঙ্গে তোমার ভালোবাসা, এই তিনের শক্তিতে এখনো হয়তো সমস্ত ব্যাপারটার একটা সুসমাধান মিলতে পারে।'

প্রথমে অধ্যক্ষ ভাবলেন এ রহস্যের কিনারা পাবার একটা উপায় বার করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। তিনি জোরের সঙ্গে নিজের নির্দোষিতা জানিয়ে এবং তদন্ত দাবি করে প্রত্যেক সদস্যকে চিঠি লিখলেন। বেশির ভাগ সদস্যই তাঁর এই চিঠিকে উপেক্ষা করলেন। তাঁর ভূতপূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ জোন্‌স্‌কে এঁদের চাইতে একটু কম বিদ্বেষভাবাপন্ন মনে হল; তিনি চিঠির জবাব দিলেন, তাতে জানালেন তদন্ত হয়ে গেছে, সবাই খুলে বলেছেন তাঁরা কি ভাবে ভোট দিয়েছেন, তাতে হিসাব করে দেখা গেছে অধ্যক্ষের ভোটটি বাদ দিলে দু জন প্রতিদ্বন্দ্বীই সমান ভোট পান। এ থেকে পরিষ্কার শুধু একটি মীমাংসাতেই উপনীত হওয়া যায়, সেটি অত্যন্ত মর্মান্তিক, এবং এর পর তদন্ত করে জানবার আর-কিছু বাকি থাকে না। অধ্যক্ষ তখন উকিল এবং ডিটেকটিভদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, কিন্তু বৃথা; সবাই তাঁকে দোষী মনে করলেন, কেউ তাঁকে সবার সন্দেহ থেকে মুক্তি পাবার কোনো পন্থা বাতলাতে পারলেন না। যেমন তাঁকে, তেমনি তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ব্রাউনকেও সবাই এড়িয়ে চলতে লাগলেন, এমনকি তাঁর কুমারী জীবনের যে কয়েক জন বন্ধু অক্‌স্‌ব্রিজে থাকতেন, তাঁরাও। এই পরিস্থিতির ভেতর তাঁদের একটি মেয়ে জন্মাল। অন্য সময়ে এতে তাঁদের মন ভরে উঠত আনন্দে, কিন্তু এ সময়ে এই আনন্দের ব্যাপারটি তাঁদের এক নতুন যন্ত্রণারই কারণ হল: এ অবস্থায় তাঁরা তাঁদের সন্তানকে সুখী করবেন কি করে? হতাশ চিত্তে তাঁরা মেয়ের নাম রাখলেন ক্যাথেরিন, কারণ তাঁরা ভাবলেন আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার সন্ন্যাসিনী ক্যাথেরিনের মতো তাঁদের এই মেয়েকেও অশেষ দুঃখ সইতে হবে। তাঁদের মনে হল এই দুঃখের ভেতর আরেকটি সন্তানকে ডেকে আনা নিতান্তই নিষ্ঠুর অবিবেচনার কাজ হবে। তখনকার সময়ে, এবং তাঁদের ধর্মবিশ্বাস যে রকম ছিল তাতে এর মানে এই দাঁড়াল যে স্বামী-স্ত্রীর ভেতর অন্তরঙ্গ দৈহিক সম্পর্ক বাতিল হয়ে গেল। প্রেম রইল, কিন্তু সে প্রেমে রইল না একফোঁটা আনন্দের পরশ।

বছরের পর বছর চলে গেল, কিন্তু তাঁদের দুঃখের কোনো লাঘব ঘটল না। শ্রীমতী ব্রাউন ধীরে-ধীরে শীর্ণ হতে-হতে শেষকালে মারা গেলেন। ক্যাথেরিন জন্ম অবধি কখনো হাসি শোনে নি, পাঁচ বছর বয়সেই সে আশি

বছরের বুড়ির মতো গম্ভীর, চুপচাপ এবং জবুথবু হয়ে বসল। তাকে স্কুলে পাঠানো গেল না, কারণ স্কুলে গেলেই অন্য ছেলেমেয়েরা তাকে জ্বালাতন করবে। তাকে পড়াবার জন্য পর-পর অনেক বিদেশিনী গভর্নেস রাখা হল। তাঁরা এখানকার অদ্ভুত পরিস্থিতির কথা না জেনে আসতেন, কিন্তু এসে জানতে পেরেই নোটিস দিয়ে কাজ ছেড়ে চলে যেতেন। সব ব্যাপারটা মেয়ের কাছে খুলে বলতেই হয়েছিল, কারণ বাপ-মার কাছ থেকে না শুনলে মেয়েটি ঝি-চাকরদের মুখে সবই শুনতে পেত। অধ্যক্ষ, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর, মেয়েকে আদরে-আদরে ছেয়ে রেখেছিলেন তাকে সমাজে একঘরে হয়ে থাকার দুঃখ ভুলিয়ে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াসে। মেয়েটিরও তেমনি যে ভালবাসা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ছড়িয়ে পড়ত অনেকের ওপর, তা এখন সম্পূর্ণ পড়ল তার বাবার ওপর। তারপর মেয়েটি যখন সাবালিকা হয়ে উঠল তখন তার মনে দুরন্ত বাসনা জাগল তার বাবার নির্দোষিতা প্রমাণ করে তাঁকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা, এবং সারা দুনিয়াকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া বিচার-করা অন্যায় করে তাঁর কি অমানুষিক নিষ্ঠুর দণ্ডবিধান করেছে। অবিচার যে হয়েছেই, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না মেয়েটির মনে। কিন্তু পিতা আর কন্যা দু জনেই সমান অসহায়। বিরূপ পৃথিবীতে কোণঠাসা অবস্থায় ছোট্ট গণ্ডীর ভেতর শুধু তাদের দু জনের পারস্পরিক ভালোবাসা কাউকেই তৃপ্তি দিতে পারত না, কারণ দু জনেরই মনে হত দু জনের দুঃখের কথা। আর দু জনে প্রত্যেকেই ভাবতেন, যদিও মুখে বলতেন না, যে চোখের সামনে অন্যের দুঃখ দেখতে না হলে তাঁর নিজের দুঃখ অপেক্ষাকৃত কম দুঃসহ মনে হত।

ক্যাথেরিন যখন সেরে উঠছিলেন তখন পর-পর কয়েক দিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলাপ করে এই ইতিহাস আমি জানতে পেরেছিলাম। তাঁর বলা কাহিনী আমি কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারলাম না, কিন্তু তাঁর বাবার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ ছিল তারও কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না। ভদ্রমহিলার কথা মতো তাঁর বাবা যদি নির্দোষই হয়ে থাকেন, তাহলে এ ব্যাপারটার পিছনে একটা অনাবিষ্কৃত রহস্য রয়ে গেছে বলে আমার মনে হল। কোনো গোপন সত্য উদ্ধার করবার কোনো রকম উপায় আছে বলে মনে হলে আমি সেই নির্বাচনের সময়কার ঘটনাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতাম, কিন্তু এত বছর পরে তা আর সম্ভব বলে মনে হল না। যাই হোক, আমার এই ধাঁধাঁগ্রস্ত অবস্থায় সত্য হঠাৎ প্রকাশ পেল—সম্পূর্ণ, বিস্ময়কর, ভয়ঙ্কর।

তিন

ক্যাথেরিনের আরোগ্যলাভ যখন সম্পূর্ণ হল তখন তাঁর বাবা মারা গেলেন। এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না, কারণ জীবনের দুঃখযন্ত্রণা তাঁকে ধীরে-ধীরে ক্ষয় করে এনেছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার হল তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই কলেজের ভেতর তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু, ভগবদ্‌তত্ত্বের অধ্যাপক ডাঃ গ্রেটোরেক্স্‌-এর মৃত্যু। বিস্ময় সীমা ছাড়াল যখন জানা গেল অধ্যাপক বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। সারাজীবন তিনি ছিলেন পাপের নির্মম শত্রু এবং পুণ্যের একটি স্তম্ভবিশেষ। তাঁর বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন অনেক বয়সের অবিবাহিতা মহিলারা, পবিত্রতা বজায় রেখে-রেখে যাঁদের মাধুর্যের কিঞ্চিৎ অভাব ঘটেছিল, এবং আমাদের এই দুর্বল যুগের নৈতিক আদর্শের শ্লথতা যাঁদের স্পর্শ করতে পারে নি, বিদ্যায়তন-সংশ্লিষ্ট সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি অধ্যাপক থাকার ফলেই, সবাই ভাবতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন উচ্চ মানের আবহাওয়া বজায় থাকা সম্ভব হয়েছিল যে বাপ-মায়েরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তাঁদের সন্তানদের সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। নির্বাচনের আগেকার দিনগুলিতে তিনি ভীষণভাবে ডাঃ ব্রাউনের বিপক্ষে এবং মিঃ জোন্‌স্‌-এর পক্ষে ছিলেন। ডাঃ ব্রাউনকে যখন নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হল তখন ডাঃ গ্রেটোরেক্‌স্‌ই প্রথম তদন্তের ব্যবস্থা করিয়েছিলেন, এবং তাঁরই চেষ্টার ফলে সবাই অধ্যক্ষকে দোষী বলে বিশ্বাস করেছিলেন। অধ্যক্ষ যখন মারা গেলেন, তখন কেউ ভাবেন নি এতে ডাঃ গ্রেটোরেকস্‌ খুব দুঃখ পাবেন। আর তাঁর মতো নিষ্পাপ চরিত্রের লোক আত্মহত্যার মতো মহাপাপ করে নিজের জীবনের অবসান ঘটাবেন, সেকথা কল্পনা করা তো সকলের পক্ষে আরো অসম্ভব ছিল। অবশ্য এ কথা সত্যি যে অধ্যক্ষের মৃত্যুর পরের রবিবার কলেজের উপাসনা-ঘরে যে উপদেশ বাণী দিয়েছিলেন তাতে তাঁর কয়েকজন অনুরাগী ভক্ত পর্যন্ত চমকে উঠেছিলেন। তাঁর বাণীর বিষয়বস্তু ছিল : 'যেখানে তাদের কৃমিকীটের মৃত্যু নেই, যেখানে আগুন নেবে না।' তিনি একটি বিষয়ে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন : বাইবেলের কোনো পাঠক ঈশ্বরসম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে ভাবেন তিনি পাপীদের ক্ষমা করবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহবান, এবং সম্ভবত অনন্ত নরকও তাঁর অভিপ্রেত নয়। এই বিদ্বান

অধ্যাপক ভদ্রলোক বললেন উপাসনাকালীন ভাষণের জন্য তিনি যে বাণীটি বেছে নিয়েছেন, সেটি নেওয়া হয়েছে মার্কলিখিত সুসমাচার থেকে, এবং সুসমাচার-গুলির অন্তর্নিহিত শিক্ষা যথার্থভাবে গ্রহণ করতে হলে এই বাণীটিকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এ পর্যন্ত তাঁর উপদেশ-ভাষণ সবার সমর্থন লাভ করতে পারত; কিন্তু শ্রোতাদের কাছে যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং কুরুচিপূর্ণ বলে মনে হল তা হল এই যে পাপীদের অনন্ত নরকবাসটা যেন তাঁর কাছে খুব আনন্দের বিষয়, এবং তার চাইতে আরো ভয়ানক কথা এই যে স্পষ্টই বোঝা গেল অনন্ত নরকবাসপ্রসঙ্গে তিনি লোকান্তরিত অধ্যক্ষের কথাই ভাবছিলেন। সবাই অনুভব করলেন যে ভগবদ্‌তত্ত্বের একটা নিজস্ব মূল্য আছে বটে, কিন্তু তা সুরুচির দাবিকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। উপদেশবাণী শুনে সবাই মনে-মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব নিয়ে ফিরলেন। মিঃ জোন্‌স্ বরাবরই তাঁর সফল প্রতিদ্বন্দ্বীর শাস্তিবিধানের বিরোধী ছিলেন ; তিনি ঠিক করলেন প্রফেসর গ্রেটোরেক্‌স্-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বলবেন অমন করে দোষারোপ করার সময় বোধহয় পার হয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলা তিনি প্রফেসরের দরজায় টোকা দিলেন কিন্তু কোনো সাড়া পেলেন না। তিনি আবার টোকা দিলেন, আগের চাইতে আরো জোরে আওয়াজ করে। তারপর প্রফেসরের আলো তখনো জ্বলছে দেখে তাঁর মনে ভয় হল হয়তো অঘটন কিছু ঘটেছে। এই ভেবে তিনি ঢুকে পড়লেন ঘরের ভেতর। ঢুকে দেখলেন প্রফেসর তাঁর দেরাজের ধারে বসে আছেন ; তাঁর দেহে প্রাণ নেই, করোনারকে উদ্দেশ্য করে লেখা বড় একতাড়া পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে তাঁর সামনে। মিঃ জোন্‌স্ নিজে এই পাণ্ডুলিপি পড়া ঠিক মনে করলেন না, তুলে দিলেন পুলিশের হাতে। পুলিশের নির্দেশে ময়না-তদন্তের সময় এই পাণ্ডুলিপি পড়া হল। এতে প্রফেসর গ্রেটোরেক্‌স্ লিখেছিলেন ঃ

'আমার জীবনের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন শুধু পৃথিবীর কাছে বলা বাকি রয়েছে কি সেই কাজ, এবং কি ভাবে আমি পাপের শাস্তি বিধানের যন্ত্রস্বরূপ হয়েছি। ব্রাউন এবং আমি যৌবনে পরস্পরের বন্ধু ছিলাম। সে সময় ব্রাউন আমার চাইতে অনেক বেশি সাহসী আর অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ছিল। আমাদের দু জনেরই ইচ্ছা ছিল ধর্মযাজক হয়ে শিক্ষাদান-ব্রত গ্রহণ করব, এবং যাজকজীবনে প্রবেশ করলে যেসব আনন্দ উপভোগ করা অশোভন বলে বিবেচিত হবে, সে ধরনের আনন্দ কিছু-কিছু তার আগেই উপভোগ করে নিতে লাগলাম। একজন তামাকুবিক্রেতার দোকানে আমাদের দু জনেরই যাতায়াত

ছিল। মুরিয়েল নামে তার একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল, মেয়েটি মাঝে-মাঝে দোকানে কাজ করত। তার দুটি উজ্জ্বল চোখে ছিল দুষ্টুমি আর আমন্ত্রণের আভাস। আণ্ডার-গ্রাজুয়েটদের সঙ্গে হাসি তামাশায় মেয়েটি ছিল বেশ চটপটে, কিন্তু আমি অনুভব করতাম ঐ বাইরের চাঞ্চল্যের অন্তরালে রয়েছে গভীর অনুভূতি এবং গভীর ভালবাসার ক্ষমতা। আমি গভীরভাবে মেয়েটির প্রেমে পড়লাম, কিন্তু আমি জানতাম যে আমি যে ধর্মশিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করতে চলেছি তাতে বিবাহ নিষিদ্ধ, এবং আমার যোগ্য অন্য যে-কোনো বৃত্তিই আমি গ্রহণ করি না কেন, একজন সামান্য দোকানদারের মেয়েকে বিয়ে করলে সেই বিবাহ আমার উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হবে। সমগ্র পরবর্তী জীবনের মতো তখনো দৈহিক পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম; মুরিয়েলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনাকে আমি এক মুহূর্তও মনে স্থান দিলাম না। ব্রাউনের মনে কিন্তু এ ধরনের কোনো বালাই ছিল না। একদিকে জীবনে উন্নতি করবার ইচ্ছা, অন্য দিকে প্রেম, এই দোটানার মাঝখানে পড়ে আমি যখন ইতস্ততঃ করছিলাম, ব্রাউন তখন সক্রিয় হল। তার নিরুদ্বেগ আমুদে স্বভাব দিয়ে সে বেচারী মেয়েটির হৃদয় জয় করে ফেলে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে পাপকার্যে প্রবৃত্ত করল। এ ব্যাপারটা শুধু আমিই জানলাম। এবং মুরিয়েলের দুরবস্থায় যে নিদারুণ যন্ত্রণা আমি ভোগ করলাম, ভাষায় তা বর্ণনা করা অসম্ভব। আমি এ বিষয়ে ব্রাউনের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথা। মুরিয়েল জেনে গেল আমি তার গোপন পাপের কথা জানি; অনেক অনুনয় করে সে আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিল এ কথা আমি কাউকে বলব না। কয়েক মাস পরে মুরিয়েল উধাও হয়ে গেল। তার কি হয়েছে আমি জানতে পারলাম না বটে, কিন্তু আমার ঘোরতর সন্দেহ হল ব্রাউনের তা অজানা নয়। আমার এ ধারণা কিন্তু ভুল ছিল। কিছুদিন ভীষণ অস্বস্তির যন্ত্রণা সহ্য করার পর আমি মুরিয়েলের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। কোনো এক গরীব বস্তি থেকে মুরিয়েল লিখেছে সে অন্তঃসত্ত্বা, ব্রাউনকে সে অত্যন্ত ভালবাসে বলেই তাকে বিব্রত করতে চায় নি, তাই তাকে নিজের অবস্থা বা ঠিকানা জানায় নি। আমার গোপনতার শপথটা আরেকবার মনে করিয়ে দিয়ে সে জানতে চেয়েছিল তার সন্তানের জন্ম পর্যন্ত এই আর সামান্য কয়েকটা দিন আমি তাকে সাহায্য করতে পারব কিনা। আমি গিয়ে দেখলাম মুরিয়েল ভয়ানক দুর্দশায় রয়েছে; তার বাবাও নৈতিক আচরণের ব্যাপারে আমারই মতো কঠোর বলে

তাঁর কাছে মুরিয়েল অপরাধ স্বীকার করতে সাহস পায় নি। সৌভাগ্যবশতঃ এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল, কাজেই অক্‌স্‌ব্রিজে অনুপস্থিতি কোনোরূপ আলোচনার খোরাক হল না। আমি তাকে সাহায্য দিলাম, আর যথাসময়ে হাসপাতালে তার জন্য একটি 'বেড'-এর ব্যবস্থা করে দিলাম। মুরিয়েল এবং তার শিশু, দু জনেই মারা গেল। কেন আমি অনর্থক আত্মসংযম করেছিলাম সে কথা ভেবে ব্যর্থ আফশোষে আমার মন ভরে উঠল। মুরিয়েল আবার নতুন করে আমায় শপথ করিয়ে নিয়েছিল, তাই ব্রাউনের জঘন্য অপরাধের কথা আমার পক্ষে বলা সম্ভব হলো না। মুরিয়েলের কি হল তা ব্রাউন কখনো জানল না, জানবার জন্যে তার কোনো মাথাব্যথাও ছিল না বলেই আমার বিশ্বাস।

'আমি প্রকাশ্যে তার মুখোস খুলে দিতে পারলাম না বটে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলাম অবস্থা অনুযায়ী যেভাবে সম্ভব হবে তার শাস্তিবিধানে আমি নিজের জীবন উৎসর্গ করব। অধ্যক্ষপদের জন্য যে প্রতিযোগিতা হল, তাতেই আমি আমার সুযোগ পেয়ে গেলাম। আমি ছিলাম মিঃ জোন্‌স্‌-এর ভয়ানক-ভাবে পক্ষপাতী, এবং নির্বাচনে তাঁকে জিতিয়েও দিতে পারতাম। কিন্তু সেই আশাভঙ্গের ব্যথাও ব্রাউনের সয়ে যেত, এবং তার এ দুঃখ মুরিয়েল যে যন্ত্রণা পেয়েছিল তার কাছাকাছিও যেত না। হঠাৎ আরো সূক্ষ্ম, আরো গভীর প্রতিশোধের কল্পনা আমার মাথায় খেলে গেল। গোপন ভোটের সময়ে আমি ব্রাউনের পক্ষেই ভোট দিলাম। এমনটি যে হতে পারে তা কেউ এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারেন নি, এবং ভোটগুলি পরীক্ষা করার সময়ে আমার দিক থেকে কোনো রকম ইঙ্গিত ছাড়াই সবাই ধরে নিলেন আমি মিঃ জোন্‌স্‌-এর পক্ষেই ভোট দিয়েছি। ফলে আমি যা ভেবেছিলাম তাই হল, সবারই ধারণা হল ব্রাউন নির্বাচনে জিতেছেন নিজের পক্ষে ভোট দিয়ে। যে ধরনের কথা বললে তার বিরুদ্ধে উত্তেজনা বাড়বে, তা থেকে আমি বিরত রইলাম না। সবকিছুই ঘটল আমার পরিকল্পনা মতো, শুরু হল তার যন্ত্রণাভোগের মেয়াদ। আমার ভাবতেও ভাল লাগছে যে মুরিয়েলের চাইতে তার যন্ত্রণা ছিল আরো ভয়ানক, আরো দীর্ঘমেয়াদী। আমি দেখতে লাগলাম তার স্ত্রী দুটি গালের গোলাপী রঙ ম্লান হয়ে গভীর হতাশায় ডুবে যাচ্ছেন, আর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ভাবতে লাগলাম, "মুরিয়েল, তোমার দুঃখের এই প্রতিশোধ।" ব্রাউন যখন তরুণ এবং বেশ প্রফুল্ল ছিল, আমার কাছে তার সেই সময়কার একখানা ছবি ছিল।

প্রতি সন্ধ্যায় প্রার্থনা করবার আগে আমি এই ছবিটি বার করতাম আর তার সেই চেহারার সঙ্গে তার পরিবর্তিত গাল-তোবড়ানো এবং ভীতদৃষ্টি চেহারার তুলনা বেশ রসিয়ে-রসিয়ে উপভোগ করতাম। পরের বছরগুলিতে আমি খুবই আনন্দের সঙ্গে দেখতাম বিচ্ছিন্নতার বিষে কন্যার প্রতি তার ভালোবাসায় একটা অসুস্থ বিকৃত ভাব এসে গেছে। তার দুঃখযন্ত্রণাই হল আমার জীবন; এর তুলনায় আর কিছুরই আমার কাছে তেমন কোনো দাম ছিল না। তার প্রতি আমার যে গভীর ঘৃণা, তার তুলনায় তার প্রতি আমার সতীর্থদের বিতৃষ্ণাভাব তো কিছুই নয়। প্রেমের আনন্দ আমি আস্বাদ করবার সুযোগ পাই নি, কিন্তু ঘৃণা করার আনন্দ আমি পেয়েছি; কে জানে এই দুয়ের ভেতর কোনটা বড়ো? কিন্তু এখন আমার শত্রুর মৃত্যু হয়েছে, আমার আর এ পৃথিবীতে বাঁচবার কোনো আকর্ষণ নেই। কিন্তু একটি বিশ্বাস আমাকে আশা দিয়েছে। আমি নিজের হাতে মরব, কাজেই অনন্তকাল আমাকে নরকে বাস করতে হবে। আমার আশা আছে সেখানে আমি ব্রাউনের দেখা পাব, আর নরকে যদি ন্যায়-বিচার থাকে তাহলে তার অনন্ত যন্ত্রণার ভীষণতা আরো বাড়িয়ে তোলবার পন্থাও আমি পাব। এই আশা নিয়েই আমি মরছি।'

পাদ্রীর সুবিধা

এক

পেনিলোপি কোহুন ধীরে-ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে তার ছোট্ট বসবার ঘরে একটা বেতের চেয়ারে শান্তভাবে দেহ এলিয়ে দিয়ে বসে পড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, 'উঃ! বিরক্ত—বিরক্ত—বিরক্ত হয়ে উঠেছি আমি। এই একঘেয়েমি আর ভালো লাগে না।'

অবশ্য তার এই বিরক্তির কারণ ছিল, এ কথা বলতেই হবে। তার বাবা ছিলেন শহর থেকে অনেক দূরে সাফোক-এর গ্রামাঞ্চলে একটি এলাকার (Parish) 'ভিকার' (ধর্মযাজক)। এই এলাকার নাম কোয়াইকম্ব ম্যাগ্না। গ্রামটিতে ছিল একটি গীর্জা, ধর্মযাজকের বাড়ি, ডাকঘর, জনসাধারণের সম্পত্তি একটি বাড়ি, দশটি কুটির, এবং—গ্রামের একমাত্র শোভা—একটি সুন্দর প্রাচীন শৌখীন বাগানবাড়ি। সে সময়ে, অর্থাৎ এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, এই গ্রামটির সঙ্গে বহির্জগতের একমাত্র যোগসূত্র ছিল একটি মোটর বাস। বাসটি হপ্তায় তিন বার কোয়াইকম্ব পার্ভা পর্যন্ত যাওয়া-আসা করত। এই গ্রামটি ছিল আয়তনে অনেক বড়, আর এখানে একটা রেল স্টেশনও ছিল। লোকে বলত যথেষ্ট আয়ু থাকলে এই স্টেশন থেকে লিভারপুল স্ট্রীট পৌঁছবার আশা করা যেতে পারে।

পেনিলোপির বাবা তখন পাঁচ বছর ধরে বিপত্নীক। তিনি ধর্ম এবং ব্যক্তিগত আচরণ সম্বন্ধে ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া, সব রকম আমোদ-আহ্লাদের বিরোধী, যেমনটি আজকাল প্রায় দেখাই যায় না। তাঁর স্বর্গীয় সহধর্মিণী ছিলেন তাঁর মতে আদর্শ স্ত্রী—অনুগত, সহিষ্ণু এবং ধর্মসংক্রান্ত কাজে অক্লান্ত পরিশ্রমী। তিনি তাই ধরে নিলেন কন্যা পেনিলোপিও তার স্বর্গীয়া জননীর পদাঙ্কই বিনা দ্বিধায় অনুসরণ করবে। গত্যন্তর নেই দেখে পেনিলোপি তাই করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করত। খ্রীস্টমাস এবং ফসল-কাটার উৎসবে সে গীর্জা সাজাত; মেয়েদের মজলিশে সভানেত্রী হত; ঘুরে-ঘুরে বৃদ্ধাদের সঙ্গে দেখা

করে তাঁদের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত খোঁজ-খবর নিত ; গীর্জার ভৃত্য কাজে অবহেলা করলে তাকে ধমক দিত। তার এইসব কাজের রুটিনের একঘেয়েমি হালকা করবার জন্যে এতটুকু আনন্দেরও অবকাশ ছিল না। ভিকার নারীদেহের সাজসজ্জার ওপর ভয়ানক চটা ছিলেন। পেনিলোপি সব সময় পরত উলের মোজা, আর নিতান্তই সাদাসিধে ধরনের কোট আর স্কার্ট, যেগুলো হয়তো কোনো কালে নতুন ছিল। তার চুলগুলো পেছন দিকে বেশ শক্ত করে টেনে বাঁধা থাকত। কোনো রকম অলঙ্কারের কথা সে কল্পনাও করে নি, কারণ তার বাবা ভাবতেন মেয়েদের অলঙ্কার পরা হচ্ছে জাহান্নামে যাবার সোজা রাস্তা। একটা ঠিকে ঝি ভোরবেলা দু ঘণ্টা কাজ করে দিয়ে যেত, তাছাড়া বাড়ির কাজে সাহায্য করবার আর কেউ ছিল না ; পেনিলোপিকে তাই সাধারণতঃ যেসব কাজ ভিকারের স্ত্রীর করণীয় সেসব কাজ ছাড়াও রান্না এবং বাড়ির অন্যান্য কাজও করতে হত।

কখনো-কখনো পেনিলোপি একটু স্বাধীনতা আদায় করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বৃথা। তার বাবা সব সময় বাইবেলের বচন আউড়ে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিয়েছেন তার দাবি অত্যন্ত গর্হিত। তিনি ছিলেন বিশেষ করে বাইবেলের 'এক্লেসিয়াস্টিকাস' অংশের ভক্ত, বলতেন নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য এই অংশের বচনগুলো উদ্ধৃত করার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। একবার পেনিলোপির মায়ের মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পর কোয়াইকম্ব ম্যাগ্‌নাতে একটা ভ্রাম্যমাণ মেলা এসেছিল, সেই মেলা দেখতে যাবার অনুমতি চেয়েছিল পেনিলোপি। তার বাবা বাইবেলের বুলি আউড়ে জবাব দিয়েছিলেন, 'দূষিত আমোদ-প্রমোদে যে আনন্দ পায় সে ধিক্কৃত হবে ; আনন্দের লোভ যে সংবরণ করে তার জীবন ধন্য হয়।' একবার সাইকেলে চড়ে যেতে-যেতে একজন পথিক জিজ্ঞাসা করেছিল ইপ্‌স্উইচ যাবার রাস্তা কোন দিকে ; তার সঙ্গে দু-চারটি কথা হয়েছিল পেনিলোপির। এ খবর জানতে পেরে তার বাবা মর্মাহত হয়ে বলেছিলেন, 'যে মেয়ে নারীসুলভ সঙ্কোচ বিসর্জন দেয় সে তার পিতা ও স্বামী উভয়েরই মর্যাদাহানি করে, এবং উভয়েরই ঘৃণার পাত্রী হয়।' পেনিলোপি যখন প্রতিবাদ জানিয়ে বলল তাদের কথাবার্তায় আপত্তিজনক কিছু ছিল না, তিনি বললেন, সে না শোধরালে তাকে তিনি গ্রামে একা চলাফেরা করতে দেবেন না, এবং তাঁর এই হুঁশিয়ারিকে আরো জোরালো করবার জন্য বাইবেল থেকে আরেকটি বচন আওড়ালেন : 'তোমার কন্যা যদি নির্লজ্জ হয়,

তাকে কড়া শাসনে রাখ, যেন সে অত্যধিক স্বাধীনতা পেয়ে তার অপব্যবহার করতে না পারে।' পেনিলোপি সঙ্গীত ভালোবাসত, একটা পিয়ানোরও শখ ছিল তার, কিন্তু তার বাবা ভাবতেন এ অনাবশ্যক, বলতেন, 'মদ এবং সঙ্গীত হৃদয়কে আনন্দ দেয়, কিন্তু জ্ঞানের স্পৃহা এই দুয়েরই ওপরে।' পেনিলোপির জন্য তাঁর যে কত দুশ্চিন্তা এ কথা বোঝাতে তাঁর কখনো ক্লান্তি আসত না। তিনি বলতেন, 'কেউ যখন টের পায় না, পিতা তখনও কন্যার জন্য জেগে থাকেন; কন্যার জন্য চিন্তা তাঁর ঘুম হরণ করে।····· কারণ কাপড়-চোপড় থেকে যেমন মথ বোরোয়, তেমনি স্ত্রীলোক থেকে পাপ।'

মার মৃত্যুর পরবর্তী পাঁচটি বছর পেনিলোপিকে তার সহ্যশক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছিল। অবশেষে পেনিলোপির যখন বয়স হল কুড়ি বছর, তখন তার কারাগারের দেওয়ালে একটু ফাটল দেখা দিল। যে বাগানবাড়িটা কয়েক বছর ধরে খালি পড়ে ছিল, তাতে থাকতে এলেন সে বাড়ির কর্ত্রী শ্রীমতি মেণ্টেইথ। ভদ্রমহিলা আমেরিকান, এবং অবস্থাপন্ন। ইস্ট অ্যাংগ্লিয়ার অলস জীবন সইতে না পেরে তাঁর স্বামী চলে গিয়েছিলেন সিংহলে। ভদ্রমহিলা সিংহল থেকে ফিরে এসেছিলেন ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করতে এবং বাগান-বাড়িখানা ভাড়া দেবার ব্যবস্থা করতে। ভদ্রমহিলা আমুদে, সুবেশা এবং বড় বেশি পার্থিব বলে ভিকার তাঁকে পুরোপুরি ভালো চোখে দেখতে পারেন নি। কিন্তু গীর্জার খরচ চালাবার জন্যে চাঁদা আসত সবচেয়ে বেশি এই বাগানবাড়ি থেকেই, কাজেই পয়সাওয়ালা লোককে চটানোর নির্বুদ্ধিতা-সম্পর্কে তিনি 'এক্লেসিয়াষ্টিকাস' থেকে একটি বচন খুঁজে বার করলেন, এবং কন্যাকে এই প্রাণবন্ত ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরিচিত হতে বাধা দিলেন না।···

পেনিলোপি তার একঘেয়েমির জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গেই বাড়ির সদর দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনতে পেল, এবং নেমে গিয়ে দেখতে পেল দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীমতী মেণ্টেইথ। তিনি দু-চারটি সহানুভূতির কথা বলতেই পেনিলোপি যেভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তা শ্রীমতী মেণ্টেইথের হৃদয় স্পর্শ করল। বিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তিনি তার ভেতরে এমন সম্ভাবনা দেখতে পেলেন যা সে নিজে বা এই গাঁয়ের অপর কেউ খেয়ালই করে নি। তিনি বললেন, 'বাছা, তুমি কি জানো যে নিজের যত্ন নেবার একটু স্বাধীনতা পেলে তুমি ডাকসাইটে সুন্দরী হতে পার?'

পেনিলোপি বলল, 'মিসেস মেণ্টেইথ, আপনি নিশ্চয় তামাশা করছেন।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'না, তামাশা করছি না। এবং তোমার বাবাকে যদি ধোঁকা দিতে পারা যায়, আমি তা প্রমাণ করে দেখাব।'

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর একটা ফন্দী ঠিক হল। এই মুহূর্তে মিঃ কোহ্‌ন এসে হাজির। শ্রীমতী মেণ্টেইথ বললেন, 'মিঃ কোহ্‌ন, শুধু একটা দিনের জন্য আপনার মেয়েকে আমার হাতে ছেড়ে দিতে পারেন কি? ইপ্‌স্‌উইচে আমার একগাদা বিরক্তিকর কাজ করতে হবে; একা থাকতে হলে আমি একেবারে হাঁফিয়ে উঠব। আপনার মেয়েকে যদি আমার গাড়িতে আমার সঙ্গে আসতে দেন তাহলে সেটা আপনার খুবই দয়ার কাজ হবে।'

খানিকটা অনিচ্ছুকভাবেই আরো কিছু মোলায়েম কথাবার্তার পর ভিকার সম্মতি দিলেন। এল সেই মহা আনন্দের দিন; উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল পেনিলোপি। শ্রীমতী মেণ্টেইথ বললেন, 'তোমার বুড়ো বাবাটি একটি ভয়ঙ্কর ব্যক্তি। আমি একটি পন্থার কথা ভাবছি, যার দ্বারা তুমি তাঁর অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে পার। ইপ্‌স্‌উইচে পৌছে আমি তোমাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সেখানে সবচেয়ে মানানসই যে পোষাক পাওয়া যাবে তাইতে সাজিয়ে দেব। তোমার চুলের সজ্জাও যেমন হওয়া উচিত তেমনি করিয়ে দেব। ফল যা দাঁড়াবে দেখে তোমার তাক লেগে যাবে।'

সত্যি তাক লেগে গেল পেনিলোপির। শ্রীমতী মেণ্টেইথকে খুশি করার মতো সাজে সজ্জিত হয়ে লম্বা আয়নায় নিজেকে দেখে সে মনে-মনে ভাবল, 'এ কি সত্যিই আমি?' অভিনব আত্মগরিমায় সে আত্মহারা হয়ে গেল। কতকগুলো নতুন আবেগের বন্যা তার মনের ভেতরে ভিড় করে এল। অনেক নতুন আশা এবং অভাবিতপূর্ব সম্ভাবনা তার মনে এনে দিল একটি দৃঢ় সঙ্কল্প —একঘেয়েমির জীবন থেকে মুক্তি পেতেই হবে। কিন্তু কি উপায়ে এই মুক্তি পাওয়া যাবে, সে রহস্যের কোনো সমাধান মিলল না।

পেনিলোপি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, এমনি অবস্থায় শ্রীমতী মেণ্টেইথ তাকে কেশসজ্জার জন্য একটি রূপসজ্জাকরের দোকানে নিয়ে গেলেন। সেখানে কিছুক্ষণ পেনিলোপিকে বসে অপেক্ষা করতে হল; তখন তার চোখ পড়ল একখণ্ড 'ম্যাট্রিমনিয়াল নিউজ' (অর্থাৎ 'বিবাহ-সংক্রান্ত খবর') পত্রিকার ওপর। সে শ্রীমতী মেণ্টেইথকে বলল, 'মিসেস মেণ্টেইথ, আপনি আমার জন্যে এত করছেন যে, আপনার কাছে আরো কিছু চাইতে আমি কুণ্ঠা বোধ করছি।

কেউ যদি কখনো আমাকে নাই দেখে, তাহলে সুন্দর হয়ে আমার কি সার্থকতা? আর কোয়াইকস্ব ম্যাগ্‌নাতে তো সারা বছরের ভেতর একটি যুবককেও দেখা যায় না। আমি যদি আপনার বাগানবাড়ির ঠিকানা দিয়ে ম্যাট্রিমনিয়াল নিউজ পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দিই, আর দরখাস্তকারিদের ভেতর যাঁদের উপযুক্ত মনে হবে তাঁদের সঙ্গে ঐ ঠিকানাতেই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করি, আপনি তাতে সম্মতি দেবেন কি?' শ্রীমতী মেণ্টেইথ এরই ভেতরে বেশ মজা উপভোগ করতে শুরু করেছিলেন; তিনি রাজি হয়ে গেলেন। তাঁর সাহায্য নিয়ে পেনিলোপি এভাবে বিজ্ঞাপনের খসড়া তৈরি করল :

> "অসামান্য রূপ এবং অনিন্দনীয় চরিত্রসম্পন্না, কিন্তু সুদূর পল্লী-অঞ্চলবাসিনী যুবতী বিবাহের উদ্দেশ্যে যুবকের সহিত সাক্ষাৎকারে ইচ্ছুক। আবেদনকারিগণ সঙ্গে ফোটোগ্রাফ পাঠাইবেন; উপযুক্ত মনে হইলে ফেরত ডাকে যুবতীর ফোটোগ্রাফ পাঠানো হইবে। লিখুন: কুমারী পি., ম্যানর হাউস, কোয়াইকস্ব ম্যাগ্‌মা।"
>
> পুনশ্চ : কোনও পাত্রী আবেদন পাঠাইবেন না।

এই বিজ্ঞাপনটি কাগজে পাঠিয়ে দিয়ে পেনিলোপি রূপসজ্জাকরের পরিচর্যা গ্রহণ করে তারপর তার নতুন সৌন্দর্যের পূর্ণ ঐশ্বর্য দিয়ে ফোটোগ্রাফ তোলাল। তখনকার মতো তার গৌরবস্বপ্ন সেখানেই শেষ হল। তাকে তার চমৎকার পোষাকগুলো ছেড়ে তারপর চুলগুলোকে পিছন দিকে ব্রাশ করে একেবারে সাদাসিধে রকম সোজা করে ফেলতে হল। পোষাকগুলো অবশ্য শ্রীমতী মেণ্টেইথের সঙ্গে ম্যানর হাউসে ফিরে গেল, কথা ঠিক হয়ে গেল আবেদন-কারিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে পেনিলোপি ঐ পোষাক পরবে।

বাড়ি ফিরে পেনিলোপি অত্যন্ত অবসন্ন ভাব দেখিয়ে তার বাবাকে বলল সলিসিটর আর বাড়ির দালালদের অফিসে বসে অপেক্ষা করতে-করতে সে একেবারে হয়রান হয়ে গেছে। তার বাবা বললেন, 'পেনিলোপি, তুমি মিসেস মেণ্টেইথের উপকার করছিলে। ধর্মপ্রাণ যাঁরা, তাঁরা পরের উপকার করবার সময়ে কখনোই বিরক্তি বোধ করেন না।' পেনিলোপি তাঁর এই মন্তব্য যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে মেনে নিল, তারপর যথাসাধ্য ধৈর্য অবলম্বন করে তার বিজ্ঞাপনের কি-কি জবাব আসে তারই জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

দুই

পেনিলোপির বিজ্ঞাপনের অনেকগুলো এবং অনেক রকমের জবাব এল। কতকগুলো সত্যি আন্তরিক, কতকগুলো কৌতুকপূর্ণ ; কতকগুলোতে আবেদন-কারীরা লিখেছেন তাঁরা ধনী, অথবা এমন চতুর যে অচিরেই ধনী হবেন ; কোনো-কোনো চিঠি পড়ে সন্দেহ হল ভদ্রলোক বিবাহবন্ধনটা এড়িয়ে যেতে চান ; কেউ-কেউ লিখেছেন তাঁদের অমায়িক স্বভাবের কথা, কেউ বা নিজের কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতার কথা। যখনই সম্ভব হত পেনিলোপি জবাবের চিঠি সংগ্রহ করতে ম্যানর হাউসে যেত। কিন্তু সবগুলো জবাবের ভেতর পেনিলোপির কাছে আশাপ্রদ বলে মনে হল মাত্র একটি :

"প্রিয় কুমারী পি,

আপনার বিজ্ঞাপনটি আমাকে আকর্ষণ করেছে, কৌতূহলী করে তুলেছে। খুব অল্প-সংখ্যক নারীই সাহস করবেন নিজেকে অসামান্য সুন্দরী বলে দাবি করতে, এবং এই অল্প-সংখ্যকদেরও একটি অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র সেই সঙ্গে দাবি করতে পারবেন অনিন্দনীয় চরিত্রের। আমি এর সঙ্গে আপনার পাত্রীবিরোধী মনোভাবকে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করছি, এবং আমার মনে একটু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়েছে যে একজন তরুণীর পক্ষে ঠিক যতটুকু শোভন, আপনার চারিত্রিক বিশুদ্ধতা তার চাইতে বেশি নয়। অসামান্য কৌতূহলে আমার হৃদয় অশান্ত হয়ে উঠেছে, তাকে প্রশান্ত করবার সুযোগ পেলে আমি কৃতার্থ হব। আশায় রইলাম। ইতি—

ফিলিপ আর্লিংটন।"

পুনশ্চ : আমার ফোটোগ্রাফ সঙ্গে দিলাম।

এই চিঠি পেয়ে ধাঁধাঁয় পড়ে গেল পেনিলোপি। নিজের গুণাবলী-সম্পর্কে পত্রলেখক একেবারে নীরব ; এ থেকে পেনিলোপি ধরে নিল ভদ্রলোকের গুণাবলী এত বেশি যে সেগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তার কথাই তাঁর মনে জাগে নি। ফোটোগ্রাফে তাঁকে বেশ সজীব এবং বুদ্ধিদীপ্ত দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক বেশ আমুদে, একটু-আধটু মিষ্টি দুষ্টুমির স্বভাব যে তাঁর ভেতরে নেই এমনও নয়। পেনিলোপি শুধু এঁরই চিঠির জবাব দিল, সঙ্গে তার সেরা পোষাক-পরে-তোলা একখানা ফোটোগ্রাফ দিয়ে এবং ম্যানর হাউসে একটি নির্দিষ্ট তারিখে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ জানিয়ে। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন ভদ্রলোক। এল সেই দিন।

ম্যানর হাউস, এবং মধ্যাহ্নভোজনের টেবিলে শ্রীমতী মেণ্টেইথের উপস্থিতি, এই দুয়ের প্রভাবে পেনিলোপির চরিত্র এবং সামাজিক মর্যাদাসম্পর্কে ভালো ধারণাই সৃষ্টি হল অতিথির মনে। ভোজন সাঙ্গ হলে আলাপ-পরিচয়ের জন্য এদের দু জনকে রেখে সরে গেলেন শ্রীমতী মেণ্টেইথ। আলাপের শুরুতেই ফিলিপ আলিংটন বললেন, পেনিলোপির রূপসম্পর্কে বিজ্ঞাপনে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন করা হয় নি ; অমন অসামান্য যার রূপ, স্বামী পাওয়া তো তার পক্ষে অসামান্য সহজ ব্যাপার, সে কেন স্বামিলাভের জন্য এমন পন্থার আশ্রয় নিতে গেল। তাঁর এই বিস্ময়ের জবাবে পেনিলোপি তাঁকে তার পারিবারিক পরিস্থিতির কথা খুলে বলল, সেই সঙ্গে বুঝিয়ে দিল পাদ্রীর সম্পর্কে তার আপত্তির কারণগুলো। ফিলিপের আধা-কৌতুক-মাখানো সহানুভূতি পেনিলোপির কাছে যেন মুহূর্তে-মুহূর্তে মধুরতর হতে লাগল, পেনিলোপির আরো বেশি করে মনে হতে লাগল তার পিতার কন্যারূপে জীবনের চাইতে এঁর স্ত্রীরূপে জীবন হবে সর্বতোভাবে বিভিন্ন।

দু ঘণ্টা আলাপের পর পেনিলোপি বুঝতে পারল সে ফিলিপকে ভালোবেসে ফেলেছে ; ফিলিপও তার প্রতি একেবারে উদাসীন রয়েছে বলে তার মনে হল না। একটা সমস্যা ছিল পেনিলোপির উদ্বেগের কারণ ; এবার সে সেই সমস্যার কথাটা তুলে বলল, 'আমার বয়স মাত্র কুড়ি বছর, কাজেই বাবার সম্মতি ছাড়া আমি বিয়ে করতে পারি না। কিন্তু পাদ্রী নন, এমন কাউকে বিয়ে করতে বাবা আমাকে কখনোই অনুমতি দেবেন না। আপনাকে আমি যখন বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, তখন আপনি কি এমনভাবে পাদ্রীর ভূমিকা অভিনয় করতে পারবেন যেন বাবা আপনাকে সত্যি-সত্যিই পাদ্রী বলেই মনে করেন?' এই প্রশ্নে ফিলিপের চোখে যেন কেমন একটু চমক দেখে পেনিলোপির একটু ধাঁধাঁ লাগল, কিন্তু তাকে আশ্বস্ত করল ফিলিপের জবাব, 'হ্যাঁ, পারব বই কি।' বাবাকে বোকা বানাবার সহকর্মিরূপে তাঁকে পেয়ে পুলকিত হল পেনিলোপি, এবার আগের চাইতে তাঁর সঙ্গে আরো বেশি একাত্মতা অনুভব করল যেন।

বাবার কাছে পেনিলোপি তাঁর কথা এমনভাবে বলল যেন তিনি শ্রীমতী মেণ্টেইথের একজন বন্ধু. তাঁর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে ম্যানর হাউসে। বিনা বেতনের এমন একটি ঘরোয়া কাজের লোক হারাবার সম্ভাবনায় পেনিলোপির বাবা স্বভাবতই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন, কিন্তু পেনিলোপির পক্ষ নিয়ে শ্রীমতী মেণ্টেইথ এই যুবকটির আদর্শ ধর্মনিষ্ঠা এবং একাধিক পৃষ্ঠপোষকের দৌলতে

ধর্মযাজকরূপে তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনার এমন মনোমুগ্ধকর বর্ণনা দিলেন যে, শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক অনিচ্ছাসত্ত্বেও মত দিলেন তিনি এই অতুলনীয় রত্নটিকে পরখ করবেন, এবং পরখ করে সন্তুষ্ট হলে এদের বাগদানে সম্মতি দেবেন। পাছে তার প্রিয় ফিলিপ হঠাৎ কোনো ভুল করে বসে আর বাবার কাছে ফাঁকি ধরা পড়ে যায়, এই ভয়ে পেনিলোপি প্রতি মুহূর্ত সন্ত্রস্ত ছিল। সবকিছু ভালোয়-ভালোয় হয়ে যেতে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। যুবক তখন বলল সেই 'প্যারিশ'-এর কথা যে প্যারিশ-এর সে 'কিউরেট', সেখানকার 'ভিকার'-এর বর্ণনা দিল, জানাল তাঁদের পরিবারের একজন যিনি বর্তমানে ধর্মযাজক আছেন তাঁর বয়স নব্বই বছর বলে সে ধর্মযাজক বৃত্তি গ্রহণ করেছে, এবং তার বক্তব্য শেষ করল যে ব্রতে সে জীবন উৎসর্গ করবে বলে আশা করছে তার গুরুত্ব এবং মহত্ত্ব সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত একটি ভাষণ দিয়ে। পেনিলোপি মনে-মনে শিউরে উঠল, কিন্তু ফিলিপ সম্বন্ধে বৃদ্ধের ধারণা দ্রুতবেগে উঁচুতে উঠতে দেখে তার মনে পুলকের সঞ্চারও হল, এই পুলক চরমে উঠল ফিলিপ যখন 'এক্লেসিয়াষ্টিকাস' থেকে বচন উদ্ধৃত করে শোনালেন।

এভাবে অসুবিধাগুলো মিটে যাওয়ার পর কয়েক সপ্তাহের ভেতরই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। তারা মধুচন্দ্রিকার জন্য গেল পারী শহরে, কারণ পেনিলোপি বলল পল্লী অঞ্চল তার অনেক দেখা হয়েছে; তাছাড়া আনন্দ পাওয়াটাই যখন মুখ্য উদ্দেশ্য তখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় নিরালা পরিবেশের চাইতে পেনিলোপির মন বেশি ঝুঁকল আনন্দময় পরিবেশের দিকে। সেই মধুচন্দ্রিকার দিন আর রাতগুলি হল পেনিলোপির জীবনে এক দীর্ঘ সুখস্বপ্ন। প্রতি মুহূর্তে তার স্বামী অপরূপ; এতদিন ধরে নানা ধরনের যেসব স্ফূর্তি থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে হয়েছে বাধ্য হয়ে, সেসব ধরনের স্ফূর্তিতে মেতে উঠতে পেনিলোপি কোনো বাধা পেল না স্বামীর কাছ থেকে। তার আনন্দের দিগন্তে ছিল শুধু একটুকরো মেঘ। ফিলিপ নিজের সম্বন্ধে বড় বেশি নীরব রইল; শুধু বলল আর্থিক কারণে তাকে সমারসেটের অন্তর্গত পপ্‌লটন গ্রামে থাকতে হচ্ছে। সেই গ্রামে ফিলিপের বাড়ির কাছাকাছি যে বিরাট বাড়িটিতে স্যার রস্ট্রেভর এবং লেডি কেনিয়ন বাস করতেন, সেই বাড়ি সম্বন্ধে ফিলিপের কথা শুনে পেনিলোপির মনে হল ফিলিপ নিশ্চয়ই তাঁদের এজেন্ট। নিজের সম্বন্ধে ফিলিপ আরো পরিষ্কার করে কিছু বলছে না বলে মাঝে-মাঝে বিস্ময় বোধ করলেও মধুচন্দ্রিকার প্রতিটি মুহূর্ত ছিল এমনই আনন্দে ভরা যে, ঐ বিস্ময় নিয়ে মাথা

ঘামাবার অবসর পেনিলোপির ছিল না। ফিলিপ বলল, কোনো এক শনিবারে তাকে পপ্‌লটনে পৌছতেই হবে। সেখানে ফিলিপ যে বাড়িতে থাকত, সেই 'রাই হাউস'-এ পৌছতে বেশ রাত হয়ে গেল। অন্ধকার রাত ; শান্ত পেনিলোপির ঘুমিয়ে পড়ার ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো ইচ্ছা ছিল না। ফিলিপ তাকে ওপরে নিয়ে গেল ; বালিশে মাথা ঠেকাবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল পেনিলোপি।

তিন

পরদিন ভোরবেলা পেনিলোপি চোখ মেলল গীর্জার ঘণ্টা শুনে, আর চোখ মেলেই দেখতে পেল তার স্বামী পাদ্রীর পোষাক পরছে। দেখেই সঙ্গে-সঙ্গে সে পুরোপুরি জেগে উঠল, চিৎকার করে বলে উঠল, 'একি ? এ পোষাক তুমি পরছ কি জন্য ?'

ফিলিপ হেসে বলল 'প্রিয়ে, এবার তাহলে একটা অপরাধ স্বীকার করি। তোমার বিজ্ঞাপনটি যখন প্রথম দেখলাম তখন আমি কৌতূহল ছাড়া আর কিছু বোধ করি নি। শুধু একটু মজা দেখবার জন্যেই দেখা করবার অনুমতি চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমাকে দেখবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি ভালোবেসে ফেললাম। ম্যানর হাউসে প্রতি মুহূর্তে আমার এই ভালোবাসা গভীরতর হতে লাগল। আমি দৃঢ়সংকল্প করলাম যেমন করেই হোক তোমাকে লাভ করতেই হবে, এবং সদুপায়ে তোমাকে লাভ করা অসম্ভব দেখে আমি অসদুপায় অবলম্বন করলাম। তোমার কাছ থেকে এখন আর গোপন করবার উপায় নেই যে আমি এই প্যারিশের একজন কিউরেট্। আমি তোমাকে নীচ উপায়ে প্রতারিত করেছি, এ কথা সত্যি। আমার আত্মপক্ষ সমর্থনে একমাত্র এই বলতে পারি তোমার প্রতি আমার প্রেম গভীর, এবং এ ছাড়া তোমাকে পাবার আমার আর কোনো উপায় ছিল না।'

এ কথা শুনে পেনিলোপি বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বলল 'আমি তোমায় কখনো ক্ষমা করব না। কখনো নয়। কখনো নয়। কখনো নয়। আমি তোমায় অনুতপ্ত হতে বাধ্য করব। একটি বেচারা মেয়েকে যেদিন তুমি এই হীন উপায়ে প্রতারিত করেছিলে, সেই দিনটির জন্য তোমায় আমি আফসোস করিয়ে ছাড়ব। তুমি যেমন আমাকে হাস্যাস্পদ বানিয়েছ,

আমিও তেমনি তোমাকে আর তোমার এই কাজে তোমার যেসব সতীর্থ সহায়তা দিয়েছে তাদের যতগুলোকে সম্ভব তেমনি হাস্যাস্পদ বানাব।'

এর মধ্যে ফিলিপের পাদ্রীর পোষাক পরা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পেনিলোপি তাকে দরজার বাইরে ঠেলে দিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল, আর বাকি সারাদিন একা রাগে গুম হয়ে রইল। সারাদিন ফিলিপ একেবারে চুপ রইল। তারপর যখন নৈশ ভোজনের সময় এল তখন খাবারের থালা হাতে বাইরে থেকে দরজায় টোকা মেরে সে বলল 'আমায় যদি শাস্তি দিতে চাও, তাহলে তোমায় বেঁচে থাকতে হবে, আর বেঁচে থাকতে হলেই খেতে হবে। এই খাবারের থালা এনেছি। কিন্তু ভয় নেই, আমার সঙ্গে তোমাকে কথা কইতে হবে না। আমি থালাটা মেঝের ওপর রেখেই চলে যাচ্ছি। তুমি খাও।'

প্রথমে পেনিলোপি ভেবেছিলো মান করে থাকবে। কিন্তু ভোরে কিছু মুখে দেওয়া হয় নি, দুপুরেও গেছে অনাহার, এক পেয়ালা চা-ও মেলে নি, সুতরাং ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে থালায় যাকিছু ছিল গোগ্রাসে গিলে ফেলল। কিন্তু তার প্রতিশোধের পরিকল্পনাটা সে পরিত্যাগ করল না।

আহারের পর একটু সুস্থ বোধ করে সে অনেকক্ষণ ধরে স্বামীর উদ্দেশে একটি চিঠির খসড়া লিখল, তাতে রইল অবিলম্বেই সে কি কর্মপন্থা অবলম্বন করবে তার ইঙ্গিত। এই চিঠি লিখতে সে প্রচুর মাথা খাটাল ; বেশ কয়েকটা খসড়া তাকে করতে হল। শেষ পর্যন্ত একটি খসড়া তার মনঃপূত হল। সেটি এইরকম ঃ

মহাশয়,

আপনি অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে আপনার হীন ব্যবহারের পর আমি নিতান্ত প্রয়োজনের বাইরে একটি কথাও আপনার সঙ্গে বলব না। আপনি আমাকে কি করেছেন তা আমি বাইরে প্রকাশ করব না, কারণ তাতে আমার নিজের বোকামিই প্রকাশ করে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেব যে আমি আপনাকে ভালোবাসি না, আপনিই আমার মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন, অন্য যে-কোনো পুরুষ আমার কাছে আপনারই মতো হতে পারত। এই কেচ্ছা ছড়িয়ে আমি আনন্দ পাব কারণ এতে আপনার বিচারবুদ্ধির দৈন্য প্রমাণিত হবে। আর এই কাণ্ড করে আমি যদি পাদ্রীদের লোকচক্ষে হেয় করে তুলতে পারি, তাহলে আমার আনন্দ আরো বাড়বে। এখন থেকে আমার জীবনের

একমাত্র লক্ষ্য হবে আপনি আমার ওপর যেমন গভীর অসম্মান হেনেছেন, তেমনি গভীর অসম্মান আমি আপনার ওপরও হানব।

ইতি—আপনার স্ত্রী (এখন থেকে নামে মাত্র)
পেনিলোপি।

চিঠিখানা খাবারের থালার ওপর রেখে থালাটা সে দরজার বাইরে রেখে দিল।

পরদিন ভোরবেলা এল আরেকখানা থালা, তাতে ছিল অতি উপাদেয় প্রাতরাশ আর ছোট্ট একটি চিঠি। প্রথমে সে ভাবল সে চিঠিখানাকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে জানালার বাইরে ফেলে দেবে। কিন্তু তার মনে এই আশা অদম্য হয়ে উঠল যে দুঃখে আর লজ্জায় আত্মহারা হয়ে ফিলিপ এ অবস্থায় যেভাবে সম্ভব ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তাই চিঠিখানা খুলে সে পড়ল :

সাবাশ, প্রিয়তমে পেনিলোপি !

মার্জিত ভর্ৎসনা হিসেবে তোমার চিঠিখানা অনবদ্য। তুমি আমার পরামর্শ চাইলে আমি চিঠিখানাকে অদলবদল করে এর চাইতে ভালো করে দিতে পারতাম কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রিয়ে, প্রতিশোধের কথা যে তুলেছ, সে দেখা যাবে'খন। সেটা ঠিক তুমি যে ভাবে ভাবছ, সে ভাবে নাও হতে পারে।

ইতি—(এখনও) তোমার পাত্রী প্রেমিক
ফিলিপ।

পুনশ্চ : গার্ডেন পার্টির কথাটা ভুলে যেয়ো না।

এই গার্ডেন পার্টির কথা ফিলিপ পেনিলোপিকে বলেছিল মধুচন্দ্রিকা যাপনের সময়। এই পার্টি দেবেন সে দিনই স্যার রস্ট্রেভর এবং লেডি কেনিয়ন, মেণ্ডিপ প্লেসে তাঁদের রমণীয় এলিজাবেথান ভবনে। পার্টির দিনটা এই তারিখে ফেলা হয়েছিল খানিকটা নববধূকে এ অঞ্চলে পরিচিত করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। পেনিলোপি কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করল পার্টিতে যাওয়া উচিত হবে কিনা, স্বামীর চিঠির তলায় ঐ 'পুনশ্চ'টাই তার মতটাকে ঝুঁকিয়ে দিল না-যাওয়ার দিকে। কিন্তু আরো কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে তার মনে হল এই পার্টিই তাকে তার প্রতিশোধের একটা সূত্রপাতের সুযোগ দেবে। পরম যত্নে সে নিজেকে সাজাল। ভেতরে চেপে রাখা রাগের আগুন বাইরে তার রূপের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দিয়ে তাকে আগের চাইতে আরো বেশি অপরূপ করে তুলল। সে

ভেবে দেখল স্বামীর সঙ্গে কলহের ব্যাপারটা গোপন রাখাই তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে সহায়ক হবে, স্থতরাং তারা স্বামী স্ত্রী দুজনে একসঙ্গে ঠিক সামাজিক আদবকায়দা মাফিক পার্টিতে এসে পৌছল। তার চোখ-ধাঁধানো রূপে পুরুষ-অতিথিরা মুগ্ধ হয়ে আর সবকিছু ভুলে গেল। সে কিন্তু গম্ভীর হয়েই রইল, এবং গণ্যমান্য অনেকে যাঁরা তার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইলেন তাঁদের উপেক্ষা করে ভিকারকে নিয়েই অধিকাংশ সময় ব্যস্ত হয়ে রইল। ভিকারের নাম মিঃ রেভার্ডি। তিনি যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বের দিকে পা বাড়িয়েছেন। পেনিলোপি কয়েক মিনিটের ভেতর আবিষ্কার করে ফেলল যে স্থানীয় প্রত্নতত্ত্বে তাঁর বিশেষ উৎসাহ। তিনি গভীর আবেগের সঙ্গে তাকে বললেন কাছাকাছিই এমন একটি জায়গা আছে যেখানে মাটির তলায় সম্ভবতঃ বহু প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, কিন্তু তিনি ছাড়া আর কেউ সে সবে উৎসাহী নন, এবং সেগুলোকে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করতে কাউকে রাজি করানো যাবে না। পেনিলোপি তাঁর দিকে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে বলল, 'ওঃ, মিঃ রেভার্ডি, কি লজ্জার কথা!' ভদ্রলোক এতে এমনি অভিভূত হলেন যে এমন অতুলনীয়াকে আত্মার আত্মীয়া রূপে লাভ করেছেন বলে তাঁর কিউরেট্‌কে অভিনন্দন জানালেন।

তিনি পেনিলোপিকে রাজি করালেন (যদিও, তাঁর ধারণায়, অনেক কষ্টে) পরদিন তাঁর গাড়িতে গিয়ে পপ্‌ল্‌টনের মাইল দশেক দূরে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ দেখতে। তাঁদের দু জনকে দেখা গেল একসঙ্গে গাড়ি চড়ে গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে ; দেখা গেল তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে বলে যাচ্ছেন, আর পেনিলোপি নিবিষ্ট হয়ে শুনছে তাঁর কথা।

সবাই তাদের দেখতে পেল। বিশেষ করে দেখতে পেলেন শ্রীমতী কুইগ্‌লি নামে এক বৃদ্ধা মহিলা, যাঁর কাজই ছিল কেচ্ছা রটিয়ে বেড়ানো। এঁর একটি কন্যা ছিল, এবং কন্যাটিকে তিনি চমৎকার মানুষ মিঃ আর্লিংটনের হাতেই সম্প্রদান করবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন। তিনি এখন বুঝতে পারলেন তাঁর অমন চমৎকার কন্যাটিকে অবহেলা করে মিঃ আর্লিংটন বুদ্ধির কাজ করেন নি। ভিকার এবং পেনিলোপি যখন এক গাড়িতে চড়ে তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেলেন, তখন শ্রীমতী কুইগ্‌লি বললেন, 'হুঁ!' তাঁর এই ছোট্ট শব্দটুকু যাঁদের কানে গেল তাঁরা সবাই এর ইঙ্গিতটুকু বুঝলেন। কিন্তু এর পরে যা হল তা আরো খারাপ। পরদিন ভোরবেলা যখন মিঃ আর্লিংটন ব্যস্ত ছিলেন তাঁর প্যারিশ-সংক্রান্ত কাজকর্ম নিয়ে, তখন দেখতে পাওয়া গেল ভিকার এগিয়ে

আসছেন রাই হাউসের দিকে, সমারসেটের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি মোটা বই হাতে নিয়ে। এবং দেখা গেল সেটিকে পৌছে দিয়ে যেতে যতটুকু সময় দরকার, ভিকার তার চাইতে অনেকটা বেশি সময় কাটিয়ে গেলেন এই বাড়ির ভেতরে। বাড়ির ঝি-চাকরদের কথাবার্তা থেকে শ্রীমতী কুইগ্‌লি, সুতরাং সারা গাঁয়ের লোক, টের পেলেন যে এই নব দম্পতি থাকে দুটি আলাদা ঘরে।

ইতিমধ্যে বেচারা ভিকার—তখনো শ্রীমতী কুইগ্‌লির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তিনি অবহিত হন নি—সবার কাছে কিউরেট্‌-পত্নীর রূপ, বুদ্ধি এবং চরিত্র-মহিমার প্রশংসা করে বেড়িয়েছেন, এবং তাঁর প্রতিটি কথার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি তাঁর এবং কিউরেট্‌-পত্নীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী কুইগ্‌লি আর সইতে না পেরে গাঁয়ের ডীন মিঃ গ্লাসহাউসকে লিখে দিলেন যে ভিকারের কল্যাণের জন্য কিউরেট্‌কে অন্যত্র বদলি করে দিতে পারলেই ভাল হয়। মিঃ গ্লাসহাউস শ্রীমতী কুইগ্‌লিকে জানতেন, কাজেই এ ব্যাপারটার ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করবার পক্ষপাতী হলেন না, ভাবলেন ভিকারকে ভাল কথায় একটু বুঝিয়ে দিলেই চলবে। তিনি ভিকারের সঙ্গে দেখা করলেন। ভিকার তাঁকে নিশ্চিত আশ্বাস দিলেন শ্রীমতী আর্লিংটনের সঙ্গে তাঁর সামান্য যা একটু দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে তার চাইতে নির্দোষ দুনিয়ায় আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু তিনি পেনিলোপির সারল্যের প্রশংসায় এত বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, যেটা গাঁয়ের ডীনের কাছে একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হল। মিঃ গ্লাসহাউস তখন ঠিক করলেন তিনি নিজের চোখেই দেখবেন পেনিলোপিকে।

তিনি রাই হাউসে উপস্থিত হলেন চা-পানের সময়। পেনিলোপি প্রত্নতত্ত্ব আর ভিকারের যুগ্ম অত্যাচারে শ্রান্ত হয়ে উঠছিল; মিঃ গ্লাসহাউসকে সে পরমানন্দে অভ্যর্থনা জানাল। একথা তবু স্বীকার করতেই হবে যে মিঃ গ্লাসহাউস যখন অনেক দ্বিধা আর অনেক সংকোচের সঙ্গে শ্রীমতী কুইগ্‌লি-পরিবেশিত কেচ্ছাকাহিনীর প্রসঙ্গটা তুললেন, পেনিলোপি তার সবকিছু অস্বীকার করল বটে, কিন্তু এমনভাবে করল যে মিঃ গ্লাসহাউসের নিশ্চিত ধারণা হল যে ভিকার অন্ততঃ শোভনতার মাত্রা একটু অতিক্রম করেছেন। মিঃ গ্লাসহাউস অকপটে স্বীকার করলেন প্রত্নতত্ত্বের কারবার মৃত অতীত নিয়ে, তাই এ তত্ত্বে তাঁর রুচি নেই, মরা পাথরের চাইতে তিনি জীবন্ত প্রাণীই বেশি পছন্দ করেন।

পেনিলোপি বলল, 'ওঃ, মিঃ গ্লাসহাউস, ঠিক বলেছেন আপনি। আমিও আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। বলুন আমাকে কি ধরনের প্রাণীতে আপনার বিশেষ উৎসাহ।'

ডীন বললেন, 'দুষ্প্রাপ্য পাখি, বিশেষ করে যাদের সেজমূরের জলাভূমিগুলোতে দেখা যায়। সেখানে শুধু মাছরাঙা নয়, ধৈর্য ধরে নজর রাখলে হলদে ওয়াগটেইল পাখিরও দর্শন মেলে।'

দু হাত দু হাতে চেপে তাঁর দিকে উৎসাহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে পেনিলোপি বলল নরফোকের জলাভূমির কাছাকাছি থেকেও, এবং অনেক বার অভিযান করেও, তার হলদে ওয়াগটেইল পাখি দেখবার অনেকদিনের ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি।

বলতে দুঃখ হয়, গাঁয়ের ডীন ভুলে গেলেন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য, এই ধর্মীয় এলাকার প্রতি তাঁর কর্তব্য, তাঁর পবিত্র ব্রত। তিনি পেনিলোপিকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর সঙ্গে একটি জায়গায় এসে হলদে ওয়াগটেইল পাখি দেখতে ; জায়গাটি নির্জন, এবং তিনি জানতেন সেটি এই পাখিদের প্রিয় বিচরণক্ষেত্র।

পেনিলোপি বলল, 'কিন্তু মিঃ ডীন, শ্রীমতী কুইগ্‌লি কি বলবেন?' তিনি পাকা সংসারী মানুষের ভঙ্গিতে কথাটা উড়িয়ে দিলেন, বললেন ঐ বৃদ্ধা মহিলা একজন তুচ্ছ স্ত্রীলোক মাত্র, তাকে নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। তিনি দু নম্বর চায়ের পেয়ালা শেষ করার আগেই পেনিলোপি তাঁর জোরালো অনুরোধ এড়াতে না পেরে রাজি হয়ে গেল ; ঠিক হল এর পর প্রথম যে দিন আকাশ পরিষ্কার থাকবে সে দিনই পেনিলোপি ওয়াগটেইল দর্শন-অভিযানে তাঁর সঙ্গিনী হবে। হলও তাই। জায়গাটি নির্জন হলেও সেখানে কর্মব্যস্ত ছিল শ্রীমতী কুইগ্‌লির গোয়েন্দারা। সুতরাং শ্রীমতী কুইগ্‌লি সবকিছুই জানতে পারলেন। যখন দেখলেন গীর্জার মাতব্বরদের দিয়ে কিছু হবার নয়, তখন তিনি চেষ্টা করলেন লেডি কেনিয়নের সহায়তা পেতে ; তাঁকে নিশ্চিতভাবে জানালেন প্রাপ্ত সংবাদ থেকে জানা গেছে গাঁয়ের ডীন সেখানে গিয়ে যা দেখেছেন তা শুধু পাখি নয়। বললেন, 'আর কিছু আমি বলব না। বাকি সবকিছু অতি সহজেই আন্দাজ করে নেওয়া যায়। মহোদয়া, আপনি কি পারেন এই মোহিনীকে তাড়াতে, যে আমাদের বহুসম্মানিত ধর্ম-উপদেষ্টাদেরও কর্তব্যপথ থেকে ভ্রষ্ট করছে?' লেডি কেনিয়ন বললেন কথাটা তিনি ভেবে দেখবেন, তারপর দেখবেন কি করা যায়। তিনি শ্রীমতী কুইগ্‌লির চরিত্র জানতেন,

কাজেই ভাবলেন প্রকৃত ঘটনা আরো বিশ্বস্তসূত্রে জেনে নেওয়াটাই বুদ্ধির কাজ হবে। তিনি পেনিলোপিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপার কি।

একটু অনুনয়-বিনয় করে তিনি পেনিলোপির কাছ থেকে পুরো কাহিনীটা আদায় করলেন। কিন্তু কাহিনী শুনে গুরুগম্ভীর না হয়ে তিনি শুধু হেসে উঠলেন। বললেন, 'বাছা, তুমি যা করছ এ তো বড় বেশি সোজা ব্যাপার। ঐ সব বুড়ো-হাবড়ারা তোমার আকর্ষণ এড়াতে পারবে, এ তুমি কেমন করে ভাবতে পার? তাঁরা তাঁদের সারা জীবনে তোমাকে দেখবার আগে একটিও প্রকৃত সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখেন নি।……

পেনিলোপি কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, 'আপনাকে ছাড়া।'

পেনিলোপির কথাটাকে আমোল না দিয়ে লেডি কেনিয়ন তাঁর আগের কথার জের টেনে বলতে লাগলেন, 'না বাছা, তোমার এই প্রতিশোধ সত্যি কাজের মতো কাজ হবে তাহলেই, যদি এ প্রতিশোধ নিতে পার তোমার যোগ্য প্রতিপক্ষের ওপর। গ্ল্যাস্টনবেরির বিশপ, যাঁর অধীনস্থ পাত্রীদের তুমি মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছ, তোমার সুযোগ্য প্রতিপক্ষ। তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি তুমি জব্দ হয়ে যাও তাহলেও আমি বিস্মিত হব না। আমি তাঁর সঙ্গে তোমার লড়াইয়ের ব্যবস্থা করে দেব, আর বিচারকের আসনে বসে লড়াই দেখব। তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমি কোনো দিকে বিশেষ পক্ষপাত করব না, কারণ বিশপকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করলেও আমি তোমার দুঃসাহসিক চরিত্রটিও বেশ উপভোগ করি।'

চার

গ্ল্যাস্টনবেরির বিশপ ছিলেন পাণ্ডিত্যের জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান। সেই প্রতিষ্ঠার জোরেই তিনি ধর্মযাজকের বৃত্তিতে উন্নতি লাভ করতে পেরেছিলেন, যদিও তাঁর চরিত্রে এমন একটি জিনিষ ছিল যাকে অনেকে একটি শোচনীয় ছ্যাবলামি বলে মনে করতেন। তাঁর ওপর সত্যি-সত্যি কোনো কেলেঙ্কারির দায় চাপে নি বটে, কিন্তু এ কথাটা তবু অনেকেরই জানা ছিল যে তিনি সুন্দরী রমণীদের সঙ্গ ভালোবাসেন এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা সব সময়ে ঠিক গুরুগম্ভীর প্রকৃতির হয় না। লেডি কেনিয়নের বেশ ভালোরকম আলাপ

ছিল বিশপের সঙ্গে। পেনিলোপি সম্বন্ধে তিনি যাকিছু জেনেছিলেন সব তিনি বিশপকে বললেন, বললেন তাঁর অধীনস্থ পাদ্রিদের ওপর পেনিলোপি কি ভয়ানক কাণ্ড করছে, বললেন, 'মেয়েটা আসলে খারাপ নয়, শুধু ভয়ানক রাগী। অবশ্য তার রাগের যে কারণ আছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে। আমি যে তাকে শোধরাতে পারি নি তার খানিকটা কারণ, আমার মনে হয়, তার কাহিনী শুনে আমার এমন কৌতুক বোধ হল যে তাকে ধমকাতে আমার মন চাইল না। আমার কিন্তু নিশ্চিত বিশ্বাস, বিশপ, আমি যেখানে বিফল হয়েছি আপনি সেখানে সফল হবেন। আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে আমি তাকে এখানে আপনার সঙ্গে তাকে দেখা করাব। তারপর কি হবে তাতো দেখতেই পাব।'

বিশপ রাজি হলেন। পেনিলোপি মেণ্ডিপ প্লেসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যথাকালে নিমন্ত্রণ পেল। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে পেনিলোপির নিজের ওপর যে বিশ্বাস জন্মেছিল তাতে সে নিঃসন্দেহে ধরে নিয়েছিল বিশপকে সে তার কড়ে আঙুলের চার ধারে ঘোরাতে পারবে। বিশপকে সে তার কাহিনী শোনাল, কিন্তু কাহিনীর সবচেয়ে করুণ অংশগুলোতে তাঁকে হাসতে দেখে একটু দাম গেল। তারপর সে যখন বিশপের মুখের দিকে এমন মোহময়ী দৃষ্টিতে তাকাল যাতে কোনো ভিকার বা কোনো গাঁয়ের ডীন অভিভূত না হয়ে পারতেন না, তখন বিশপকে শুধু একটু চোখের পলকমাত্র ফেলতে দেখে সে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল। বিশপের এই চোখের পলকের ফলে পেনিলোপির কণ্ঠস্বর বদলে গেল, সে সরল, সহজ হয়ে মন খুলে কথা কইতে লাগল। তার কাছ থেকে বিশপ জেনে নিলেন দুরন্ত রাগ সত্ত্বেও পেনিলোপি তখনো ফিলিপকে ভালোবাসে, শুধু দম্ভের জন্যই এ কথাটা সে স্বীকার করছে না তাঁর কাছে। বিশপ পেনিলোপির সঙ্গে ব্যবহার করছিলেন সস্নেহভাবে, খুব একটা গুরুগম্ভীর-ভাবে নয়। তিনি বললেন, 'বৎসে, আমার মনে হয় না তোমার বর্তমান পদ্ধতির ফল তোমাকে খুশি করতে পারবে। দুনিয়া-ভরা অনেক বোকা লোক আছে যারা তোমার প্রেমে পড়বার জন্যে তৈরি, কিন্তু তুমি বোকা লোককে ভালোবাসতে পার না। অথচ যে লোক বোকা নয় তার বুঝতে দেরি হবে না তোমার স্বামী তোমার হৃদয় দখল করে বসে আছে। অবশ্য এটা ঠিক যে সে তোমার ওপর এমন এক চালাকি খেলেছে যা ক্ষমা করা শক্ত, আর আমিও বলি না তুমি এই ব্যাপারটাকে যেন কিছুই হয় নি এইভাবে উপেক্ষা করে যাও। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি যদি কখনো কিছুমাত্র সুখ লাভ করতে চাও,

তাহলে কতকগুলো বোকা পাদ্রিকে মুগ্ধ করার চাইতে আরো ভালো কিছু তোমাকে করতে হবে। কি তোমার করা উচিত তা তুমি নিজেই ঠিক করবে, কিন্তু সেটা প্রতিশোধের চাইতে সার্থক এবং তৃপ্তিদায়ক কিছু হওয়া দরকার।' এই বলে তার হাতের ওপর হাত বুলিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'কথাটা ভেবে দেখ, তারপর যথাকালে তোমার সিদ্ধান্ত আমাকে জানিও।'

পেনিলোপি কিছুটা নিরুৎসাহ হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। এই সে প্রথম বুঝল যে মহতী ক্রোধ শেষ পর্যন্ত দৈনন্দিন পথ্য হিসেবে অতৃপ্তিকর হয়ে ওঠে। জীবনের ধারা বদলাতে হলে তাকে কতকগুলো শক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। পল্লীগ্রামের একজন কিউরেটের বশংবদা স্ত্রী হয়ে থাকার মতো আত্ম-সমর্পণে সে রাজি ছিল না, তার চাইতেও কম রাজি ছিল তার বাবার কাছে ফিরে যেতে। সুতরাং উপার্জনের একটা পন্থা তাকে খুঁজে নিতে হবেই। শ্রীমতী মেণ্টেইথের কাছে একটা লম্বা চিঠিতে সে লিখল তার বিয়ের পর কি-কি ঘটেছে, সব শেষে লিখল বিশপের বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শের কথা। চিঠিখানা সে শেষ করল এইভাবে ঃ

> 'আপনার কাছে আমি এত দয়া পেয়েছি যে তার ওপর আরো চাইতে সঙ্কোচ বোধ করি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি হয়তো আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবেন। এ বিষয়ে কথা কয়ে ঠিক করবার জন্য আমার সঙ্গে মিলিত হতে আপনি রাজি হবেন কি ?'

দু জনের সাক্ষাৎ হল। তার ফলে শ্রীমতী মেণ্টেইথ তাঁর নিজের পোষাক-নির্মাতাকে বলে তার দোকানে পেনিলোপিকে পোষাক পরে খদ্দেরদের পোষাকের মডেল দেখাবার কাজে নিযুক্ত করে দিলেন। লণ্ডনে গিয়ে পেনিলোপি স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখল না। পপ্‌ল্টন তাকে ভুলে গেল। তার অভাব আর কেউ বোধ করত না, করতেন শুধু শ্রীমতী কুইগ্‌লি, এবং হয়তো বা তার স্বামী, যদিও তার মনের ভাব বাইরে কখনো প্রকাশ পেত না।

পেনিলোপির রূপ ছিল সেই পোষাক-নির্মাতার কাছে সম্পদস্বরূপ। ক্রমে জানা গেল পোষাকের নতুন-নতুন পরিকল্পনাতেও তার প্রতিভা অসাধারণ। তার উন্নতি হতে লাগল দ্রুত, আর তিন বছরের ভেতর সে বেশ ভালো মাইনে পেতে লাগল। তাকে এই দোকানের অংশীদার করে নেবার কথা হচ্ছে, এমন সময় তার বাবার চিঠি এল ; সে চিঠি বিষাদে ভরা। তিনি লিখেছেন তিনি অত্যন্ত অসুস্থ, তাঁর ভয় হচ্ছে এ যাত্রা আর বাঁচবেন না। লিখেছেন ঃ

তুমি অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছ আমার সঙ্গে এবং তোমার স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু আমি চাই আমার মৃত্যুর আগেই সমস্ত মনোমালিন্য দুর হয়ে যাক ; তাই তুমি যত অল্প সময়ের জন্যেই হোক একবার তোমার পুরোনো বাড়িতে এলে আমি আনন্দিত হব।

ইতি—আশীর্বাদক
তোমার বাবা।

দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে পেনিলোপি গেল লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশনে। বসবার জায়গা খুঁজে বেড়াতে-বেড়াতে সে দেখল—কি আশ্চর্য!—তার স্বামী, পাদ্রির বেশে নয়, বেশ অবস্থাপন্ন দেখাচ্ছে তাকে, ঢুকতে যাচ্ছে ট্রেনের একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরায়। এক মুহূর্ত দু জনে দু জনের দিকে তাকিয়ে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পেনিলোপি বলল 'ফিলিপ!' ঠিক সেই সময় ফিলিপ বলে উঠল, 'পেনিলোপি!'

ফিলিপ বলল 'তুমি আগের চাইতে অনেক সুন্দর হয়েছ।'

পেনিলোপি বলল 'ফিলিপ, কোথায় গেল তোমার সেই পোষাক, যা নিয়ে আমাদের ছাড়াছাড়ি?'

ফিলিপ জবাব দিল, 'তাতে নেপ্‌থলিন দিয়ে তুলে রেখে দিখেছি।'

আমার আবিষ্কার করবার প্রতিভা আছে বুঝতে পেরে ছেড়ে দিয়েছি গীর্জা। আমার বেশ ভালো আয়; এখন যাচ্ছি ক্যামব্রিজ সায়েন্টিফিক ইন্‌স্‌ট্রুমেণ্ট মেকার্স-এ দেখা করতে, একটা নতুন পেটেণ্টের ব্যাপারে। কিন্তু তোমার ব্যাপার কি? চেহারা দেখলে তো ঠিক দারিদ্র্য-জর্জর বলে মনে হয় না।'

পেনিলোপি বলল 'হবার কথাও নয়। আমিও অবস্থার উন্নতি করেছি।' বলে সে তার সাফল্যমণ্ডিত কর্মজীবনের কাহিনী শোনাল।

ফিলিপ বলল 'আমি বরাবর ভেবে আসছি তুমি নেহাৎ বোকা নও।'

পেনিলোপি বলল, 'আর আমি বরাবর ভেবেছি তুমি একটি বেজায় দুষ্টু লোক। কিন্তু তাতে আমি আর এখন কিছু মনে করি না।' এই বলার পরই সেই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দু জনে দু জনের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল।

ট্রেনের গার্ড বলল, 'এইবারে উঠে পড়ুন মহাশয়, এবং মহাশয়া।' এবং তারপর তারা সুখে থাকতে লাগল।

আমাদের অন্যান্য বাংলা বই